আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা

(মক্কা ও মদীনার যিয়ারত সম্বলিত)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো;

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

<u>অনুবাদ</u>: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত! (আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাবের নাম : আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা
মক্কা মদীনার যিয়ারত সম্বলিত

লেখক : শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

প্রকাশকাল : ১ম সংস্করণ - রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরি
ডিসেম্বর ২০১৭ ইংরেজি

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা (দা'ওয়াতে ইসলামী)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

www.dawateislami.net

DAWAT-E-ISLAMI

আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা

(মক্কা ও মদীনার যিয়ারত সম্বলিত)

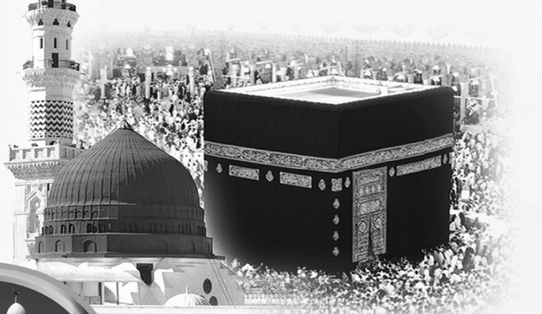

লিখক

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুল মদীনা

www.dawateislami.net

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। ان شاء الله عزوجل জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

নং	বিষয়	নং	বিষয়

মকামে ইবরাহীম
হাজরে আসওয়াদ
ছওর গুহা
হেরা গুহা
উহুদ পাহাড়
মেহরাবে নববী
মিম্বরে রাসূল
মসজিদে খাইফ
মসজিদে জ্বিন
মসজিদে জিয়ারানা
মসজিদে নিমরাহ
মসজিদে গামামা
মসজিদে জুমআ
মসজিদে শাজারাহ

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	১
মদীনার যিয়ারতকারীদের ৫১টি ঘটনা	২
(১) রওযায়ে পাক থেকে সুসংবাদ	২
(২) রাসূলের দরবারে হাজিরী দেওয়া ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো	৩
(৩) হে রওযায়ে আনওয়ারের যিয়ারতকারীরা! ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাও	৫
(৪) দেখো, মদীনা এসে গেছে!	৬
(৫) সবুজ ঘোড়ার আরোহী	৬
(৬) অন্যের সালাম পৌঁছানোর বরকতে দীদার হয়ে গেলো	৭
(৭) রওযায়ে আনওয়ারে উপস্থিত লোকেরা সালামের উত্তর শুনেছিলেন	৯
(৮) হে আমার বৎস وَعَلَيۡكَ السَّلَام!	৯
(৯) وَعَلَيۡكَ السَّلَام হে মুহাম্মদ হাশেমুল ঠাঠবী	১০
(১০) নূরানী কবর থেকে হাত মোবারক বের হয়ে এলো	১০
(১১) আমি হুযুর ﷺ এর নিকট এসেছি	১১
(১২) হুযুর ﷺ খাবার পাঠালেন	১২
(১৩) হুযুর ﷺ আহার করালেন	১৩
(১৪) হুযুর ﷺ দিরহাম দান করলেন	১৪
(১৫) আমাদের প্রিয় নবী ﷺ রুটি দান করলেন	১৫
(১৬) জাগ্রত হয়ে দেখলাম অর্ধেক রুটি হাতেই আছে	১৫
(১৭) একটিমাত্র দানের কৃতজ্ঞতাও আদায় করা সম্ভব নয়	১৬
(১৮) চাইবে যখন বড় কিছু চাও	১৭
(১৯) আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ মিনায় মাগফিরাতের দোয়া করালেন	১৯
(২০) তুমি যিয়ারত করতে আসোনি বলে, আমিই চলে এলাম	২০

বিবরণ	পৃষ্ঠা
(২১) আমি তোমার অপারগতা কবুল করলাম	২১
(২২) সন্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো	২২
(২৩) অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী স্বপ্নে বৃষ্টির সুসংবাদ দিলেন	২৩
(২৪) কূপ থেকে রক্ষা করলেন	২৪
প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর ১২টি ঘটনা	২৫
(২৫) মদীনায় খালি পা	২৫
(২৬) প্রতি রাতেই হুযুর ﷺ এর দীদার লাভ	২৫
(২৭) মদীনা শরীফে বাহন পরিহার	২৫
(২৮) নবী করীম ﷺ এর আলোচনার সময় রং পরিবর্তন হয়ে যেতো	২৬
(২৯) হাদীসে পাকের দরস দেয়ার ধরণ	২৭
(৩০) বিচ্ছু ১৬বার দংশন করার পরও হাদীসের দরস অব্যাহত রাখেন	২৭
(৩১) হাদীসের অনুলিপিগুলো পানিতে ডুবিয়ে দিলেন কিন্তু...	২৮
(৩২) ইশ্‌কে রাসূলে ক্রন্দনকারী মুহাদ্দিসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	২৮
(৩৩) মদীনার মাটিকে অসম্মানকারীর শাস্তি	২৯
(৩৪) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে হেরমের বাইরে চলে যেতেন	২৯
(৩৫) মসজিদে নববীতে আওয়াজকে মৃদু রাখো	৩০
(৩৬) রাসূলের রওযার দিকে মুখ করে দোয়া করো	৩১
(৩৭) যার সম্ভব হয় সে যেন মদীনা শরীফেই মৃত্যুবরণ করে	৩২

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
(৩৮) মদীনায় ওফাত, বিদায় বেলায় নেকীর দাওয়াত	৩৩	(৫৬) আমাকে হেরেম শরীফে নিয়ে যাও	৫২
		(৫৭) যমযমের পানি দ্বারা কণ্ঠনালীতে সুঁই আটকানোর চিকিৎসা হয়ে গেলো	৫৩
(৩৯) মাহবুবকে সন্তুষ্ট করার অনন্য ধরণ	৩৩	(৫৮) পিপাসার রোগ আর যমযমের পানির চমক	৫৪
(৪০) বিলালের আযান	৩৪		
(৪১) গ্রানাডার দূরারোগ্য রোগী	৩৬	(৫৯) দানের কূপ সাজার কূপ	৫৪
(৪২) যমযমের পানির অসাধারণ পরিবেশনকারী	৩৭	(৬০) ভারত থেকে মুহুর্তেই কাবার সামনে	৫৬
(৪৩) মদীনা তিন রুপি : মুলতান তিন রুপি	৩৮	(৬১) এক অভিনব কুষ্ঠরোগী	৫৭
		(৬২) যখন স্বয়ং হুযুর ﷺ ই ডাকলেন, তখন নিজে নিজেই ব্যবস্থা হয়ে গেলো	৬০
(৪৪) প্রিয় নবীর দয়ায় হারানো পুত্রকে ফিরে পেলো	৪১	(৬৩) আমি তোমার কথা শুনেছি	৬২
(৪৫) প্রিয় নবীকে ডাকলে দূর্বলতা দূর হয়ে যায়	৪২	(৬৪) ধৈর্যধারণ করলেই পা থেকে ঝর্ণা প্রবহিত হতো	৬২
(৪৬) সবুজ গম্বুজ দেখার সাথে সাথেই প্রাণ বেরিয়ে গেলো!	৪২	(৬৫) এক তাওয়াফকারীর অভিনব ফরিয়াদ	৬৩
(৪৭) ঋণ পরিশোধ করিয়ে দিলেন	৪৩	(৬৬) আল্লাহ্ তায়ালার গোপন ব্যবস্থাপনা	৬৫
(৪৮) এক তুর্কী রোগীর চিকিৎসা	৪৪		
(৪৯) মদীনার মাটি এবং ফল-ফলাদীতে শিফা রয়েছে	৪৫	(৬৭) আহ! আমিও যদি কান্নায় রত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত হতাম!	৬৬
(৫০) সারা বৎসরের জ্বর এক দিনেই নিরাময় হয়ে গেলো	৪৬	(৬৮) আরাফাতে অবস্থানকারীদের গুনাহ ক্ষমা হয়ে গেলো	৬৭
(৫১) 'খাকে শিফা' দ্বারা ফুলা রোগের চিকিৎসা	৪৬	(৬৯) হুযুর পাক ﷺ এর নামে হজ্ব পালনকারীদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ	৬৭
হাজীদের ৪২টি ঘটনা	৪৭	(৭০) ষাটবার হজ্ব পালনকারী হাজী	৬৮
দরূদ শরীফের ফযীলত	৪৭	(৭১) বিদায়ের অনুমতির অপেক্ষায় থাকা যুবককে সুসংবাদ	৬৯
নবী করীম ﷺ এর সালাম, নিজের এক গোলামের নামে	৪৭	(৭২) নিরাশ না হওয়া হাজী	৬৯
(৫২) মরহুম আব্বাজানের প্রতি জঙ্গলে মহান দয়া প্রদর্শন	৪৮	দোয়া কবুল না হওয়ার বিভিন্ন হিকমত	৭০
		(৭৩) আমি কার দ্বারে যাবো, মাওলা!	৭১
(৫৩) আমার প্রিয় নবীর পূর্বে তাওয়াফ করবো না	৫০	(৭৪) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আর এক গ্রাম্য লোক	৭২
(৫৪) পায়ে হেঁটে ২০বার হজ্বের সফর	৫১	(৭৫) যাদের হজ্ব কবুল হয়নি, তাদের উপরও দয়া হয়ে গেলো	৭৩
(৫৫) হুযুর ﷺ এর সাথে বৃষ্টিতে তাওয়াফ করার সৌভাগ্য	৫২	(৭৬) হজ্বের সফরে উত্তম সফরসঙ্গী	৭৪

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা
অভিনব পন্থায় নফসকে বশ	৭৫
সুখ্যাতির আনন্দ ইবাদতের কষ্টকে সহজ করে দেয়	৭৫
সুখ্যাতির বাসনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল	৭৬
নিজের মুখে নিজেকে উত্তম উক্তিকারী হাজীদের উদ্দেশ্যে মাদানী ফুল	৭৯
নিজের হজ্ব ও ওমরার সংখ্যা বলা কি গুনাহের কাজ?	৮০
দুইটি হজ্বই নষ্ট করে দিলো	৮১
নেকী গোপন রাখো	৮২
(৭৭) এক বুযুর্গের শয়তানের সাথে কথোপকথন	৮২
(৭৮) উচ্চ মর্যাদার আকাঙ্ক্ষীকে তিরস্কার	৮৩
(৭৯) হজ্ব করার আকাংখা ছিলো, কিন্তু পাথেয় ছিলো না	৮৪
(৮০) সর্বজন প্রিয় খলিফা	৮৫
(৮১) বোরকা পরিহিতা গ্রাম্য মহিলা	৮৬
(৮২) অতিমাত্রায় ক্রন্দনকারী হাজী	৮৮
(৮৩) হাজীদেরকে আশ্চর্যজনক সহযোগিতা	৯০
(৮৪) পবিত্র হেরেমের সফরকালে ইমাম শাফেয়ীর দানশীলতা	৯২
(৮৫) আমি কেন কান্না করবো না?	৯২
(৮৬) "لَبَّيْكَ" বলতেই বেহুশ হয়ে গেলেন	৯৩
(৮৭) বিকলাঙ্গ হাজী	৯৪
(৮৮) কোরবানীর ঈদে প্রাণ কোরবান করে দিলেন	৯৫
(৮৯) রহস্যময় হাজী	৯৭
(৯০) হজ্ব না করেই হাজী	৯৮
(৯১) শায়খ শিবলী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর হজ্ব	১০৩
(৯২) ছয় লক্ষ থেকে মাত্র ছয়!	১০৩
(৯৩) গায়েবী আঙ্গুর	১০৪
পর্দানশীন মহিলাদের ৪টি ঘটনা	১০৬
(৯৪) আশিকে রাসূল মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ দিয়ে দিলেন	১০৬
(৯৫) উম্মুল মুমিনীন নফল হজ্ব করতে অস্বীকার করলেন	১০৭
(৯৬) এক মহিলা হাজীর ওসীলায় সবার হজ্ব কবুল হয়ে গেলো	১০৭
(৯৭) পায়ে হেঁটে হজ্বের সফরকারীনী এক অন্ধ বৃদ্ধা	১০৮
ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের ১৭টি ঘটনা	১১০
(৯৮) আ'লা হযরতের সম্মানিত আব্বাজানের বিশেষ দাওয়াত লাভ হলো	১১০
(৯৯) মূল উদ্দেশ্যই হলো এই পবিত্র দরবারের উপস্থিতি	১১১
(১০০) ইমাম আহমদ রযা এবং দীদারে মুস্তফা ﷺ	১১২
(১০১) প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানীর আদবের ধরণ	১১৪
(১০২) 'ওয়াদিয়ে হামরা'য় পীর মেহের আলী শাহ্ এর গুম্বদে খাদ্বরার মালিকের যিয়ারত লাভ	১১৫
(১০৩) মদীনার কুকুরের প্রতি চরম বিনয় প্রদর্শন	১১৭
(১০৪) প্রিয় নবী ডেকেছেন এজন্য উড়ে যাওয়াই উচিত	১১৭
(১০৫) মাওলানা সরদার আহমদের মদীনার খেজুরের প্রতি ভলবাসা	১১৯
(১০৬) মদীনা শরীফে নিজের চুল ও নখ দাফন করলেন	১১৯
(১০৭) এখন মদীনা ছাড়া আমার আর কিছুই স্মরণ নাই	১২০
(১০৮) মদীনার মুসাফির ভারত থেকে মদীনায় পৌঁছলো	১২১

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা
(১০৯) হে মদীনার ব্যথা, তোমার স্থান আমার অন্তরে	১২২
(১১০) জান্নাতুল বাক্বীতে লাশের অদল-বদল	১২৩
(১১১) গাযালিয়ে জামান এবং মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁনের উপর নবী করীম ﷺ এর অনুগ্রহ	১২৪
(১১২) আল্লামা কাজেমী ছাহেব আর মদীনার কাঁটা	১২৫
(১১৩) আ'লা হযরতের ওফাতের পর দরবারে মুস্তফায় হাজিরী	১২৬
(১১৪) কুত্বে মদীনা এবং মদীনার গরীব যিয়ারতকারী	১২৭
জ্বিনদের ৭টি ঘটনা	১২৮
(১১৫) কাবা শরীফের তাওয়াফকারী অসংখ্য মহিলা জ্বিন	১২৮
(১১৬) উজ্জ্বল বর্ণের সাপ	১২৯
(১১৭) সাপরূপী জ্বিন হাজরে আসওয়াদ চুমু খেলো	১২৯
(১১৮) পানির নির্দেশনা প্রদানকারী জ্বিন	১৩০
(১১৯) গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর হজ্ব কাফেলার রহস্যময় যুবক	১৩১
(১২০) বাগানের জ্বিনেরা	১৩২
(১২১) আশ্চর্যজনক ছোট্ট পাখি	১৩৪
পশুদের ৯টি ঘটনা	১৩৫
(১২২) হিংস্র প্রাণীও অনুগত হয়ে গেলো	১৩৫
'এটি কি খ্যাতি নয়?' এর ব্যাখ্যা	১৩৬
(১২৩) সিংহ পথ দেখিয়ে দিলো	১৩৬
(১২৪) কোরআনে করীমের সম্মানকারী বানরের ঘটনা	১৩৭
(১২৫) প্রিয় নবীর দরবারে সাহায্যের আবেদন	১৩৭
(১২৬) শাহানশাহে মদীনা হুযুর ﷺ এর দরবারে হরিণীর আহাজারী	১৩৮
(১২৭) উট কাবা শরীফের তাওয়াফ করলো, তারপর ...	১৩৯

বিবরণ	পৃষ্ঠা
(১২৮) উটেরা প্রিয় নবী ﷺ কে সিজদা করলো	১৪০
(১২৯) প্রিয় নবীর বিরহে প্রাণ উৎসর্গকারী দুই বাকশক্তিহীন প্রাণী	১৪১
(১৩০) প্রিয় নবীর আস্তানার প্রতি হেরেম শরীফের কবুতরদের ভলবাসা	১৪২
মক্কার যিয়ারত সমূহ	১৪৩
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৪৩
মক্কা শরীফের ফযীলত সমূহ	১৪৩
মক্কা শরীফ হলো নিরাপদ শহর	১৪৪
মক্কা শরীফের ১০টি নাম	১৪৪
মক্কা শরীফের রমযান	১৪৪
মক্কা শরীফ হুযুর ﷺ এর প্রিয়	১৪৫
মক্কা শরীফ উত্তম নাকি মদীনা শরীফ!	১৪৬
সাওয়াবে পার্থক্য কেন?	১৪৭
মক্কা শরীফের ভূখন্ড কিয়ামত পর্যন্ত হেরেম	১৪৮
মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফে দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না	১৪৯
মক্কা শরীফের গরমের ফযীলত	১৪৯
মক্কা শরীফে অসুস্থ হওয়া লোকের প্রতিদান	১৫০
মক্কা শরীফে মৃত্যু বরণকারীর হিসাব নিকাশ হবে না	১৫০
মক্কা শরীফে সতর্কতা অবলম্বন করুন!	১৫০
মক্কা শরীফে বসবাস করা কেমন?	১৫১
মক্কায় বসবাসের যোগ্য ব্যক্তি	১৫২
মক্কা শরীফে চাকুরীজীবি ও ব্যবসায়ীরা ভাবুন	১৫২
মক্কায় বেশি দিন অবস্থান করাতে মনে কাবা শরীফের ভাবগাম্ভীর্য্য কমে যেতে পারে	১৫৩
শরীর যেখানেই থাকুক কিন্তু মন যেন মক্কা মদীনায় থাকে	১৫৪
মক্কা শরীফের ১৯টি বৈশিষ্ট্য	১৫৫

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
কাবা সম্পর্কে মনোমুগ্ধকর তথ্য	১৫৬	বৃষ্টিতে তাওয়াফ করার ফযীলত	১৬৯
হেরেমে পশুরা শিকারের পিছু ধাওয়া করে না	১৫৬	আমরা যখন বৃষ্টিতে তাওয়াফ করলাম, তখন ...	১৬৯
কাবা সমগ্র বিশ্ব-জগতের পথ প্রদর্শক	১৫৭	আ'লা হযরত বৃষ্টিতে কাবা শরীফের তাওয়াফ করেন	১৭০
কাবা শরীফ সম্পর্কে ১২টি মাদানী ফুল	১৫৭		
অসুস্থ পাখিরা কাবার বাতাস দ্বারা চিকিৎসা করে থাকে	১৫৮	বর্তমানে বৃষ্টিতে তাওয়াফ করতে অসুবিধা	১৭০
কাবা শরীফের যিয়ারত করা ইবাদত	১৫৯	সাফা ও মারওয়া	১৭১
কাবা শরীফ হচ্ছে কিবলা	১৫৯	পুরুষ ও মহিলা পাথর হয়ে গেলো	১৭১
কাবা শরীফের ভিতরে নামাযে কোন্ দিকে মুখ করবে	১৬০	বিবি হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর সাঙ্গ করার ঈমান তাজাকারী কাহিনী	১৭২
শুধুমাত্র তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের হাদীস, ব্যাখ্যা সহ	১৬০	মকামে ইব্রাহীম	১৭৩
		হাজরে আসওয়াদ	১৭৪
প্রতিটি কদমে নেকী আর গুনাহের ক্ষমা	১৬১	হাজরে আসওয়াদের ছয়টি বিশেষত্ব	১৭৫
সায়্যিদুনা আদম عَلَیۡہِ السَّلَام ও কাবা	১৬২	**মক্কা শরীফের মসজিদ সমূহ**	১৭৬
শুভাগমনের খুশিতে কাবার উপর পতাকা	১৬২	(১) মসজিদুল হারাম	১৭৬
পবিত্র কাবার একটি জিহ্বা ও দুইটি ঠোঁট আছে	১৬৩	মসজিদুল হারামে ৭০ জন আম্বিয়ায়ে কিরামের মাযার রয়েছে	১৭৬
সুলায়মান عَلَیۡہِ السَّلَام এর সৈন্য এবং কাবা	১৬৩	মসজিদে হারামে হুযুর ﷺ এর নামায আদায়ের ১১টি স্থান	১৭৭
স্বর্ণের শিকলে বেঁধে কাবাকে হাশরের ময়দানে আনা হবে	১৬৪		
		(২) মসজিদে জ্বিন	১৭৮
কিয়ামতের দিন পবিত্র কাবাকে নববধূর সাজে উঠানো হবে	১৬৫	বৃদ্ধ জ্বিন	১৭৮
		(৩) মসজিদে রাইয়া	১৭৮
তাওয়াফের ফযীলত সমূহ	১৬৬	(৪) মসজিদে খাইফ	১৭৯
তাওয়াফ কীভাবে শুরু হলো?	১৬৬	(৫) মসজিদে জিইররানা	১৭৯
তাওয়াফের প্রতি কদমের পরিবর্তে দশটি করে নেকী আর ...	১৬৬	(৬) মসজিদে তানয়ীম	১৮০
		আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর কবর	১৮১
গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব	১৬৭	মসজিদে তানয়ীমের নিমার্ণকাজ	১৮১
গোলাম আযাদ করার ফযীলত	১৬৭	(৭) মসজিদে নিমরা	১৮২
দৈনিক ১২০টি রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে	১৬৭	(৮) মসজিদে যী'তুয়া	১৮২
পঞ্চাশবার তাওয়াফ করার মহান ফযীলত	১৬৮	(৯) মসজিদে কাব্‌শ	১৮২
তাওয়াফ নামাযেরই মতো	১৬৮	মুরসালাত গুহা	১৮৩
কাবা শরীফের তাওয়াফের জন্য অযু ওয়াজিব	১৬৯	নবী করীম ﷺ এর শুভাগমনের স্থান	১৮৩
প্রচণ্ড গরমে তাওয়াফ করার ফযীলত	১৬৯	জবলে আবু কুবাইস	১৮৪

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
হযরত খাদীজাতুল কুবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর ঘর	১৮৫	মদীনায় আসল অবস্থান হলো প্রিয় নবী ﷺ এর বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করা	২০০
ছওর পর্বতের গুহা	১৮৬		
হেরা গুহা	১৮৬	মদীনা শরীফের ১৭টি বিশেষত্ব	২০০
দারে আরকাম	১৮৭	মসজিদে নববী শরীফের عَلٰی صَاحِبِہَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام জায়গা সংগ্রহ	২০২
মহল্লায়ে মাসফালা	১৮৭		
জান্নাতুল মা'আলা	১৮৮	প্রিয় নবীর দরবারে জিব্রাঈল আমীনের উপস্থিতি	২০৩
হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর মাযার	১৮৯	মসজিদে নববী শরীফের عَلٰی صَاحِبِہَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام নির্মাণ	২০৩
ওফাতের পর সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا আঙ্গুর খাওয়ালেন	১৯০	মসজিদে নববী নির্মাণে প্রিয় নবী ﷺ নিজে অংশগ্রহণ করেন	২০৪
মদীনার যিয়ারত	১৯১		
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৯১	মসজিদে নববী শরীফে عَلٰی صَاحِبِہَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام নামাযের ফযীলত	২০৪
মদীনা শরীফের ফযীলত	১৯১		
কোরআনে পাকে মদীনার আলোচনা	১৯২	**রাসূলের রওযা সম্পর্কীত মনোমুগ্ধকর তথ্য**	২০৫
মদীনা শরীফের ১২টি নাম	১৯২		
মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণ করার ফযীলত	১৯৩	প্রিয় নবী ﷺ এর আরশতুল্য বাসস্থান	২০৫
মদীনা শরীফে দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না	১৯৩	হুজরা শরীফে ওফাত ও দাফন	২০৬
		শায়খাইনে করীমাইনের হুজরা শরীফেই দাফন	২০৭
মদীনা শরীফ সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ	১৯৩		
		হুজরা শরীফ দুই অংশে বিভক্ত ছিলো	২০৮
মদীনার তাজা ফল	১৯৪	শায়খাইন করীমাইনের পর কেউই এখানে দাফন হননি	২০৯
মদীনা মানুষকে পুতঃপবিত্র করে দিবে	১৯৪		
মদীনাকে ইয়াসরীব বলা গুনাহ	১৯৫	হুজরা মোবারকার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়	২০৯
ইয়াসরীব বলা নিষেধ কেন?	১৯৫		
মদীনায় কষ্টে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য শাফায়াতের সুসংবাদ	১৯৬	পবিত্র হুজরার দেওয়াল নির্মাণ	২১০
		জালী মোবারকের ইতিহাস	২১০
মদীনা শরীফই উত্তম	১৯৭	তিনটি কবরেরই নকল ছবি	২১১
মদীনা শরীফে অভাবে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য সুপারিশের সুসংবাদ	১৯৮	নূরানী রওযায় পবিত্র গম্বুজ নির্মাণ	২১২
		বড় ও ছোট গম্বুজ শরীফ নির্মাণ	২১৩
		আযানের সময় মুয়াজ্জিনের উপর আকাশ থেকে বজ্রপাত হলো	২১৪
মদীনা শরীফে কষ্টে ধৈর্যধারণ করার ফযীলত	১৯৮	সবুজ গম্বুজ কখন নির্মাণ করা হয়	২১৫
মদীনায় বসবাস করা কেমন?	১৯৯	দুইটি গম্বুজেই একটি ছোট ছিদ্র রাখা হয়েছে	২১৫
মদীনায় ইস্তিন্‌জা করা সম্পর্কীত কাহিনী	১৯৯		

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
গম্বুজ শরীফের বিভিন্ন রং	২১৬	(১২) মসজিদুন নূর	২৩৫
মসজিদে নববীর রহমতের ৮টি স্তম্ভ	২১৭	(১৩) মসজিদে ফাস্হ	২৩৬
(১) উস্তুয়ানায়ে হান্নানা	২১৭	(১৪) মসজিদে বনী যোফর (বা মসজিদে বাগলা)	২৩৭
(২) উস্তুয়ানায়ে আয়েশা	২১৮		
লোকেরা যদি জানতে পারে তবে লটারী করবে	২১৮	(১৫) মসজিদে মায়িদা	২৩৮
		(১৬) মসজিদে বনী হারাম	২৩৮
(৩) উস্তুয়ানায়ে তাওবা	২১৯	(১৭) মসজিদে শায়খাইন	২৩৯
(৪) উস্তুয়ানাতুস সারীর	২১৯	(১৮) মসজিদে মিসতারাহ	২৪০
(৫) উস্তুয়ানাতুল হারাস	২২০	(১৯) মসজিদে মিসবাহ (বা মসজিদে বনী উনাইফ)	২৪১
(৬) উস্তুয়ানায়ে উফুদ	২২০		
(৭) উস্তুয়ানায়ে জিবরাঈল	২২০	(২০) মসজিদে বনী যুরাইক	২৪১
(৮) উস্তুয়ানায়ে তাহাজ্জুদ	২২১	(২১) মসজিদে কাতীবা	২৪২
অন্যান্য স্তম্ভগুলোও বরকতময়	২২১	(২২) মসজিদে বনী দ্বীনার	২৪২
রওযাতুল জান্নাহ **(জান্নাতের বাগান)**	২২১	(২৩) মসজিদে মিনারাতাইন	২৪৩
মেহরাবে নববী عَلٰی صَاحِبِہَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام	২২২	মৃত ছাগল	২৪৪
মিম্বরে রাসূল	২২৩	(২৪) মসজিদে জুমা	২৪৪
মূল মিম্বরটি ছিলো কাঠের	২২৪	(২৫) মসজিদে মি'রাস	২৪৫
বিলালের আযান দেওয়ার স্থান খুঁজে বের করা সম্ভব নয়	২২৪	(২৬) মসজিদে যুল হুলাইফা	২৪৫
		(২৭) মসজিদে কিবলাতাইন	২৪৬
ছুফ্ফা শরীফ	২২৫	উহুদ পাহাড়	২৪৭
মদীনা শরীফের মসজিদ সমূহ	২২৭	সায়্যিদুনা হারুন عَلَیْہِ السَّلَام এর মাযার	২৪৮
(১) মসজিদে কুবা	২২৮	**সায়্যিদুনা হামযা** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **এর মাযার**	২৪৮
ওমরার সাওয়াব	২২৮	কতিপয় শুহাদায়ে উহুদের মাযার চিহ্নিতকরণ	২৪৮
ফারুকে আযম এবং কুফা	২২৮		
আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং কুবা	২২৯	শুহাদায়ে উহুদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان সালাম করার ফযীলত	২৪৯
(২) মসজিদে ফদীখ	২২৯		
(৩) খামসা বা সাবআ মসজিদ সমূহ	২২৯	**সায়্যিদুনা হামযা** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **এর মাযার**	২৪৯
(৪) মসজিদে গামামাহ	২৩১	শুহাদায়ে উহুদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان একত্রে সালাম	২৫০
(৫) মসজিদে ইজাবাহ	২৩১		
(৬) মসজিদে সুখইয়া	২৩২	তথ্যসূত্র	২৫২
(৭) মসজিদে সাজদা	২৩২		
(৮) মসজিদে যিবাব (বা মসজিদে রায়া)	২৩৩		
(৯) মসজিদে আইনাইন	২৩৪		
(১০) মসজিদে মাশরাবা উম্মে ইব্রাহীম	২৩৪		
(১১) মসজিদে বনী কোরাইযা	২৩৫		

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা

মক্কা মদীনার যিয়ারত সম্বলিত

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও কিতাবটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন।
اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার ঈমান সতেজ হয়ে যাবে এবং আপনি
মক্কা-মদীনার উপস্থিতির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রাব্বুল ইয্যত, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোন বান্দা যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, তখন ফিরিশতারা সেই দরূদ নিয়ে উপরে উঠে এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে পৌঁছিয়ে দেয়, তখন **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন: তোমরা এই দরূদগুলো আমার বান্দার কবরে নিয়ে যাও। দরূদগুলো তার পাঠকের গুনাহ ক্ষমা চাইতে থাকবে আর এই অবস্থা দেখে তার (সেই বিশেষ বান্দাটির) চক্ষুদ্বয় শীতল হতে থাকবে।"

(জমউল জাওয়ামেয়ে, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৪৬১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মদীনার যিয়ারতকারীদের ৫১টি ঘটনা

(এই ঘটনাগুলোতে মদীনার উপস্থিতির ব্যাপারে বিশেষভাবে আলোচনা রয়েছে)

(১) রওযায়ে পাক থেকে সুসংবাদ

আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর বর্ষণকারী মাযারে গমনের তিন দিন পর এক গ্রাম্য লোক এসে উপস্থিত হলো আর সে নিজে নিজেই নূরানী কবরে লুটিয়ে পড়লো আর এর পবিত্র মাটি নিজের মাথায় লাগাতে লাগলো এবং এভাবে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যা আপনি **আল্লাহ্ তায়ালার** পক্ষ থেকে শুনেছেন তা আমরাও আপনার কাছ থেকে শুনেছি। (তা হলো):

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۶۴﴾

(পারা: ৫, সূরা: নিসা, আয়াত: ৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় এবং অতঃপর **আল্লাহ্**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই **আল্লাহ্**কে অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু পাবে।

ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আমার উপর অত্যাচার করেছি (অর্থাৎ গুনাহ করেছি), আর আপনার নিরাশ্রয়দের আশ্রয়স্থল দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছি, যেন আপনি আমার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করিয়ে দেন। নূরানী কবর থেকে আওয়াজ আসলো: قَدْ غُفِرَ لَكَ অর্থাৎ আসলেই তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হলো। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ১৩৬১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আইব মাহশর মেঁ খোলা হি চাহতে থে মেঁ নিছার,
ঢাক কে পর্দা আপনে দামন কা ছুপায়া শুকরিয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(২) রাসূলের দরবারে হাজিরী দেওয়া ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'উয়ূনুল হিকায়াত'** এর দ্বিতীয় খন্ডের ৩০৮ পৃষ্ঠায় ইমাম আব্দুর রহমান বিন আলী জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন হারব হিলালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বর্ণনা করেন: একবার আমি রাসূলের রওযায় উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক গ্রাম্য আরব লোক আগমন করে **হুজুরে আনওয়ার, মাহবুবে রব্বে আকবর, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে এভাবে আবেদন করতে লাগলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উপর যে সত্য কিতাবটি **আল্লাহ্ তায়ালা** নাযিল করেছেন তাতে এই আয়াতটিও রয়েছে:

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِیْمًا ﴿۶۴﴾

(পারা: ৫, সূরা: নিসা, আয়াত: ৬৪)

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় এবং অতঃপর **আল্লাহ্**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই **আল্লাহ্**কে অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু পাবে।

"হে **আমার আক্বা** ও **মাওলা, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ক্ষমাশীল **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবার থেকে আমার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করিয়ে

www.dawateislami.net

নেয়ার জন্য আপনার দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছি আর আপনাকে **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে আমার জন্য সুপারিশকারী বানাচ্ছি।” এই কথাগুলো বলেই সেই আশিকে রাসূল কান্না করতে লাগলো এবং তার কণ্ঠে এই পংক্তিগুলো অব্যাহত ছিলো:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ اَعْظُمُهُ   فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْاَ كَمُ

رُوْحِىَ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ اَنْتَ سَاكِنُهُ   فِيْهِ الْعِفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ

অনুবাদ: (১) হে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা যাঁর মোবারক শরীরকে এই জমিনে দাফন করা হয়েছে, তাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার প্রভাবে সারা ময়দান ও পর্বতগুলো সুবাসিত হয়ে গেছে। (২) সেই নূরানী কবরের উপর আমার এই জীবন কুরবান হয়ে যাক, যেই নূরানী কবরে আপনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) চিরশান্তিতে অবস্থান করছেন! যাতে বিদ্যমান রয়েছে পবিত্রতা, ক্ষমা ও দানশীলতার মহামূল্যবান খণি।

সেই আশিকে রাসূল অনেকক্ষণ ধরেই শেরগুলো বারবার পাঠ করছিলো। অতঃপর নিজের গুনাহসমূহের ক্ষমা চাইতে চাইতে অশ্রুসজল চোখে সেখান থেকে চলে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন হারব হিলালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, স্বপ্নে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভে ধন্য হলাম। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: “اِلْحَقِ الرَّجُلَ فَبَشِّرْهُ اَنَّ اللهَ تَعَالٰى قَدْ غَفَرَ لَهُ بِشَفَاعَتِىْ অর্থাৎ ওই আরবী গ্রাম্য লোকটির সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সুসংবাদ দাও যে, আমার সুপারিশের কারণে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।” (উয়ূনুল হিকায়াত, ৩৭৮ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সব খুশীতে গম কহোঁ কিচ যে তেরে হোতে হুয়ে,
কিচ কে দর পর জাওঁ তেরা আস্তানা ছোড় কর।

www.dawateislami.net

বখশোয়ান মুঝ চে আছী কা রওয়া হোগা কিচে!
কিচ কে দামন মেঁ ছুপোঁ দামন তোমারা ছোড় কর। (যওকে না'ত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) হে রওযায়ে আনওয়ারের যিয়ারতকারীরা! ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাও

হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আছাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযা শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করলেন: "হে **আমার প্রতিপালক!** আমি তোমার **হাবীবে মুকাররাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কবরের যিয়ারত করেছি এবার তুমি আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না।" আওয়াজ এলো: "হে **আমার বান্দা!** আমি তো তোমাকে **আমার হাবীবে**র পবিত্র রওযার যিয়ারত করার অনুমতি তখনই দিয়েছি, যখন আমি তোমাকে (গুনাহ থেকে) পবিত্র করে নেয়াকে মঞ্জুর করেছি। এখন তুমি সহ তোমার সাথে যিয়ারতকারীগণ ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাও। নিশ্চয় **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমার উপর এবং তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, যারা **প্রিয় নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযার দীদার লাভ করেছে।"

(আর রওজুল ফায়িক, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বুলাতেহে উচিকো জিচ কি বিগড়ী ইয়ে বানাতে হে,
কামর বান্ধনা দেয়ারে তাইবা কো খোলনা হে কিচমত কা। (যওকে না'ত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৪) দেখো, মদীনা এসে গেছে!

হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কোন সফরে আমি পিপাসায় কাতর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। এমন সময় কেউ এসে আমার মুখে পানি ছিটিয়ে দিলো। আমি চোখ খুলতেই দেখতে পেলাম, এক সুদর্শন বুযুর্গ ব্যক্তি ঘোড়ার উপর আরোহী অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে পানি পান করালেন আর বললেন: "আমার সাথে বাহনে উঠো।" কিছু দূর যেতে না যেতেই বললেন: "দেখো! কী দেখতে পাচ্ছ?" আমি বললাম: "এতো দেখছি মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا!" তিনি আমাকে বললেন: "নেমে যাও, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম পেশ করো। এটাও বলিও যে, খিজির (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام)ও আপনার পবিত্র দরবারে সালাম পেশ করেছে।" (রওজুর রিয়াহীন, ১২৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫) সবুজ ঘোড়ার আরোহী

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু ইমরান ওয়াসেতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "আমি মক্কা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا থেকে মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী মাযার যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে আমার এতই পিপাসা লাগলো যে, মনে হলো আমি যেন মরেই যাব। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে আমি একটি বাবালা গাছের নিচে বসে পড়লাম। হঠাৎ সবুজ পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে সবুজ ঘোড়ায় আরোহী অবস্থায় দেখলাম, তাঁর ঘোড়ার লাগাম ও জ্বিনপোশও সবুজ ছিলো, তাঁর হাতেও সবুজ করবোতপূর্ণ সবুজ একটি পেয়ালা ছিলো। তিনি আমাকে পেয়ালাটি দিলেন আর বললেন: "পান

www.dawateislami.net

করে নাও।” আমি তা তিন নিঃশ্বাসেই পান করে নিলাম। কিন্তু দেখলাম যে, সেই পেয়ালা থেকে একটুও কমেনি। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন: “তুমি কোথায় যাবে?” আমি বললাম: “**হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও শায়খাইনে করীমাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর দরবারে সালাম আরয করার জন্য মদীনা শরীফ যাচ্ছি।” তিনি বললেন: “তুমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছাবে, আর তোমার সালাম পেশ করবে, তখন সেই তিন জন মহা-মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বের নিকট আরয করবে যে, রিদ্বওয়ানও (বেহেশতের পাহারাদার ফিরিশতা) আপনাদের খেদমতে সালাম আরয করছেন।” (রওজুর রিয়াহীন, ৩২৯ পৃষ্ঠা)

তাঁদের উপর আল্লাহ্ তায়ালার রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জাঁ বলব হোঁ জাঁ বলব পর রহম কর,
আয় লবে ঈসা দওরাঁ আল গিয়াছ। (যওকে না'ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৬) অন্যের সালাম পৌঁছানোর বরকতে দীদার হয়ে গেলো

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার দেশ ইয়ামেনের শহর ‘সানআ’ থেকে হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হলে অসংখ্য আশিকে রাসূল আমাকে বিদায় জানানোর জন্য শহরের বাইরে পর্যন্ত এসেছিলো। এক আশিকে রাসূল আমাকে বললো: “**হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, হযরত শায়খাইনে করীমাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পবিত্র কদমে আমার সালাম আরয করবেন।” যখন আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উপস্থিত হলাম তখন সেই আশিকে রাসূলের সালাম আরয করার কথা ভুলে গেলাম। সেখান থেকে ফিরে আমি যখন ‘যুল হুলাইফা’ এসে পৌঁছলাম এবং ইহরাম বাধাঁর ইচ্ছা পোষণ করলাম, তখন সেই আশিকে রাসূলের সালামের কথা স্মরণে আসলো। আমি সফরসঙ্গীদের বললাম: “আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার উটের দিকে একটু নজর

www.dawateislami.net

রাখবেন। আমি একটি জরুরী কাজে মদীনা তাইয়েবা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا যেতে হচ্ছে।” সাথীরা বললো: “এখন তো কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হয়ে গেছে এবং আমাদের ভয় হচ্ছে যে, যদি তুমি কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে যাও তবে এই কাফেলাকে মক্কা মুয়াজ্জামায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا আর খুঁজে পাবে না।” আমি বললাম: “তা হলে আমার উটটিও সাথে নিয়ে যাবেন।”

অতঃপর আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا ফিরে এলাম এবং রওযায়ে আকদাসে উপস্থিত হয়ে সেই আশিকে রাসূলের সালাম **শাহানশাহে খাইরুল আনাম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মোবারক দরবারে পেশ করলাম। রাত হয়ে গিয়েছিলো, আমি যখন মসজিদে নববী عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে বাইরে আসি, তখন ‘যুল হুলাইফা’ থেকে আসা এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলো, আমি তাকে আমার কাফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: “কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে।” আমি মসজিদে নববী শরীফে عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ফিরে এলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, অন্য কোন কাফেলার সাথেই যাব আর ঘুমিয়ে পড়লাম। অবশেষে রাতে স্বপ্নে আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও শায়খাইনে করীমাইনের رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا দীদার লাভ করলাম। হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ আরয করলেন: “**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ইনিই সেই ব্যক্তি।” **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার দিকে তাকালেন এবং ইরশাদ করলেন: “হে আবুল ওয়াফা!” আমি আরয করলাম: “**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার উপনাম আবুল আব্বাস!” ইরশাদ করলেন: “তুমি হলে ‘আবুল ওয়াফা’ (অর্থাৎ ওয়াফাদার)।” অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার হাত ধরে আমাকে মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا আর তাও নির্দিষ্ট মসজিদে হারামে এনে রেখে দিলেন। আমি পবিত্র মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا আট দিন অবস্থান করলাম। এর পরেই আমার সফরসঙ্গীদের কাফেলাটি মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا এসে পৌঁছলো।

(রওজুর রিয়াহীন, ৩২২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তাঁদের উপর আল্লাহ্ তায়ালার রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

গমজাদোঁ কো রযা মুজ্বদা দী জে কেহ্ হে,
বে কসোঁ কা সাহারা হামারা নবী। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৭) রওযায়ে আনওয়ারে উপস্থিত লোকেরা সালামের উত্তর শুনেছিলেন

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু নসর আবদুল ওয়াহিদ বিন আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মদ বিন আবু সাঈদ সূফী কারখী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: হজ্ব সম্পাদনের পর আমি মদীনা শরীফের زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا আসলাম এবং পবিত্র রওযায়ে আনওয়ারে উপস্থিত হলাম। আমি হুজরা শরীফের পাশেই বসে ছিলাম, এমন সময় হযরত শায়খ আবু বকর দিয়ার বিক্‌রী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আগমন করলেন এবং এসেই **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম আরয করলেন: "اَلسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ" তখন আমি সহ উপস্থিত সকলেই পবিত্র রওযায়ে আকদাস থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম: "وَعَلَیۡكَ السَّلَامُ یَا اَبَابَکۡرٍ।" (আল হাবী লিল ফতোওয়া, ২য় খন্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা)

তাঁদের উপর আল্লাহ্ তায়ালার রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

উহ্ সালামত রহা কিয়ামত মেঁ, পড় লিয়ে জিচ নে দিল চে চার সালাম।
উচ জওয়াবে সালাম কে সদকে, তা কেয়ামত হোঁ বেশুমার সালাম। (যওকে না'ত)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৮) হে আমার বৎস وَعَلَیۡكَ السَّلَام!

হযরত শায়খ সৈয়্যদ নূরুদ্দীন ঈ'জী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ যখন পবিত্র রওযায়ে আনওয়ারে উপস্থিত হলেন তখন সালাম আরয করলেন:

www.dawateislami.net

“اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ” তখন সেখানে যারা উপস্থিত ছিলো সকলেই শুনতে পেলো যে, রওযায়ে আকদাস থেকে উত্তর আসলো: “وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِىْ ।” (অর্থাৎ হে আমার বৎস! তোমার উপরও সালাম)।

(আল হাবী লিল ফতোওয়া, ২য় খন্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা)

তাঁদের উপর আল্লাহ্ তায়ালার রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তুম কো তো গোলামোঁ চে হে কুছ এয়সী মুহাব্বত,
হে তরকে আদব ওয়ারনা কাহেঁ হাম পে ফিদা হো! (যওকে না'ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৯) وَعَلَيْكُمُ السَّلَام হে মুহাম্মদ হাশেমুল ঠাঠবী

শায়খুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা মাখদূম মুহাম্মদ হাশেম ঠাঠবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا গিয়ে রওযায়ে আনওয়ারে সালাত ও সালাম আরয করলেন: তখন **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক আওয়াজ শোনা গেলো: “وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ হে মুহাম্মদ হাশেম ঠাঠবী।” (আনওয়ারে ওলামায়ে আহ্লে সুন্নাত, সিন্ধ, ৭১৪ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আয় মদীনে কে তাজেদার সালাম, আয় গরীবোঁ কে গমগুসার সালাম।
তেরি এক এক আদা ইয়ে আয় পেয়ারে, সো দুরূদেঁ ফিদা হাজার সালাম।
(যওকে না'ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১০) নূরানী কবর থেকে হাত মোবারক বের হয়ে এলো

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ সৈয়্যদ আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনের পর যখন মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا

www.dawateislami.net

পবিত্র নূরানী রওযায়ে আকদাসে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি আরবিতে দুইটি চরণ পাঠ করেছিলেন। যার অনুবাদ হলো: "(১) দূরে থাকাবস্থায় আমি আমার রূহকে আপনার পবিত্র খেদমতে পাঠাতাম তখন তা আমার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে আস্তানা শরীফকে চুমু খেতো। (২) আর এখন সশরীরে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাতের পালা এসেছে তাই আপনার হাত মোবারক প্রসারিত করে দিন, আমার দুখানি ঠোঁট যেন তাতে চুমু খেতে পারে।" পংক্তি দু'টি পাঠ করা শেষ হতেই হাত মোবারক নূরানী রওযা থেকে বের হয়ে আসে আর তিনি তাতে চুমু খান। (আল হাবী লিল ফতোওয়া, ২য় খন্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ওয়াহ্ কিয়া জূদ ও করম হে শাহে বতহা তেরা,
'নেহিঁ' সুনতা হি নেহিঁ মাঁগনে ওয়ালা তেরা। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১১) আমি হুযুর ﷺ এর নিকট এসেছি

হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ বিন আবু সালিহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, মাহবুবে রাব্বুল ইয্যত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান আস্তানায় একদিন খলিফা মারওয়ান আসলো। তিনি সেখানে এক ব্যক্তিকে নূরানী কবরে মুখ রাখতে দেখে তার ঘাঁড়ে হাত রেখে বললেন: "তুমি কি জান যে, তুমি কী করছ?" লোকটি "হ্যাঁ! জানি" বলেই তাঁর দিকে তাকালেন। তিনি দেখলেন যে, ইনি হচ্ছেন **মাহবুবে খোদা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ। তিনি বললেন: "আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়েছি, কোন পাথরের কাছে আসিনি, আর আমি রাসূলে **আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই কথা ইরশাদ করতে শুনেছি যে, "তোমরা কখনো দ্বীন নিয়ে কান্না করবে

www.dawateislami.net

না, যতদিন পর্যন্ত এই দ্বীনের ধারক-বাহকরা দ্বীনের উপযুক্ত থাকবে। কিন্তু সেই সময়ে অবশ্যই কান্না করবে, যখন এর ধারক-বাহকরা অনুপযুক্ত হয়ে যাবে।” (আল মুস্তাদরাক, ৫ম খন্ড, ৭২০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৬১৮)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ওশ্‌শাকে রওযা সেজদে মেঁ সোয়ে হারম ঝুকে,
আল্লাহ্ জানতা হে কেহ্ নিয়্যত কিধর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(১২) হুযুর ﷺ খাবার পাঠালেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু বকর বিন মুকরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আমি ও হযরত সায়্যিদুনা ইমাম তাবারানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এবং হযরত সায়্যিদুনা আবুশ শায়খ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আমরা তিনজনই মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا উপস্থিত ছিলাম। দুই দিন ধরে আমাদের কোন খাবার জুটেনি, ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছিলাম। যখন ইশার সময় হলো আমি নূরানী রওযায় উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: “اَلْجُوع অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ক্ষুধা।” আমি এই শব্দটি ছাড়া আর কিছুই বলিনি, তারপর ফিরে এলাম। আমি ও আবুশ শায়খ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ঘুমিয়ে পড়লাম আর তাবারানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বসে কারো আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। এমন সময় কেউ আমাদের ঘরের দরজায় কড়া নাড়লো, আমরা দরজা খুলে দিলে এক আলাবী (বংশের) বৃদ্ধ নিজের দুইজন সেবককে সাথে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। দুইজনের কাছে খাবার ভর্তি একটি করে পাত্র ছিলো। সেই আলাবী (বংশের) বৃদ্ধটি বললেন: “আপনারা হয়তো **নবী** পাকের দরবারে ক্ষুধার কথা বলেছেন। কেননা, আমি **নবী পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে দেখেছি। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপনাদের ব্যাপারে আমাকে ইরশাদ করলেন: ‘তাদের খাবারের ব্যবস্থা করো’।” অবশেষে তিনিও আমাদের সাথে

www.dawateislami.net

বসে একত্রে আহার করলেন আর যে খাবারগুলো অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিলো, সেগুলো আমাদের দিয়ে চলে গেলেন।

(জযবুল কুলুব, ২০৭ পৃষ্ঠা। ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ১৩৮০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ছরকার খিলাতে হেঁ ছরকার পিলাতে হেঁ,
সুলতান ও গদা সব কো ছরকার নিভাতে হেঁ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৩) হুযুর ﷺ আহার করালেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের **প্রিয় মক্কী মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর গোলামদের উপর রহমতের দৃষ্টি দিয়েছেন, দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন এবং ক্ষুধার্তকে আহার করেন। এপ্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা শুনুন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: "হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ বিন নফিস তূনেসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا একদা আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযায় আরয করলাম: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ক্ষুধার্ত।" এমন সময় আমার তন্দ্রাভাব এসে গেলো, সেই সময় কেউ এসে আমাকে জাগ্রত করল আর আমাকে তার সাথে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলো। অতএব, আমি তার সাথে তার ঘরে গেলাম। দাওয়াত দাতা আমাকে খেজুর, ঘি ও গমের রুটি দিয়ে বললো: "পেট ভরে খান। কেননা, আমাকে আমার শ্রদ্ধেয় **নানাজান মক্কী-মাদানী আক্বা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং আপনার মেহমানদারি করার আদেশ দিয়েছেন। ভবিষ্যতেও কখনো ক্ষুধার্ত হলে আমাদের কাছে চলে আসবেন।" (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

পিতে হেঁ তেরে দর কা খা'তে হেঁ তেরে দর কা,
পানি হে তেরা পানি দানা হে তেরা দানা। (সামানে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৪) হুযুর ﷺ দিরহাম দান করলেন

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মুহাম্মদ সূফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "আমি তিন মাস ধরে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি। এমনকি আমার শরীরের সব চামড়া রোদে পুড়ে গিয়েছিলো। অবশেষে আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এসে উপস্থিত হলাম এবং আমি **ছরওয়ারে কওনাইন, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং হযরত শায়খাইনে করীমাইনের رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا দরবারে সালাম আরয করলাম। অতঃপর ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করলাম। **তিনি** ইরশাদ করলেন: "আহমদ তুমি এসে গেছ? দেখ তো, তোমার কী অবস্থা হয়েছে!" আমি আরয করলাম: "اَنَا جَائِعٌ وَاَنَا ضَيْفُكَ يَا رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ক্ষুধার্ত এবং আমি আপনারই মেহমান।" **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হাতটি খোলো"। আমি যখন আমার হাতটি খুললাম, তাতে কিছু দিরহাম দেখতে পেলাম। সত্যিই আমি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হই সেই দিরহামগুলো আমার হাতেই বিদ্যমান ছিলো। অতঃপর বাজারে গিয়ে আমি রুটি আর ফালুদা কিনে খেয়ে নিলাম।"

(জযবুল কুলুব, ২০৭ পৃষ্ঠা। ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ১৩৮১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাঁঙ্গতা তো হেঁ মাঁঙ্গতা কোয়ী শাহোঁ মেঁ দেখা দেয়,
জিস কো মেরে ছরকার চে টুকড়া না মিলা হো! (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১৫) আমাদের প্রিয় নবী ﷺ রুটি দান করলেন

হযরত সায়্যিদুনা ইবনুল জালা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا উপস্থিত হলাম এবং কয়েক বেলা খাওয়া-দাওয়াও হয়নি। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযায় উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: "اَنَا ضَيْفُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনারই মেহমান!" এরপর আমার ঘুম এসে গেলো, **দো জাহানের মালিক ও মুখতার, মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে এসে আমাকে একটি রুটি দান করলেন, আমি তা স্বপ্নেই খাওয়া শুরু করলাম। রুটিটি আমি প্রায় অর্ধেক খেয়েছিলাম এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেলো। বাকি অর্ধেক রুটি তখনো আমার হাতেই বিদ্যমান ছিলো। (জযবুল কুলুব, ২০৭ পৃষ্ঠা। ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ১৩৮০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৬) জাগ্রত হয়ে দেখলাম অর্ধেক রুটি হাতেই আছে

হযরত সায়্যিদুনা আবুল খাইর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শহর মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا যখন উপস্থিত হলাম, তখন আমি পাঁচ দিনের ক্ষুধার্ত ছিলাম। **শাহানশাহে কওনাইন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং শায়খাইনে করীমাইনের رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا পবিত্র দরবারে সালাম পেশ করলাম। এরপর আরয করলাম: "اَنَا ضَيْفُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনারই মেহমান।" এরপর আমি নূরানী মিম্বরের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। যেই আমার কপালের দু'টি চোখ বন্ধ হলো, অমনি অন্তরের চোখ খুলে গেলো। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে গেলো এবং আমি **হুযুর নবীয় করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভে ধন্য হলাম, শায়খাইনে করীমাইন এবং

www.dawateislami.net

মাওলা মুশকিল কোশা, আলীউল মুরতাদা عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ও সাথে ছিলেন। মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم আমাকে নাড়া দিয়ে বললেন: "ওঠো! **মাহবুবে খোদা, মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরিফ এনেছেন। আমি উঠে (স্বপ্নের মাঝেই) **আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী কপাল মোবারকে চুমু দিয়ে দিলাম। **নবীয়ে রহমত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে একটি রুটি দান করলেন। অর্ধেকটি আমি স্বপ্নেই খেয়ে নিলাম এবং যখন আমার ঘুম ভাঙল, দেখা গেলো বাকি অর্ধেক রুটি আমার হাতেই রয়েছে।" (শাওয়াহিদুল হক ফিল ইস্তিগাছাতি বিসাইয়িদিল খলকি, ২৪০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সরকার খিলাতে হেঁ সরকার পিলাতে হেঁ,
সুলতান ও গদা সব কো সরকার নিভাতে হেঁ ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৭) একটিমাত্র দানের কৃতজ্ঞতাও আদায় করা সম্ভব নয়

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইমরান মূসা বিন মুহাম্মদ বিনযারতী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: "আমি তখন মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا উপস্থিত ছিলাম। আর্থিক দুরবস্থার ফরিয়াদ নিয়ে আমি **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযায় উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: "يَا حَبِيۡب. يَا رَسُوۡلَ اللّٰه! اَنَا فِيۡ ضِيَافَةِ اللّٰهِ وَضِيَافَتِكَ অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি **আল্লাহ্ তায়ালার** ও **আপনারই** একজন মেহমান।" অতঃপর আসরের নামাযের অপেক্ষায় বসতে বসতে আমার তন্দ্রাভাব এলো। আমি দেখলাম যে, পবিত্র হুজরা শরীফটি খুলে গেলো এবং তা থেকে তিনজন ব্যক্তি বাইরে আগমন করলেন। আমি **শাহানশাহে খাইরুল আনাম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে সালাম

www.dawateislami.net

আরয করার জন্য উঠতে চাইলে আমার পাশে বসা লোকটি আমাকে বললো: "বসে যান। কেননা, **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাজীদেরকে সালামের উপহার পেশ করতে এবং যারা পাথেয়হারা তাদেরকে খাবার দিতে চান।" আমি বললাম: "আমিও তো তাদেরই একজন।" অতএব, **হাবীবে খোদা, আহমদে মুজতবা, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন তাশরিফ নিয়ে এলেন, তখন হাজীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিলেন। আমিও মুসাফাহা ও হস্তচুম্বন করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। তিনি মিষ্টান্ন জাতীয় কিছু জিনিস আমার হাতে তুলে দিলেন। তা সেই মুহূর্তেই মুখে দিয়ে দিলাম। যখন আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, আমি তখনও সেগুলো গিলার জন্য মুখ নাড়ছিলাম। সেগুলোর স্বাদ তখনো আমার মুখে অবশিষ্ট ছিলো। আমি যখন বাইরে এলাম, **আল্লাহ্ তায়ালা** এমন এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন যিনি আমাকে ভাড়াবিহীন বাহনের ব্যবস্থা করে দিলেন আর এমন একজনের দায়িত্বে আমাকে সমর্পণ করলেন, যিনি মক্কা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا পৌঁছা পর্যন্ত আমার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।" (শাওয়াহিদুল হক, ২৪১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শোকর এক করম কা ভি আদা হো নেহিঁ সাকতা,
দিল তুম পে ফিদা জানে হাসান তুম পে ফিদা হো। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৮) চাইবে যখন বড় কিছু চাও

এক ব্যক্তির বর্ণনা হচ্ছে; আমি তখন মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا অবস্থান করতাম, আমার ক্ষুধা লাগলে আমি মাযার শরীফে উপস্থিত হতাম এবং আরয করতাম: يَا رَسُوْلَ الله! اَلْجُوْع!

অর্থাৎ "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ক্ষুধার্ত!" এরূপ আরয করার পর আমি হুজরা শরীফের নিকটেই বসে রইলাম। একজন সৈয়দ

www.dawateislami.net

সাহেব আমার কাছে এসে বললেন: "চলো" আমি জানতে চাইলাম: "কোথায়?" উত্তর দিলেন: "আমার ঘরে, যেন আপনি কিছু খাওয়া-দাওয়া করতে পারেন।" আমি তাঁর সাথে চললাম। তিনি আমাকে "সরীদ" এর বড় একটি পাত্র দিলেন। যাতে মাংস ও যাইতুন শরীফ অধিক পরিমানে মিশ্রিত ছিলো। আমি পেট ভরে খেলাম, এরপর ফিরে আসতে চাইলে তিনি বললেন: "আরো খান।" আমি আরো কিছু খেলাম। এবার যখন চলে আসাছিলাম, তখন তিনি নসীহতের মাদানী ফুল আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন: হে ভাই! একটু ভেবে দেখুন তো! আপনারা কত দূরের দেশ থেকে এখানে আসেন, কতযে বন-জঙ্গল আপনারা অতিক্রম করে, কতযে সাগর পাড়ি দিয়ে, পরিবার-পরিজনদের ত্যাগ করে আসেন। এত কিছুর পরেই তো আপনারা **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। কিন্তু এখানে পৌঁছেই আপনাদের সব চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা এটিই হয় যে, **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এক টুকরা রুটি দান করুন। হে আমার ভাই! যদি আপনি জান্নাত চাইতেন, গুনাহের মাগফিরাতের আবেদন করতেন, **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির আবেদন করতেন, নতুবা এরূপ মহৎ কোন উদ্দেশ্য ও বাসনা **তাঁর** কাছে পেশ করতেন, তবে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে সেসব মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ হতো।"

(শাওয়াহিদুল হক, ২৪০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাঁগেঙ্গে মাঁগে জায়েঙ্গে মুঁহ্ মাঙ্গী পায়েঙ্গে,
ছরকার মেঁ না 'লা' হে না হাজত 'আগর' কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একথা সর্বদা স্মরণে রাখবেন! **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট নিজের ক্ষুধার জন্য ফরিয়াদ করাতে نَعُوْذُ بِاللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) কোন ধরনের সমস্যা অবশ্য নাই, বরং এটিও অনেক বড় সৌভাগ্য এবং এ সম্পর্কে অনেক ওলামা ও মুহাদ্দিসীনদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বর্ণনা ও ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সৈয়দ সাহেবের মাদানী ফুলও আপন স্থানে যথাযথ। কেননা, **আল্লাহ্ তায়ালা**র দানের বরকতে **কুল কায়েনাতের সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে যখন কিছু চাইবো তখন এত কম কেন চাইবো? তাঁর দরবারে তো দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলময় অনেক কিছুই চাওয়া উচিত। জান-মালের হেফাজত, দ্বীন ও ঈমানের দৃঢ়তা, প্রিয় মদীনায় নিরাপত্তা সহকারে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন, বিনা হিসাবে ক্ষমা এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে **তাঁরই** দয়াময় প্রতিবেশিত্ব চাওয়া উচিত।

মাঁঙ্গনে কা শুঊর দেতে হেঁ, জু ভি মাঁঙ্গো হুযুর দেতে হেঁ।
কম মাঁঙ্গ রাহে হেঁ না সেওয়া মাঁঙ্গ রহে হেঁ,
জেয়সা হে গনী ওয়েসী আতা মাঁঙ্গ রহে হেঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৯) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মিনায় মাগফিরাতের দোয়া করালেন

অনুরূপ ভাবে কোন বুযুর্গ ব্যক্তির প্রতি ভক্তি এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে তাঁর কবুলিয়তের বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি হলে তাঁকে দিয়ে কেবল দুনিয়াবী চাহিদা পূরণের দোয়া না করিয়ে বিনা হিসাবে ক্ষমার দোয়া করানোই উচিত। আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বুযুর্গদের দিয়ে শুধুমাত্র মাগফিরাতের দোয়া করানোর অভ্যাস ছিলো। তিনি বলেন: (প্রথম বার মদীনা শরীফে উপস্থিতকালে মিনা শরীফের মসজিদ থেকে যখন সবাই চলে যান) আমি মসজিদের ভেতরের অংশে এক বুযুর্গ ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। যিনি

www.dawateislami.net

কিবলামুখি হয়ে ওযীফা পাঠে ব্যস্ত ছিলেন, আমি মসজিদের আঙ্গিনায় দরজার পাশে ছিলাম, তৃতীয় কোন লোক মসজিদে তখন ছিলো না, আমি মসজিদের ভেতর থেকে মৌমাছির গুনগুন শব্দের ন্যায় গুনগুন শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, তৎক্ষণাৎ আমার মনে এই হাদীসটি স্মরণে এসে গেলো: "**আল্লাহ্** ওয়ালাদের কলব থেকে মৌমাছির শব্দের ন্যায় শব্দ বের হয়ে থাকে।"

(আল মুস্তাদরাক, ২য় খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৯৮)

আমি ওযীফা রেখে তাঁকে দিয়ে মাগফিরাতের দোয়া করানোর জন্য তাঁর নিকট যেতে উদ্ধত হলাম। আমি কখনো কোন বুযুর্গ ব্যক্তির নিকট رحمہ اللہ تعالٰی দুনিয়াবী কোন চাহিদা পূরণের জন্য যাইনি। যখনই গেছি এই নিয়্যতেই গেছি যে, তাঁকে দিয়ে মাগফিরাতের দোয়া করিয়ে নিব। মোট কথা, তাঁর দিকে মাত্র দুই কদম অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় ঐ বুযুর্গটি আমার দিকে ফিরে আসমানের দিকে দু'হাত উঠিয়ে দিয়ে তিন বার এই দোয়াগুলো করলেন: "اَللّٰھُمَّ اغْفِرْ لِاَخِیْ ھٰذَا، اَللّٰھُمَّ اغْفِرْ لِاَخِیْ ھٰذَا، اَللّٰھُمَّ اغْفِرْ لِاَخِیْ ھٰذَا" (হে **আল্লাহ্!** আমার এই ভাইকে ক্ষমা করে দাও। **হে আল্লাহ্!** আমার এই ভাইকে ক্ষমা করে দাও। **হে আল্লাহ্!** আমার এই ভাইকে ক্ষমা করে দাও।) আমি বুঝে নিলাম যে, তিনি যেন বলছেন: "আমি তোমার কাজ করে দিলাম, তুমি আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করো না।" আমি সেভাবেই ফিরে এলাম।

(মালফূজাতে আ'লা হযরত, ৪৯০ পৃষ্ঠা)

দাওয়া হে সব চে তেরি শাফায়াত পে বেশতর,
দফতর মেঁ আছিয়োঁ কে শাহা, ইন্তেখাব হোঁ। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(২০) তুমি যিয়ারত করতে আসোনি বলে, আমিই চলে এলাম

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান বুনানুল হাম্মাল رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: "আমার কতিপয় বন্ধু বলেছে যে, মক্কা শরীফে زَادَھَا اللہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا এক বুযুর্গ ছিলেন, যিনি 'ইবনে সাবিত' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অনবরত ষাট বৎসর

www.dawateislami.net

যাবৎ শুধুমাত্র **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে সালাম আরয করার নিয়্যতেই মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উপস্থিত হতেন। এক বৎসর তিনি কোন কারণে উপস্থিত হতে পারেননি। একদিন তিনি তার হুজরায় বসে বসে সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব হয়ে গেলো। **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছিলেন: "ইবনে সাবিত! তুমি আমার যিয়ারত করতে আসোনি বলে আমিই চলে এলাম।" (আল হাবী লিল ফতোওয়া, ২য় খন্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দেখি জু বে কসি তো উন্হেঁ রহম আ গেয়া,
ঘাবরা কে হো গেয়ে উহ গুনাহগার কি তরফ। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২১) আমি তোমার অপারগতা কবুল করলাম

হযরত সায়্যিদুনা আবুল ফজল মুহাম্মদ বিন নুআঈম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইয়ালা কেনানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه অধিকহারে **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রওযায়ে আকদাসের যিয়ারত করতেন। এমনকি তিনি অধিকাংশ সময় স্বপ্নে **নবী করীম, রঊফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভেও ধন্য হতেন। তিনি একদা দরবারে নববীতে হাজিরী দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু পায়ে ব্যথা পাওয়ার কারণে মদীনার সফর অব্যাহত রাখতে পারেননি। তিনি একটি চিরকুট লিখে কোন হাজী সাহেবকে দিয়ে বললেন: "মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا রওযায়ে আকদাসের পাশে আমার চিরকুটটি রেখে আরয করবেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! সালাম সহকারে কেনানী আপনার দরবারে এই আবেদন পেশ করতে চায় যে, আপনি নিশ্চয় জানেন,

www.dawateislami.net

কেনানীর হাজিরীতে কোন বিষয়টি বাঁধা হয়ে আছে!” লোকটি তাই করলেন। হযরত সায়্যিদুনা কেনানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর স্বপ্নে **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরিফ এনে ইরশাদ করলেন: “হে কেনানী! তোমার টিরকুটটি পৌঁছেছে আর আমি তোমার অপারগতা কবুল করে নিলাম।”

(আর রওজুল ফায়িক, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

পাস ওয়ালে ইয়ে রায কিয়া জানে, দূর চে ভি সালাম হোতা হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২২) সন্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ আযফী আন্দালুসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: “আন্দালুসে রোমীয়রা এক আশিকে রাসূলের সন্তানকে গ্রেফতার করলো। সেই ব্যক্তি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ফরিয়াদ করার উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে কিছু পরিচিত লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলো, কথাবার্তার এক পর্যায়ে তারা তাঁকে বললো: “ঘরে বসেও তো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ফরিয়াদ করা যায়। এজন্য তো হাজিরীর কোন প্রয়োজন নাই।” কিন্তু তিনি মদীনার সফর অব্যাহত রাখলেন, মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا পৌঁছে রিসালতের দরবারে হাজিরীর সৌভাগ্য অর্জন করলেন, সালাম আরয করার পর তিনি তাঁর ফরিয়াদ পেশ করলেন। মহান দয়া হলো! রাতে **সরওয়ারে কায়েনাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে স্বপ্নে দীদার দিলেন আর ইরশাদ করলেন: “তোমার দেশে ফিরে যাও। তোমার উদ্দেশ্য পূরণ করে দেওয়া হয়েছে।” তিনি যখন স্বদেশে পৌঁছলেন, দেখলেন সত্যি সত্যিই তাঁর কলিজার টুকরো ঘরে ফিরে এসেছে। জিজ্ঞাসা করা হলে পুত্র তাঁকে বললো: “অমুক রাতে আমি সহ আরো অনেক বন্দীদেরই রোমীয়দের কারাগার থেকে হঠাৎ মুক্তি লাভ হয়েছে!” আশিকে রাসূলটি হিসাব করে দেখলেন যে, এটি সেই রাতই ছিলো, যেই রাতে স্বপ্নে তিনি এই সুসংবাদটি পেয়েছিলেন।”

(শাওয়াহিদুল হক, ২২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علیہِ واٰلہٖ وسلَّم

মিটতে হেঁ জাহাঁ ভর কে আ-লাম মদীনে মেঁ, বগড়ে হুয়ে বনতে হেঁ সব কাম মদীনে মেঁ।
আক্বা কি ইনায়ত হে হার গাম মদীনে মেঁ, জাতা নেহিঁ কোয়ী ভি না-কাম মদীনে মেঁ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(২৩) অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী স্বপ্নে বৃষ্টির সুসংবাদ দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত ইমাম ইবনে আবি শায়বা رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: “আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর খেলাফত কালে একবার অনাবৃষ্টি হয়েছিলো। এক বুযুর্গ **হুযুরে আনওয়ার, মাহবুবে রব্বে আকবর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযায় উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: “**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার উম্মতের জন্য বৃষ্টির আবেদন করুন। কেননা, লোকজন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।” **জনাবে রিসালত মাআব, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেই বুযুর্গটির স্বপ্নে আগমন করে ইরশাদ করলেন: “ওমরের নিকট গিয়ে আমার সালাম বলবে আর তাঁকে জানিয়ে দিবে যে, বৃষ্টি হবে।” (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ৭ম খন্ড, ৪৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৬৯৫ পৃষ্ঠা) সেই বুযুর্গ ব্যক্তিটি ছিলেন রাসূলের সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা বিলাল বিন হারিছ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ। (ফতহুল বারী, ৩য় খন্ড, ৪৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০১০) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: “এই বর্ণনাটি ইমাম ইবনে আবি শায়বা رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। (প্রাগুক্ত)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علیہِ واٰلہٖ وسلَّم

বরস্তা নেহিঁ দেখ্ কর আবরে রহমত, বদোঁ পর ভি বরসা দে বরসানে ওয়ালে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২৪) কূপ থেকে রক্ষা করলেন

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মুহাম্মদ সালাবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: "একবার আমি যখন সফরের জন্য বের হলাম, তখন **রাসূলে আকরাম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযায় গিয়ে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: "**হে দো-জাহানের সর্দার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! সফর কালে আমাকে মরুভূমি আর নির্জন পথ পাড়ি দিতে হবে, যদি কোন সংকটের সম্মুখীন হই, আমি **আল্লাহ্ তায়ালার** নিকট ফরিয়াদ করবো আর আপনার ওসীলা গ্রহণ করবো।" শায়খাইনে করীমাইন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর ও ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا এর খেদমতে গিয়েও একইভাবে আরয করলাম। অতঃপর পুরো সপ্তাহ বন জঙ্গল ও নির্জন পথে সফর করলাম। এরই মাঝে আমি একটি কূপে পড়ে গেলাম এবং সেখানে প্রচুর পানি ছিলো। চাশতের সময় থেকে আসরের সময় পর্যন্ত আমি কূপটিতে হাবুডুবু খেতে থাকলাম। মৃত্যু যেন আমার মাথার উপরই ঘুরছিলো। এমন সময় **নবী করীম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও শায়খাইনে করীমাইনের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا দরবার থেকে বিদায় নেয়ার সময় আমি যা আরয করেছিলাম, তা স্মরণে এসে গেলো, অতঃপর আমি আরয করলাম: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার ফরিয়াদ কবুল করে আমাকে এই সংকটে সাহায্য করুন।" অনুরূপভাবে শায়খাইনে করীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا এর নিকটও আবেদন করলাম। দেখতে দেখতেই কেউ যেন আমাকে কূপের তলদেশ থেকে উঠিয়ে দেয়ালের উপর বসিয়ে দিলেন! আর এভাবেই আমি **মাহবুবে খোদা, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহায্যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসি। (শাওয়াহিদুল হক, ২৩১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ফরিয়াদ উম্মতী জু করে হালে যার মেঁ, মুমকিন নেহিঁ কেহ্ খাইরে বশর কো খবর না হো।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ১২টি ঘটনা

(২৫) মদীনায় খালি পা

কোটি কোটি মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মহান আশিকে রাসূল ছিলেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মদীনা পাকের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا অলি-গলিতে খালি পায়েই চলাফেরা করতেন। (আত তাবাকাতুল কুবরা লিশ শারানী, প্রথম অংশ, ৭৬ পৃষ্ঠা)

(২৬) প্রতি রাতেই হুযুর ﷺ এর দীদার লাভ

হযরত সায়্যিদুনা মুছান্না ইবনে সাঈদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: "হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলতেন: এমন কোন রাতই অতিবাহিত হয়নি, যে রাতে আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করিনি।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

মিট জায়ে ইয়ে খোদী তো উহ জলওয়া কাহাঁ নেহিঁ,
দরদা মেঁ আপ আপনি নজর কা হিজাব হোঁ। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(২৭) মদীনা শরীফে বাহন পরিহার

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: "আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দরজায় খোরাসান কিংবা মিসরের ঘোড়া বাঁধা অবস্থায় দেখলাম, যা তাঁকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছিলো। এত উন্নত জাতের ঘোড়া এর আগে আমি

www.dawateislami.net

কখনো দেখিনি। আমি বললাম: 'ঘোড়াগুলো কতই যে উন্নত মানের।' তিনি বললেন: 'এগুলো সব আমি আপনাকে উপহার দিলাম।' আমি বললাম: 'একটি ঘোড়া তো আপনার জন্য রেখে দিন।' তিনি বললেন: **'আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি আমার লজ্জা অনুভব হয় যে, এই বরকতময় পবিত্র জমিনকে আমার ঘোড়ার ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করতে, যে জমিনে **তাঁরই প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদ্যমান রয়েছেন।' অর্থাৎ **তাঁর** রওযা মোবারক এখানেই বিদ্যমান।"

(ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা। আর রওজুল ফায়িক, ২১৭ পৃষ্ঠা)

হাঁ হাঁ রাহে মদীনা! হে গাফিল যরা তু জাগ,
ওহ পাওঁ রাখ্‌নে ওয়ালে! ইয়ে জা চশম ও চর কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৮) নবী করীম ﷺ এর আলোচনার সময় রং পরিবর্তন হয়ে যেতো

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন আবদুল্লাহ্ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইশ্‌কে রাসূল এমন ছিলো যে, তাঁর সামনে যখন **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হতো, তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেতো আর তিনি নিজে **যিকিরে-মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানে খুবই ঝুঁকে যেতেন। একদিন এ ব্যাপারে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: 'যদি তোমরা তা দেখতে, যা আমি দেখি, তবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে না'।" (আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৪১-৪২ পৃষ্ঠা)

জা'ন হে ইশ্‌কে মুস্তফা রোয ফুযোঁ করে খোদা,
জিচ কো হো দর্দ কা মযা নাযে দাওয়া উঠায়ে কিউঁ।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২৯) হাদীসে পাকের দরস দেয়ার ধরণ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ (১৭ বৎসর বয়স থেকে হাদীসের দরস দেওয়া শুরু করেন) যখন পবিত্র শরীফ শোনানোর ইচ্ছা করতেন (তখন গোসল করে নিতেন), চৌকি (আসন) পাতানো হতো এবং তিনি উত্তম পোশাক পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে খুবই বিনয় সহকারে নিজের হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে এসে তাতে আদব সহকারে বসতেন। (হাদীসের দরস দান কালে তিনি কখনো পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন না) আর যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বৈঠকে হাদীস সমূহ পাঠ করা হতো ওখানে ততক্ষণ পর্যন্ত লোবান ও আগর বাতি জ্বালিয়ে রাখতেন।” (বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ১৯-২০ পৃষ্ঠা)

আম্বর জমিঁ আবীর হুয়া মুশক তর গুবার! আদনা সি ইয়ে শানাখ্ত তেরি রাহ্গুজর কি হে।
(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৩০) বিচ্ছু ১৬বার দংশন করার পরও হাদীসের দরস অব্যাহত রাখেন

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: “হযরত সায়্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ্ ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় বিচ্ছু তাঁকে ১৬বার দংশন করে। প্রচণ্ড ব্যথায় তাঁর চেহারা মোবারক হলুদ বর্ণ হয়ে গিয়েছিলো (অর্থাৎ হলদে বর্ণ ধারণ করেছিলো), কিন্তু হাদীসের দরস অব্যাহত রেখেছিলেন (এবং পার্শ্ব পর্যন্ত পরিবর্তন করেননি)। যখন দরস শেষ হলো এবং সবাই চলে গেলো তখন আমি আরয করলাম: ‘হে আবু আবদুল্লাহ্! আজ আমি আপনার মাঝে একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করেছি!’ তিনি বললেন: ‘হ্যাঁ! কিন্তু আমি রাসূলের হাদীসের প্রতি সম্মানের কারণে ধৈর্যধারণ করেছি।’ (আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)

এয়সা গুমা দেয় উন কি ভিলা মেঁ খোদা হামেঁ, ঢোঁডা করে পর আপনি খবর কো খবর না হো।
(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩১) হাদীসের অনুলিপিগুলো পানিতে ডুবিয়ে দিলেন কিন্তু...

আশিকে মদীনা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিয়ম মোতাবেক সর্বপ্রথম হাদীসের কিতাব প্রণয়ন করেন। যা "**মুয়াত্তা ইমাম মালেক**" নামে প্রসিদ্ধ। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ খুবই আন্তরিকতার অধিকারী ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল বাকী যারকানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ উদ্ধৃত করেন: "ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ যখন "মুয়াত্তা" প্রণয়নের কাজ শেষ করেন তখন নিজের ইখলাছের প্রমাণ করার জন্য "মুয়াত্তা"র সব অনুলিপিগুলোই তিনি পানিতে ডুবিয়ে দিলেন আর বললেন: 'এগুলোর একটি পৃষ্ঠাও যদি ভিজে থাকে, তবে আমার নিকট এর কোন প্রয়োজন নেই।' কিন্তু ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নিয়্যতের সততা এবং একনিষ্ঠতার ফলশ্রুতিতে দেখা গেলো যে, এর একটি পৃষ্ঠাও পানিতে ভিজেনি।"

(শরহুয যুরকানী আলাল মুয়াত্তা, ১ম খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা)

বানা দেয় মুঝ কো ইলাহী খুলুস কা পেয়'কর,
করী'ব আয়ে না মেরে কভি রিয়া ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৩২) ইশ্কে রাসূলে ক্রন্দনকারী মুহাদ্দিসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নিকট এক ব্যক্তি (তাঁর শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ) হযরত সায়্যিদুনা আইয়ূব সাখতিয়ানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "আমি যেসব মনিষীদের কাছ থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করে থাকি তাঁদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। আমি তাঁকে দুইবার হজ্বের সফরে দেখেছি যে, তাঁর সামনে যখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হতো, তখন তিনি এতই কান্নাকাটি করতেন যে, তাঁর উপর আমার মায়া এসে যেতো। আমি যখন থেকেই তাঁর

www.dawateislami.net

মাঝে নবী পাকের সম্মান ও ইশ্‌কে রাসূল দেখতে পাই তখন থেকেই মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছ থেকে হাদীস শরীফ রেওয়ায়াত করা শুরু করি।”

(আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

ইয়াদে নবীয়ে পাক মেঁ রোয়ে জো ওমর ভর,
মাওলা মুঝে তালাশ উসি চশমে তর কি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩৩) মদীনার মাটিকে অসম্মানকারীর শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সামনে কেউ বললো যে, ‘মদীনার মাটি ভাল নয়’, একথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোয়া দিলেন যে, “এই বে-আদবকে ত্রিশবার বেত্রাঘাত করা হোক এবং জেলখানায় বন্দী করে রাখা হোক।” (প্রাগুক্ত, ৫৭ পৃষ্ঠা)

জিচ খাক পে রাখ্‌তে থে কদম সৈয়্যদে আলম,
উচ খাস পে কুরবাঁ দিলে শেয়দা হে হামারা। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩৪) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে হেরমের বাইরে চলে যেতেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا মাটিকে সম্মানের কারণে কখনো মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারেননি। এই কাজের জন্য তিনি সর্বদা মদীনার হেরেমের বাইরে চলে যেতেন। অবশ্য অসুস্থ অবস্থায় অপারগতার কথা ভিন্ন। (বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ১৯ পৃষ্ঠা)

আয় খাকে মদীনা তো হি বাতা কিচ তারাহ পাওঁ রাখোঁ ইহাঁ,
তু খাকে পা ছরকার কি হে আঁখোঁ চে লাগাই জাতি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মকামে ইবরাহীম | হাজরে আসওয়াদ | হুজুর গুহা | সওর গুহা | উহুদ পাহাড় | মেহরাবে নববী | মিম্বরে রাসূল | মসজিদে খাইফ | মসজিদে জ্বিন | মসজিদে জিআররানা | মসজিদে নিমরাহ | মসজিদে গামামাহ | মসজিদে কুবা | মসজিদে শাজারাহ

www.dawateislami.net

(৩৫) মসজিদে নববীতে আওয়াজকে মৃদু রাখো

মসজিদে নববীতে عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর সাথে আলোচনা কালে খলিফা আবু জাফর উচ্চ আওয়াজে কথা বললে, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: “হে খলিফা! এই মসজিদে আওয়াজকে উচ্চ করবেন না। **আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলে পাকের** দরবারে আওয়াজ মৃদুকারীদের প্রশংসা করেছেন। যেমনিভাবে ২৬ পারার সূরা হুজরাতের ৩য় আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّ الَّذِیۡنَ یَغُضُّوۡنَ اَصۡوَاتَهُمۡ عِنۡدَ رَسُوۡلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ امۡتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوۡبَهُمۡ لِلتَّقۡوٰی ؕ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّ اَجۡرٌ عَظِیۡمٌ ﴿۳﴾

(পারা: ২৬, সূরা: হুজরাত, আয়াত: ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় ওই সমস্ত লোক, যারা আপন কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে **আল্লাহ্**র রাসূলের নিকট, তারা হচ্ছে ওই সব লোক, যাদের অন্তরকে **আল্লাহ্** খোদাভীরুতার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রয়েছে।

অপর দিকে উচ্চ আওয়াজে কথাবার্তা বলা লোকদের ব্যাপারে এই শব্দ দ্বারা তিরস্কার করা হয়েছে, যা একই সূরার ৪র্থ নম্বর আয়াতে করীমায় ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّ الَّذِیۡنَ یُنَادُوۡنَکَ مِنۡ وَّرَآءِ الۡحُجُرٰتِ اَکۡثَرُهُمۡ لَا یَعۡقِلُوۡنَ ﴿۴﴾

(পারা: ২৬, সূরা: হুজরাত, আয়াত: ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় ওই সব লোক, যারা আপনাকে হুজরা সমূহের বাইরে থেকে আহ্বান করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ।

তাজেদারে রিসালত, হুযুর صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইজ্জত ও সম্মান নিঃসন্দেহে আজও সেইরূপ, যেরূপ **তাঁর** জাহেরী হায়াতে ছিলো। হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর এই কথায় খলিফা আবু জাফর চুপ হয়ে গেলেন।” (আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তুঝ চে ছুপাওঁ মুঁহ্ তো করোঁ কিচ কে সামনে,
কিয়া অওর ভি কিচী চে তওয়াক্কু নজর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩৬) রাসূলের রওযার দিকে মুখ করে দোয়া করো

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট খলিফা আবু জাফর মনসুর জিজ্ঞাসা করলেন: "(পবিত্র রওযায় যিয়ারত করার সময়) আমি কি কিবলার দিকে ফিরে দোয়া করবো, না কি **নবীয়ে আকরম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে মুখ করে রাখবো?" হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: "আপনি কীভাবে **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিক থেকে মুখটি ফিরিয়ে নিবেন? **হুযুর তাজেদারে রিসালত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে আপনার এবং আপনার সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর জন্যও ওসীলা স্বরূপ। আপনি **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে মুখ করেই শাফায়াতের ভিক্ষা চান। **আল্লাহ্ তায়ালা** আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত অবশ্যই কবুল করবেন। স্বয়ং **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۶۴﴾

(পারা: ৫, আন নিসা, আয়াত: ৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় এবং অতঃপর **আল্লাহ্**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই **আল্লাহ্**কে অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু পাবে।

(আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মুজরিম বুলায়ে আয়ে হেঁ 'জাউকা' হে গওয়াহ্,
ফির রদ হো কব ইয়ে শান করীমোঁ কে দর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৩৭) যার সম্ভব হয় মদীনা সে যেন শরীফেই মৃত্যুবরণ করে

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: **রহমতে আলাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ یَّمُوْتَ بِالْمَدِیْنَةِ فَلْیَمُتْ بِهَا فَاِنِّیْ اَشْفَعُ لِمَنْ یَّمُوْتُ بِهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণ করতে পারে, সে যেন সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। কেননা, আমি মদীনায় মৃত্যুবরণ কারীদের জন্য সুপারিশ করবো।"

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৯৪৩)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: "প্রকাশ থাকে যে, এই সুসংবাদ ও হেদায়াতটি সকল মুসলমানের জন্যই প্রযোজ্য, শুধুমাত্র মুহাজিরীনদের জন্যই নয় অর্থাৎ যেসব মুসলমানদের নিয়্যত থাকবে মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণ করার, সে যেন চেষ্টাও করে সেখানে মৃত্যুবরণের জন্য। যদি **আল্লাহ্ তায়ালা** নসিব করে সেখানেই অবস্থান করুন, বিশেষ করে বৃদ্ধাবস্থায় আর বিনা প্রয়োজনে মদীনা শরীফের বাইরে যাবেন না। কেননা, মৃত্যু ও দাফন যেন সেখানেই হতে পারে। হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ দোয়া করতেন: "হে **মাওলা**! আমাকে তোমার **মাহবুবের** শহরে শাহাদাতের মৃত্যু দিও।" তাঁর দোয়া এমনভাবে কবুল হয়েছিলো যে, سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! ফজরের নামায, মসজিদে নববী, মেহরাবে নবী, নবীর মুসল্লায় আর সেখানেই শাহাদাত। আমি কিছু কিছু লোককে দেখেছি, ত্রিশ চল্লিশ বৎসর যাবৎ তারা মদীনা শরীফেই অবস্থান করছেন, মদীনার সীমানা এমনকি মদীনা শহর ছেড়েও কখনো বাইরে যাননি। এই ভয়ে যে, মৃত্যু যেন মদীনার বাইরে কোথাও না হয়ে যায়। হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এরও একই কর্ম পদ্ধতি ছিলো।" (মিরআতুল মানাজীহ্, ৪র্থ খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩৮) মদীনায় ওফাত, বিদায় বেলায় নেকীর দাওয়াত

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর ওফাত ১৭৯ হিজরির সফর বা রবিউল আউয়াল মাসের ১০, ১১ কি ১৪ তারিখে মদীনা শরীফে زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا হয়েছিলো এবং জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন করা হয়। ওফাতের সময় তিনি নেকীর দাওয়াত পেশ করেন। সায়্যিদুনা ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া মাছমূদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: "সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বর্ণনা করেন; সায়্যিদুনা রবীয়া বলেন: আমার দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তিকে নামাযের মাসয়ালা বলা, পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদ সদকা করার চেয়েও উত্তম, এবং কোন ব্যক্তির দ্বীনি সমস্যা দূরীভূত করা এক শত হজ্ব করার চেয়েও উত্তম।" এমনকি সায়্যিদুনা ইবনে শিহাব যুহরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর বরাত দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেন: "আমার দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তিকে দ্বীনি পরামর্শ প্রদান করা একশতটি ধর্মীয় যুদ্ধে জিহাদ করার চেয়েও উত্তম।" সায়্যিদুনা ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: "এই কথাগুলো বলার পর সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ আর কোন কথাই বলেননি এবং নিজের প্রাণকে দয়ালু প্রতিপালকের নিকট সমর্পণ করে দেন।"

(বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

তাইবা মেঁ মরকে ঠান্ডে চলে জাও আঁখেঁ বন্দ,
সিধী সড়ক ইয়ে শহরে শাফায়াত নগর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৩৯) মাহবুবকে সন্তুষ্ট করার অনন্য ধরণ

এক ব্যক্তি মাহমূদ গজনবী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কে মদীনা শরীফে زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا উপস্থিত কালে মসজিদে নববী শরীফে عَلٰی صَاحِبِہَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام গরীবের পোশাক পরিহিত, কাঁধে পানির মশক উঠানো অবস্থায় হেরেম

www.dawateislami.net

শরীফের যিয়ারত কারীদেরকে পানি পান করাতে দেখে বললেন: "আপনি না গজনীর বাদশাহ্? নিজের এ কোন্ অবস্থা করে রেখেছেন?" উত্তরে তিনি বললেন: "আমি বাদশাহ হতে পারি, তবে তা গজনীর, এই দরবারে তো বাদশাহ্‌রাও ফকীর-গরীব।" জিজ্ঞাসাকারীর নিকট এই মুহাব্বতপূর্ণ উত্তর খুবই প্রছন্দ হলো। কিছুক্ষণ পর লোকটি দেখলো যে, মিসরের বাদশাহ্ অত্যন্ত সৌর্য-বীর্য ও মহা প্রতিপত্তি সহকারে আসছে। লোকটি সামনে অগ্রসর হয়ে বললো: "আপনার এত বড় স্পর্ধা! মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উপস্থিতী আর এই শাহী প্রতিপত্তি প্রদর্শন!" এ কথার উত্তরে মিসরের বাদশাহ যা বলেছিলেন, তাও সোনালী অক্ষরে লিখে রাখার মতই। মিসরের বাদশাহ্ বললেন: "হে প্রশ্নকারী! এটা বলুন যে, এই বাদশাহী আমাকে কে দান করেছেন? নিঃসন্দেহে **মদীনাওয়ালা আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই আমাকে দান করেছেন। তাই আমি শাহী মুকুট ও শাহী পোশাকে **তাঁর** দরবারে উপস্থিত হয়েছি, যাতে করে প্রদানকারী যেন নিজের মোবারক চোখে তা অবলোকন করে নেন।" (বা'রা তকরীরেঁ, ২০৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কিস চিজ কি কমী হে মাওলা তেরি গলি মেঁ, দুনিয়া তেরি গলি মেঁ ওকবা তেরি গলি মেঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪০) বিলালের আযান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অতুলনীয় আশিক হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নাম উচ্চারিত হতেই নিজের অজান্তেই কল্পনায় আপাদমস্তক আশিকে রাসূল এক ব্যক্তিত্বের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ঈমান আনয়ন এবং দাসত্বের শিকল থেকে মুক্তি লাভের পর অতুলনীয় আশিক হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ জীবনের সুন্দর দিনগুলো **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতেই

www.dawateislami.net

কাটিয়েছিলেন। কিন্তু **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর নবী-বিরহের বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا থেকে হিজরত করে সিরিয়ার ‘দারইয়া’ নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। কিছু দিন অতিবাহিত হলে এক রাতে স্বপ্নে **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসিব হলো। নূরানী ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠল, দয়া ও ভালবাসার ফুল বর্ষণ হতে লাগল, শব্দগুলো প্রায় এরূপই ছিলো, “مَا هٰذِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَال! اَمَا آنَ لَكَ اَنْ تَزُوْرَنِيْ يَا بِلَال! অর্থাৎ হে বিলাল! এ কেমন জুলুম! সেই সময় কি এখনো হয়নি যে, তুমি আমার যিয়ারতে উপস্থিত হবে।” অতুলনীয় আশিক হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ জাগ্রত হয়ে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই আদেশটি পালনের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا দিকে রওয়ানা হলেন এবং সফর করে তিনি আশিকদের মিলনমেলা মদীনা শরীফের নূরানী ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে এসে প্রবেশ করলেন, ব্যাকুল হয়ে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী মাযার শরীফে উপস্থিত হলেন, যেন বাঁধ ভেঙে চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো এবং চেহারাখানি পবিত্র মাযারের বরকতময় মাটিতে লাগাতে লাগলেন। হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর আগমনের সংবাদ শুনে নবী-বাগানের ফুটন্ত দুইখানি ফুল সায়্যিদাইনা হাসানাঈন করীমাঈন (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদাইনা হাসান ও হোসাইন) رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ও তাশরিফ নিয়ে এলেন। হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ নিজের অজান্তে উভয় শাহাজাদাকে বাহুদ্বয়ে আবদ্ধ করে নিলেন এবং আদর করতে লাগলেন। শাহজাদারা আবেদন করলেন: “হে বিলাল! আমাদেরকে আবারও সেই আযান শুনিয়ে দিন, যে আযান আপনি আমাদের **নানাজান** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াতে দিতেন।” এমতাবস্থায় অস্বীকার করার সুযোগ কোথায়? অবশেষে হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ মসজিদে নববী শরীফ عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ছাদের সেই জায়গাতে গিয়ে দাঁড়ালেন যেই স্থানটিতে দাঁড়িয়েই তিনি **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম,**

হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জীবদ্দশায় আযান দিতেন। হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ যখন 'اَللّٰہُ اَکۡبَر' ধ্বণিতে আযান শুরু করলেন তখন মদীনা শরীফে زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا জাগরণ সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং লোকেরা আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলো, যখন 'اَشۡھَدُ اَنۡ لَّاۤ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ' উচ্চারিত হয় তখন চতুর্দিকে হায় হায় গুঞ্জন সৃষ্টি হয়ে গেলো। যখন 'اَشۡھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوۡلُ اللّٰہ' এই বাক্যে এসে পৌঁছালেন, তখন লোকেরা আবেগাপ্লুত হয়ে পরস্পর বলতে লাগলো: **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কি রওযায়ে আনওয়ার থেকে বের হয়ে এসেছেন? **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর মদীনা শরীফে زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا এই দিনটির চেয়ে অধিক কান্না-কাটি আর কখনো হয়নি। এই ঘটনাটির পর অতুলনীয় আশিক হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ যত দিন জীবিত ছিলেন প্রতি বছর একবার মদীনা শরীফে زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا উপস্থিত হতেন এবং আযান দিতেন।

(তারিখে দামেশক, ৭ম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৭২০ পৃষ্ঠা)

জা'হ ও জালাল দো না হি মাল ও মানাল দো,
সোযে বিলাল বস মেরি ঝুলি মেঁ ডাল দো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৪১) গ্রানাডার দুরারোগ্য রোগী

আবু মুহাম্মদ ইশবীলী নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন; "আমি গ্রানাডার এমন একজন রোগীর নিকট ছিলাম, যাকে ডাক্তাররা এর রোগের চিকিৎসা নেই বলে জানিয়ে দিয়েছেন, সেই রোগীর এক খাদিম ইবনে আবি খেছাল **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে একটি দরখাস্ত লিখলেন। যেটাতে তার মুনিবের রোগের কথাও উল্লেখ ছিলো এবং আবেদন করেছিলেন, তার মুনিব যেন আরোগ্য লাভ করেন।" আবু মুহাম্মদ বলেন: "সেই দরখাস্তটি নিয়ে একজন মদীনার যিয়ারতকারী গ্রানাডা থেকে

www.dawateislami.net

মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا উপস্থিত হলো। যখনই দরখাস্তটি **দরবারে রিসালতে** পাঠ করা হলো, এদিকে গ্রানাডায় রোগীটি আরোগ্য লাভ করল।"

(ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ১৩৮৭ পৃষ্ঠা)

ফকত আমরাজে জিসমানী কি হি করতা নেহিঁ ফরিয়াদ,
গুনাহোঁ কে মরজ সে ভি শিফা দো ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৫১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪২) যমযমের পানির অসাধারণ পরিবেশনকারী

শায়খ আবু ইব্রাহীম ওয়াররাদ رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡه বলেন: "আমি একবার হজ্ব ও যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করলাম। পাথেয় কম থাকার কারণে আমার কাফেলা আমাকে মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا একা রেখে চলে গেলো। আমি **দরবারে রিসালতে** গিয়ে ফরিয়াদ করলাম" **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার সফরসঙ্গীরা আমাকে একা রেখে চলে গেছেন।" এরপর আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, স্বপ্নে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করলাম। **তিনি** ইরশাদ করলেন: "মক্কা শরীফে যাও। সেখানে এক ব্যক্তিকে যমযম থেকে পানি তুলে লোকজনকে পান করাতে দেখবে। তুমি তাকে বলবে: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদেশ করেছেন যে, আপনি যেন আমাকে আমার ঘরে পৌঁছিয়ে দেন।" আমি নির্দেশ অনুযায়ী মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا গিয়ে পৌঁছলাম এবং যমযম শরীফের কূপের নিকট গেলাম। দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি পানি তুলছেন। তাঁকে কিছু বলার পূর্বেই তিনি আমাকে বললেন: "দাঁড়াও! আমি লোকদের পানি পান করিয়ে নিই।" যখন তিনি অবসর হলেন তখন রাত হয়ে গিয়েছিলো, তিনি বললেন: "বাইতুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করে নিন। তারপর আমার সাথে মক্কায়ে মুকাররামার زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا উঁচু অংশের দিকে যাবেন।" অতএব, আমি তাওয়াফ -এর সৌভাগ্য অর্জন করার পর তাঁর সাথে সাথে চলতে লাগলাম। সকালের নিকটবর্তী সময়ে আমি নিজেকে এমন একটি উপত্যকায় অনুভব

www.dawateislami.net

করলাম, যাতে ঘন গাছ আর পানির ঝর্ণা ছিলো, আমার মনে হচ্ছিলো এটি আমার নিজেরই উপত্যকা 'শফশাওয়াহ্‌র'। অনুরূপ চতুর্দিকে যখন সকালের আলো বাড়তে লাগল আমি ভালভাবে দেখলাম যে, বাস্তবেই এটি 'শফশাওয়াহ্‌' উপত্যকাই। আমি খুশি মনে আমার পরিবার-পরিজনের নিকট গেলাম আর আমার বাড়ি আসার কারামতপূর্ণ কাহিনী শুনিয়ে সবাইকে তাক লগিয়ে দিলাম! লোকেরা আমার কাফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। আমি তাদের বললাম: "তারা তো আমাকে অভাবী মনে করে মদীনা মুনাওয়ারাতেই زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا একা রেখে স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো। কিছু কিছু লোক আমার কথা সত্য বলে মেনে নিয়েছিলো, আবার কেউ কেউ আমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। কয়েক মাস পর আমাদের সেই কাফেলাটি এসে পৌঁছে এবং লোকেরা আমার কথার বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিলো আর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সবাই আমাকে সত্যবাদী বলে মেনে নিলো। (শাওয়াহিদুল হক, ২২৯ পৃষ্ঠা) (তখনকার দিনে যেহেতু উট আর খচ্চর ইত্যাদিতেই সফর হতো, হয়তো সে কারণেই কাফেলাটি কয়েক মাস পরেই এসে পৌঁছেছিলো)।

আল্লাহ্‌ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তীনকা ভি হামারে তো হিলায়ে নেহিঁ হিলতা,
তুম চাহো তো হো জায়ে আভি কোহে মিহান ফুল। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪৩) মদীনা তিন রুপি : মুলতান তিন রুপি

কাহিনীটি কেউ আমাকে (সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ)[১] অনেক দিন পূর্বেই শুনিয়েছিলো, স্বরণ শক্তি অনুযায়ী নিজস্ব ভাষায় বর্ণনা করার চেষ্টা করছি:

(১) শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা **আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজেকে "সগে মদীনা" হিসেবে পরিচয় করাতে ভালবাসেন। **(অনুবাদ মজলিশ)**

www.dawateislami.net

"হাজীদের একটি কাফেলা মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান (পাকিস্তান) থেকে মদীনাতুল **মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (অর্থাৎ মদীনা শরীফের زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا) এর দিকে রওয়ানা হলো। তাদের মাঝে একজন আশিকে রাসূলও ছিলো। বাইতুল্লাহ্‌র হজ্ব আর মদীনা শরীফের زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا হাজিরীর পর সকলে মুলতান শরীফ ফিরে গেলো। এক হাজী সাহেব আশিকে রাসূলটিকে বিরক্ত করে বললেন: "**রাসুলে**র দরবার থেকে তুমি কি কোন সনদ অর্জন করেছ? নাকি করোনি?" তিনি বললেন: "না।" হাজী সাহেবটি নিজের হাতের লিখিত একটি চিঠি সেই আশিকে রাসূলটিকে দেখিয়ে বললেন: "দেখ! রাসূলের দরবার থেকে আমি সনদ পেয়েছি!" চিঠিতে লেখা ছিলো "তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো"। আশিকে রাসূলটি সেই চিঠি পড়েই ব্যাকুল হয়ে গেলেন এবং কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন আর এই বলে হাঁটতে শুরু করলেন যে, "আমিও **আমার প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে মাগফিরাতের সনদ নিবো!" রাস্তায় আসতেই দেখতে পেলেন, একটি বাস দাঁড়িয়ে আছে। কন্ডাক্টর বলছে: "মদীনা তিন রুপি! মদীনা তিন রুপি!!" আশিকে রাসূলটি লাফ দিয়ে বাসে উঠে পড়লেন। তিন রুপি ভাড়া আদায় করলেন এবং বাস যাত্রা শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর কন্ডাক্টর বলতে লাগলো: "মদীনা এসে গেছে! মদীনা এসে গেছে!" আশিকে রাসূলটি বাস থেকে নেমে গেলেন। سُبْحٰنَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তা সত্যি সত্যিই মদীনাই ছিলো আর তাঁর চোখের সামনে সবুজ গুম্বদ আপন জ্যোতি ছড়াচ্ছিল! তিনি ব্যাকুল হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন, মসজিদে নববী শরীফে عَلٰی صَاحِبِھَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام প্রবেশ করলেন এবং সোনালী জালীর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর বুকের মাঝে চেপে থাকা বেদনা অশ্রু হয়ে দুই চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়তে লাগল। সালাম আরয করার পর অশ্রুসজল নয়নে তিনি মাগফিরাতের সনদের আকুল বাসনা পেশ করতে লাগলেন। হঠাৎ একটি চিরকুট তাঁর বুকের উপর এসে পড়লো। অস্থির হয়ে তিনি তা পড়লেন। তাতে লেখা ছিলো, "তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।" তিনি অত্যন্ত সাবধানতার

www.dawateislami.net

সাথে কাগজটি পকেটে রাখলেন আর খুবই আনন্দিত চিত্তে বেরিয়ে এলেন। আসতেই তিনি সেই বাসটি দেখলেন। কন্ডাক্টর ডাকছিলো: "মুলতান তিন রুপি, মুলতান তিন রুপি!" আশিকে রাসূলটি বাসে উঠে পড়লেন, তিন রুপি ভাড়া আদায় করলেন, বাসটি চলতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর কন্ডাক্টর বলতে লাগল: "মুলতান এসে গেছে! মুলতান এসে গেছে!" আশিকে রাসূলটি নেমে গেলেন এবং নেমেই তাঁর কাফেলার লোকজনের নিকট এলেন। এসব ঘটনার যেহেতু সামান্য সময়ের মধ্যেই ঘটে গিয়েছিলো, তাই সকল হাজী সাহেবরা সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা যখন আশিকটির কাছে 'সনদ' দেখতে পেলেন, সকলেই হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা সবাই সেই আশিকে রাসূলকে খুবই সম্মান করলেন। বিশেষ করে যে হাজী সাহেবটি আশিকটির সাথে ঠাট্টা করেছিলেন, তিনি অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলেন এবং তিনি নিজের অপরাধের জন্য তাওবা করলেন, আশিকে রাসূলটির নিকটও তিনি ক্ষমা চাইলেন এবং তিনি সংকল্প করে নিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত রওযায়ে রাসূল থেকে 'সনদ' পাবো না, ততদিন পর্যন্ত প্রতি বৎসর হজ্ব করতে থাকবো আর মদীনা শরীফে হাজিরী দিয়ে মাগফিরাতের সনদ এর আবেদন জানাতে থাকব, নিশ্চয় আমি আমার **দয়াময় আক্বা, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আশা রাখি যে, তিনি আমি গুনাহগারকে নিরাশ করবেন না। আশিকটি নিজের মাঝে নিজেই ছিলেন না, কিছু দিনের মধ্যেই তিনি ইন্তেকাল করেন আর ওই হাজী সাহেবটি এখনো পর্যন্ত প্রতি বৎসর বরাবরই হাজিরীর সৌভাগ্য অর্জন করে চলেছেন।" {এটি লেখা পর্যন্ত (৮ শাওয়াল, ১৪৩৩ হিজরি) ঘটনাটি শুনেছি প্রায় ৩৫ বৎসর হয়ে গেছে, বর্তমানে সেই হাজী সাহেবের অবস্থা জানা নাই।}

তামান্না হে ফরমায়িয়ে রোজে মাহশর,
ইয়ে তেরি রেহাঈ কি চিঠিঠ মিলি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৪৪) প্রিয় নবীর দয়ায় হারানো পুত্রকে ফিরে পেলো

শায়খ আবুল কাসেম বিন ইউসুফ ইস্কান্দারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: "আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا ছিলাম, এক আশিকে রাসূলকে দেখেছিলাম যে, তিনি নূরানী কবরের পাশে প্রায় এভাবেই ফরিয়াদ করছিলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার ওসীলা গ্রহণ করলাম, যেন আমার হারানো ছেলেকে ফিরে পাই।" জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আমাকে বললেন: "জিদ্দা শরীফ থেকে আসার সময় আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে যাই, সেই সময়েই আমার ছেলেটি হারিয়ে যায়।" কয়েক বৎসর পর সেই ব্যক্তির সাথে আমার মিসরে সাক্ষাৎ হলে আমি তার কাছে ছেলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি আমার ছেলেকে খুঁজে পেয়েছিলাম। হয়েছিলো কী! একটি সম্প্রদায় তাকে জোর করে গোলাম বানিয়ে তাদের উট চারানোর কাজে লাগিয়ে দেয়। সেই সম্প্রদায়েরই এক নেককার আশিকে রাসূল মহিলা **দো জাহানের শাহানশাহ্, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে দেখেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মহিলাটিকে প্রায় এভাবেই ইরশাদ করেন: "মিসরের যুকবটিকে মুক্ত করিয়ে তার ঘরে পাঠিয়ে দাও।" অতএব, সেই আশিকে রাসূল মহিলাটির সুপারিশক্রমে আমার ছেলেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়।"

(শাওয়াহিদুল হক ফিল ইস্তিগাছাতি বিসাইয়্যিদিল খলক, ২৩০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ওয়াল্লাহ্ উহ সুন লেঙ্গে ফরিয়াদ কো পোঁছেঙ্গে,
ইতনা ভি তো হোকোয়ি জো 'আহ্' করে দিল চে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৪৫) প্রিয় নবীকে ডাকলে দুর্বলতা দূর হয়ে যায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন সালিম সিজিলমাসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "আমি **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযায়ে আনওয়ার যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে পায়ে চলা কাফেলার সাথে মুসাফির হয়ে গেলাম। সফরকালে যখনই কোন দুর্বলতা অনুভব করতাম, আরয করতাম: "اَنَا فِیْ ضِیَافَتِكَ یَا رَسُوْلَ الله অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার মেহমান!" তখন সাথে সাথে দুর্বলতা দূর হয়ে যেতো। (শাওয়াহিদুল হক, ২৩১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

থকা মান্দা হে উহ জো পাওঁ আপনে তোড় কর বেয়ঠা,
উয়হি পোঁছা হুয়া ঠেহ্‌রা জো পোঁছা কোয়ে জানাঁ মেঁ। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪৬) সবুজ গম্বুজ দেখার সাথে সাথেই প্রাণ বেরিয়ে গেলো!

মাওলানা হাফেজ বসীরপুরী তাঁর হজ্বের সফরনামায় লিখেছেন: "১৯৭২ ইংরেজীতে আমার মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا পবিত্র রমযান মাস নসীব হয়। সম্ভবতঃ পবিত্র রমযানের দ্বিতীয় শুক্রবার ছিলো, এক আশিকে রাসূল তাঁর সাথীদের বাধ্য করে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই মক্কা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا থেকে মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا নিয়ে আসেন এবং আসতেই নিজের মালামাল বেপরোয়াভাবে ফেলে **নবীয়ে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলেন। সালাম আরয করার পর দুই রাকাত নফল নামায আদায় করলেন। এরপর বাবে জিব্রাঈল দিয়ে বাইরে এলেন, ঘুরে সবুজ গুম্বদের দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং সাথে সাথেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল এবং কোনরূপ ছটফট করা ছাড়াই শান্ত হয়ে গেলেন।" (আনোয়ারে কুতুবে মদীনা, ৬২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

কাশ! গুম্বদে খাদ্বরা পর নিগাহ্ পড়তে হি,
খা কে গশ মে গির জাতা ফির তড়প কে মর জাতা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৪৭) ঋণ পরিশোধ করিয়ে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন মুনকাদির رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর শাহাজাদা বর্ণনা করেন: "ইয়ামেনের এক ব্যক্তি আমার পিতার কাছে ৮০টি দীনার আমানত রেখে বললেন: 'আপনার প্রয়োজনে এগুলো খরচ করতে পারবেন। আমি এলে তখন আমাকে দিয়ে দিবেন।' এই বলে তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। তিনি যাওয়ার পর মদীনা শরীফে زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا কঠিন দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি প্রাধান্য বিস্তার করলে আব্বাজান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ সেই দীনারগুলো লোকজনের মাঝে বিতরণ করে দিলেন। কিছু দিন যেতেই সেই লোকটি আসলো এবং তার মুদ্রাগুলো ফেরত চাইলেন। আব্বাজান বললেন: "আগামীকাল আসুন।" অতঃপর তিনি সারা রাত মসজিদে নববী শরীফে عَلٰی صَاحِبِھَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام অবস্থান করলেন। কখনো রওযায়ে পুর আনওয়ারে উপস্থিত হতেন আর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টি চাইতেন আবার কখনো পবিত্র মিম্বরের নিকটে এসে মুনাজাত করতে লাগলেন। এমনকি দিনের আলো ছড়াতে লাগল। সেই আলো-আঁধারির সময় এক ব্যক্তি একটি থলে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: "হে মুহাম্মদ বিন মুনকাদির! এগুলো নিন।" তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ হাত বাড়িয়ে থলেটি নিলেন। খুলে দেখলেন যে এতে ৮০টি দীনার রয়েছে। সকাল হলে সেই আমানত রাখা ব্যক্তিটি এলেন। আব্বাজান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ তাকে ৮০টি দীনার দিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি সেই বার **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দয়ায় ঋণ থেকে মুক্তি পেয়ে যান।"

(শাওয়াহিদুল হক, ২২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হার তরফ মদীনে মেঁ ভিড় হে ফকীরোঁ কি,
এক দেনে ওয়ালা হে কুল জাহাঁ সুয়ালি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪৮) এক তুর্কী রোগীর চিকিৎসা

মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এক ব্যক্তিকে দেখা গেলো, যে আঘাতে জর্জরিত ছিলো। জানতে পারলাম, সে তুরস্কের অধিবাসি এবং ১৫ বৎসর ধরে অসুস্থ। তুরস্কে চিকিৎসা করে বিফল হয়েছে। কেউ তাকে মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর 'খাকে শিফা' রোগ-নিরাময়ী মাটি ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন, তুর্কী রোগীটি পরামর্শ অনুযায়ী আমল করলো। যে রোগ ১৫ বৎসর যাবৎ ভাল হলো না, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তা মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই দুই অংশ সুস্থ হয়ে গেলো। সেই তুর্কী লোকটি কান্না করতে করতে তার বেদনাদায়ক ঘটনার কথা বলত আর মদীনা শরীফের মাটির গুনগান গাইতো।

(মদীনাতুর রাসূল, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

না হো আরাম জিচ বীমার কো সারে জমানে চে,
উঠা লে জায়ে থূড়ি খাক উন কে আস্তানে চে। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! নিঃসন্দেহে মদীনার মাটিতে **আল্লাহ্ তায়ালা** আরোগ্য রেখেছেন। যদি সত্যিকার বিশ্বাস থাকে, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিরাশ হতে হবে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর মাটি দ্বারা রোগ মুক্তির সুসংবাদ সম্পর্কীত অনেক হাদীস শরীফ বিদ্যমান। এপ্রসঙ্গে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন :

www.dawateislami.net

(১) غُبَارُ الْمَدِيْنَةِ شِفَاءٌ مِّنَ الْجُذَامِ অর্থাৎ "মদীনার মাটিতে কুষ্ঠ রোগের নিরাময় রয়েছে।" (জামেয়ে সগীর, ৩৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৭৫৩) হযরত আল্লামা কাস্তালানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর একটি বৈশিষ্ট্য এও যে, এর পবিত্র মাটি কুষ্ঠ ও ধবল রোগ বরং যে কোন রোগেরই মহৌষধ।" (আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ্, ৩য় খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠা)

(২) غُبَارُ الْمَدِيْنَةِ يُبْرِئُ الْجُذَامَ অর্থাৎ "মদীনার মাটি কুষ্ঠ রোগ ভাল করে দেয়।" (জামেয়ে সগীর, ৩৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৭৫৪)

(৩) وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اِنَّ فِيْ غُبَارِهَا شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ "সেই মহান সত্তার শপথ! যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! নিঃসন্দেহে মদীনার মাটি যে কোন রোগেরই মহৌষধ।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৮৫)

(৪৯) মদীনার মাটি এবং ফল-ফলাদীতে শিফা রয়েছে

"**জযবুল কুলূব**" নামক কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: "**আল্লাহ্ তায়ালা** মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর মাটি আর ফল-ফলাদীতে রোগ মুক্তি রেখেছেন এবং অনেক হাদীস শরীফে এসেছে: মদীনার মাটিতে যে কোন রোগের নিরাময় রয়েছে এবং কতিপয় হাদীস শরীফে مِنَ الْجُذَامِ وَالْبَرَص অর্থাৎ 'কুষ্ঠ ও ধবল থেকে' আরোগ্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিছু কিছু 'হাদীসে' মদীনার এক বিশেষ স্থান 'সুয়াইব' এর কথা উল্লেখ রয়েছে (সকলে এই স্থানকে 'খাকে শেফা' বলে থাকে)। কিছু বর্ণনায় রয়েছে যে, **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন এক সাহাবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন সেই মাটি দিয়ে জ্বরের চিকিৎসা করেন। অনেক বুযুর্গের কাছে থেকে 'সুয়াইব' নামক স্থানের পবিত্র মাটি দিয়ে চিকিৎসা করার বর্ণনাও পাওয়া যায়।" (জযবুল কুলুব, ২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৫০) সারা বৎসরের জ্বর এক দিনেই নিরাময় হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: “আমার গোলাম সারা বৎসরই জ্বরে ভুগত, আমি মদীনা শরীফের মাটি (‘সুয়াইব’ নামক স্থানের ‘খাকে শেফা’) সংগ্রহ করলাম এবং পানিতে সামান্য গুলে খাইয়ে দিলাম। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সে আরোগ্য লাভ করলো।” (প্রাগুক্ত)

(৫১) ‘খাকে শিফা’ দ্বারা ফুলা রোগের চিকিৎসা

শায়খে মুহাক্কিক হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: “যে দিনগুলোতে আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا উপস্থিত ছিলাম, তখন কোন কারণে আমার পা ফুলে গিয়েছিলো। চিকিৎসকরা তা মারাত্মক রোগ বলে উল্লেখ করে চিকিৎসা বন্ধ করে দিলেন। আমি (সুয়াইব নামক স্থান থেকে) মোবারক মাটি নিলাম আর ব্যবহার করা শুরু করলাম। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ কিছু দিনের মধ্যেই ফুলার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে গেলাম। (তাছাড়া) আশিকে রাসূলেরা ‘সুয়াইব’ নামক স্থানকে ‘খাকে শিফা’ নামেই জানেন। কিন্তু আফসোস! সেই বরকতময় স্থানটি বর্তমানে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কখনো কখনো আশিকেরা স্থানটি খুঁড়ে ‘খাকে শিফা’ নিয়ে আসেন। কিন্তু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীলরা ধুনা ইত্যাদি ফেলে তা আবারও বন্ধ করে দেয়।”

মদীনে কি মাট্টি যরা সি উঠা কর,
পিও ঘোল কর হার মরজ কি দওয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

হাজীদের ৪২টি ঘটনা

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম ﷺ এর সালাম, নিজের এক গোলামের নামে

হযরত সায়্যিদুনা আবুল ফজল ইবনে যীরাক কূমাসানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "আমার নিকট খোরাসান থেকে এক আশিকে রাসূল আসলো এবং বলতে লাগলো: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি মসজিদে নববী শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে আমার উপর দয়া করে দীদার দিলেন। ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠলো, রহমতের ফুল বর্ষণ হতে লাগলো এবং শব্দগুলো প্রায় এরকমই ছিলো: "যখন তুমি হামযান যাবে তখন আবুল ফজল ইবনে যীরাককে আমার সালাম বলবে।" আমি আরয করলাম: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাঁর উপর এরূপ দয়া করার কারণ কি?" **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে আমার উপর দৈনিক একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করে।" সায়্যিদুনা আবুল ফজল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "অতঃপর সেই খোরাসানী ব্যক্তিটিও আমাকে বলতে লাগলেন: "আমাকেও সেই দরূদ শরীফটি শিখিয়ে দিন (যা আপনি পাঠ করে থাকেন)।" তখন আমি তাকে বললাম: "আমি প্রতিদিন ১০০ বার কিংবা তারও অধিক এই দরূদ শরীফটিই পাঠ করে থাকি:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ جَزَى اللهُ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

সেই আশিকে রাসূলটি এই দরূদ শরীফ আমার কাছ থেকে শিখে নিলো আর শপথ করে বলতে লাগলো: "আমি আপনাকে চিনতামও না,

www.dawateislami.net

আপনার নামও কখনো শুনিনি। আপনার ব্যাপারে আমাকে স্বয়ং **হুযুর নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই বলেছেন।" হযরত সায়্যিদুনা আবুল ফজল ইবনে যীরাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "আমি সেই সৌভাগ্যবান আশিকে রাসূলটিকে কিছু উপহার দিলাম যেন তার কাছ থেকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পর্কে আরো কিছু শুনতে পাই। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন: "আমি **নবীকুল সর্দার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক বার্তা পৌঁছানোর পরিবর্তে দুনিয়াবী কোন প্রতিদান চাই না।" এরপর সেই আশিকে রাসূলটিকে আমি দ্বিতীয় বার কখনো দেখিনি।"

(তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী, ৩২তম খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)

(৫২) মরহুম আব্বাজানের প্রতি জঙ্গলে মহান দয়া প্রদর্শন

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "আমি তাওয়াফ করার সময় এক আশিকে রাসূলকে প্রতি কদমে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: "ভাই! আপনি 'سُبْحٰنَ الله' 'لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله' ইত্যাদি পাঠ না করে শুধু দরূদ শরীফই পাঠ করছেন, এর রহস্য কী?" তখন তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর বললেন: "আমি আমার পিতার সাথে বাইতুল্লাহ্র হজ্ব করতে বের হলাম। সফরাবস্থায় আমার বৃদ্ধ পিতা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা একটি জায়গায় থেমে গেলাম। অনেক চিকিৎসা করলাম, কিন্তু **আল্লাহ্ তায়ালার** হুকুমে তিনি ইন্তেকাল করলেন। দেখতে দেখতে তার চেহারা কালো হয়ে গেলো এবং চোখগুলো বেঁকে গেলো আরপেটও ফুলে গেলো। এ অবস্থা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম এবং কাঁদতে কাঁদতে "اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۱۵۶﴾"(১) পাঠ করলাম। আমি মরহুমের চেহারা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলাম। এমন দুঃখের সময়ও আমার ঘুম এসে

(১) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমরাতো **আল্লাহ্**রই মালিকানাধীন এবং আমাদেরকে তাঁরই প্রতি ফিরে যেতে হবে। (পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৫৬)

www.dawateislami.net

গেলো। আমি স্বপ্নে খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিহিত সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি সুবাসিত এক বুযুর্গ ব্যক্তির যিয়ারত করলাম, এমন সৌন্দর্যমন্ডিত ব্যক্তিত্ব আমার চোখ কখনো দেখিনি আর এমন সুগন্ধও আমি আর কখনো পাইনি। তিনি আমার মরহুম আব্বাজানের নিকট এলেন, চাদর উঠিয়ে তার নূরানী হাতটি চেহারায় বুলালেন। দেখতে দেখতেই মরহুমের চেহারার কালো রঙ পরিবর্তন হয়ে নূরানী হয়ে গেলো, চোখ আর পেটও ঠিক হয়ে গেলো। সেই নূরানী বুযুর্গটি যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁর আঁচল আঁকড়ে ধরে আরয করলাম: "আপনি কে? যার কারণে এই বিরাণ ভূমিতে **আল্লাহ্ তায়ালা** আমার আব্বাজানের প্রতি দয়া করলেন।" তিনি ইরশাদ করলেন: "তুমি আমাকে চেননি? আমি হলাম; **তোমাদের নবী, ছাহিবে কুরআন, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)। তোমার পিতা গুনাহগার ছিলো, কিন্তু আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করত, যখন সে এই দুরাবস্থার শিকার হয়, তখন আমার নিকট ফরিয়াদ করেছিলো আর নিশ্চয় যারা আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে, আমি তাদের ফরিয়াদ শুনে থাকি।" এরপর আমার চোখ খুলে গেলো, আমি দেখলাম যে, সত্যিই আমার আব্বাজানের চেহারা নূরে আলোকিত হয়ে গেছে আর পেটও স্বাভাবিক হয়ে গেছে।" (তাফসীরে রূহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দুনিয়া ও আখিরাত মেঁ জব মে রহোঁ সালামত,
পেয়ারে পড়োঁ না কিউঁ কর তুম পর সালাম হার দম।
লিল্লাহ্ আব হামারী ফরিয়াদ কো পৌঁহ্ছিয়ে!
বে হদ হে হাল আবতর তুম পর সালাম হার দম। (যওকে নাত)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৫৩) আমার প্রিয় নবীর পূর্বে তাওয়াফ করবো না

মাহবুবে রব্বে গণী, আক্বায়ে মক্কী মাদানী, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে প্রতিনিধি হিসাবে মক্কায়ে মুকার্‌রমার زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا কাফিরদের সাথে আলোচনা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কেননা, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে, এবছর **শাহে খাইরুল আনাম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও **তাঁর** সাহাবীদেরকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا প্রবেশ করতে দেবে না। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ যখন কাবার হেরেমে গিয়ে পৌঁছান, তখন তাঁকে বলা হলো: "এই বৎসর আপনারা হজ্ব করতে পারবেন না।" মক্কার কাফিরেরা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে বললো: "আপনি যেহেতু এখানে এসেই গেছেন, তবে ইচ্ছা করলে তাওয়াফ করে নিতে পারেন।" হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ **আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ছাড়া তাওয়াফ করা অশোভন মনে করলেন। অতএব, তিনি বললেন: "مَا كُنْتُ لِاَفْعَلَ حَتّٰى يَطُوْفَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অর্থাৎ আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কাবা শরীফের তাওয়াফ করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাওয়াফ করে না নিবেন।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৯৩২)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ্ চে কিয়া পেয়ার হে ওসমান গণী কা,
মাহবুবে খোদা ইয়ার হে ওসমান গণী কা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৫৪) পায়ে হেঁটে ২০বার হজ্বের সফর

রাকিবে দোশে মুস্তফা, সৈয়্যদুল আসখিয়া, বেরাদরে শহীদে কারবালা, জিগরে গোশায়ে ফাতেমা, দিলবন্দে মুরতাদ্বা, সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ একবার বললেন: "আমি খুবই লজ্জিত। আহ! **আল্লাহ্ তায়ালা**র সাথে কীভাবে সাক্ষাৎ করবো! আফসোস! **তাঁর** পবিত্র ঘর (কাবা শরীফ) পর্যন্ত কখনো পায়ে হেঁটে এলাম না!" এরপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ২০ বার মদীনা শরীফের زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا থেকে মক্কা শরীফ زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا হজ্বের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটেই এসেছিলেন। বর্ণিত রয়েছে: "একবার তিনি কাবা শরীফের তাওয়াফ করলেন, এরপর মকামে ইব্রাহীমের নিকট দুই রাকাত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায আদায় করলেন। অতঃপর আপন চেহারা মোবারক মকামে ইব্রাহীমের উপর রেখে অঝোর নয়নে কাঁদতে কাঁদতে এভাবে মুনাজাত করলেন: "হে আমার রব্বে **কদীর**! তোমার অধম বান্দা তোমার দরবারে উপস্থিত, তোমার ভিখারী তোমার দরজায় উপস্থিত, তোমার অনাথ বান্দা তোমার দ্বারে উপস্থিত।" তিনি কথাগুলো বার বার বলছিলেন আর কান্না করছিলেন। তারপর মসজিদে হারাম থেকে বের হয়ে কিছু মিসকিন লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা রুটির (সদকার) টুকরো খাচ্ছিলো। তিনি তাদেরকে সালাম করলেন, সালামের উত্তর দেয়ার পর তারা তাঁকেও তাদের সাথে খাওয়ার দাওয়াত দিলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ নিঃসঙ্কোচে তাদের সাথে একই দস্তরখানায় বসে গেলেন আর বললেন: "এই রুটিগুলো যদি সদকার না হতো, তবে আমিও আপনাদের সাথে অবশ্যই খেতাম। কিন্তু আমরা নবী-বংশের জন্য সদকা গ্রহণ করা হারাম। এরপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ সেই মিসকিনদেরকে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে আসেন এবং সবাইকে ভাল খাবার খাওয়ালেন, অতঃপর যাওয়ার সময় সবাইকে দিরহামও দান করলেন।"

(আল মুসতাতরাফ, ১ম খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

উহ হাসান মুজতবা সৈয়্যদুল আসখিয়া,
রাকিবে দোশে ইজ্জত পে লাখোঁ সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫৫) হুযুর ﷺ এর সাথে বৃষ্টিতে তাওয়াফ করার সৌভাগ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বৃষ্টিতে তাওয়াফ করার কথা কি বলবো! হযরত সায়্যিদুনা আবু ইকাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সাথে আমি বৃষ্টিতে তাওয়াফ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। আমরা যখন মকামে ইব্রাহীমে দুই রাকাত নামায আদায় করলাম, তখন হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: "নতুন ভাবে আমল করো, নিশ্চয় তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে! **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে এভাবেই ইরশাদ করেছিলেন আর আমরা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে বৃষ্টিতে তাওয়াফ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম।"

(ইবনে মাজাহ্, ৩য় খন্ড, ৫২৪ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩১১৮)

আজ হে রো বরো মেরে কাবা, সিলসিলা হে তাওয়াফ কা ইয়া রব!
আবর বরসা দেয় নূর কা কেহ্ লোঁ, বারিশে নূর মেঁ নাহা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫৬) আমাকে হেরেমে শরীফে নিয়ে যাও

হযরত মাওলানা আব্দুল হক ইলাহাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ভারতের অধিবাসী এবং প্রসিদ্ধ আলিমে দ্বীন ছিলেন, চল্লিশ (৪০) বছরেরও বেশি সময় মক্কা শরীফে বসবাস করেন। প্রতি বছর নিষ্ঠার সাথে অবশ্যই হজ্ব করতেন। এক বছর হজ্বের মৌসুমে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন, যুলহিজ্জাতুল হারামের নবম তারিখ তার শাগরীদদের বললেন: "আমাকে হেরেম শরীফ নিয়ে চলো! কয়েকজন মিলে উঠিয়ে নিয়ে এসে কাবাতুল্লার

www.dawateislami.net

সামনে বসিয়ে দিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ যমযম শরীফ আনিয়ে পান করলেন এবং দোয়া করলেন: **‘ইয়া ইলাহী!** হজ্ব থেকে বঞ্চিত করিও না।’ সেই মুহুর্তেই মাওলা **তায়ালা** তাঁকে এমন শক্তি দান করলেন যে, তিনি উঠে নিজের পায়ে হেঁটে আরাফাত শরীফ গেলেন এবং হজ্ব আদায় করলেন।

(মলফুযাতে আ'লা হযরত, ১৯৮ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি বিশ্বাস অটুট থাকে তবে নিশ্চয় যমযমের পানি পান করার পর যে দোয়াই করা হয়, কবুল হয় আর কেনই বা হবে না, **নবী পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যমযম যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে, তা সে জন্যই।” (ইবনে মাজাহ্, ৩য় খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩০৬২)

ইয়ে যমযম উচ লিয়ে হে জিচ লিয়ে উচ কো পিয়ে কোয়ী,
ইসি যমযম মেঁ জন্নাত হে ইচি যমযম মেঁ কাওসার হে। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫৭) যমযমের পানি দ্বারা কণ্ঠনালীতে সুঁই আটকানোর চিকিৎসা হয়ে গেলো

হামযা বিন ওয়াছিল তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন: “পবিত্র হেরেম শরীফে কোন ব্যক্তি ছাতু (এক প্রকার আটা মিশ্রিত খাবার) খেলো। ছাতুতে সুই ছিলো, যা তার কণ্ঠনালীতে আটকে গেলো এবং তার জীবন নিয়ে টালমাটাল অবস্থা হলে, অনেক চেষ্টা করেও কিছুই হলো না, সে কাঁদতে কাঁদতে বললো: “আমার শেষ চিকিৎসা হলো যমযম, আমাকে যমযমের পানি পান করাও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমি ভাল হয়ে যাব।” সুতরাং তাকে যমযমের পানি পান করানো হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ যমযম শরীফের পানির বরকতে তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন: “আমার আব্বাজান সেই ব্যক্তিকে কিছু দিন পর হেরেম শরীফে দেখেছিলেন, তিনি তখন সম্পূর্ণ সুস্থ ও প্রশান্তিতে ছিলেন।” (শিফাউল গুরাম, ১ম খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মেঁ মক্কে মেঁ জা কর করোঁঙ্গা তাওয়াফ অওর,
নসিব আবে যমযম মুঝে হোগা পিনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫৮) পিপাসার রোগ আর যমযমের পানির চমক

এক ইয়ামেনী লোকের পিপাসার রোগ হয়েছিলো (অর্থাৎ পেট ভরে যাওয়া অথচ পিপাসায় কাতর থাকা)। ইয়ামেনের চিকিৎসকেরা এটি দূরারোগ্য রোগ বলে ঘোষণা দিলো। সে মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এলো এবং এখানকার চিকিৎসকেরাও অপারগতা প্রকাশ করলো। **আল্লাহ্ তায়ালা** তার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিলো যে, যেন সে যমযমের পানি পান করে। অতএব, লোকটি পেট ভরে যমযমের পানি পান করল আর **আল্লাহ্ তায়ালার** দয়া ও অনুগ্রহে সে আরোগ্য লাভ করলো। (প্রাগুক্ত, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

তু মক্কে কি গলিয়াঁ দেখা ইয়া ইলাহী! ওয়াহাঁ খুব যমযম পিলা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫৯) দানের কূপ, সাজার কূপ

মুজাহিদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া বলখী বলেন: "খোরাসানের এক অধিবাসী ৬০ বৎসর যাবৎ মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا বসবাস করে আসছিলেন। যিনি অনেক বড় আবিদ, যাহিদ এবং রাত্রি জাগরণকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, দিনে কোরআনে করীম পাঠ করতেন এবং সারা রাত তাওয়াফ করতেন। একজন নেককার ও সৎ লোকের সাথে সেই খোরাসানী ব্যক্তির বন্ধুত্ব ছিলো। সৎ লোকটি সেই খোরাসানী ব্যক্তিটির নিকট আমানত স্বরূপ দশ হাজার দীনার গচ্ছিত রেখে সফরে চলে গেলেন। সফর শেষে তিনি যখন ফিরে এলেন, জানতে পারলেন যে, তার খোরাসানী বন্ধুটি মারা গেছে। তিনি তার ওয়ারিশের নিকট গিয়ে তার আমানতগুলো চাইলে তারা সেই বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলো। সৎ লোকটি মক্কা শরীফের ফকীহদের ঘটনাটি জানালে তাঁরা

www.dawateislami.net

বললেন: "আমরা আশা করি যে, মরহুম খোরাসানী ব্যক্তিটি জান্নাতী। আপনি মধ্য রাতের পর যমযম কূপের ভেতরে ঝুঁকে এই কথা বলবেন, 'হে খোরাসানী ব্যক্তি! আমি তোমাকে আমানত দিয়েছিলাম'। তিনি উত্তর দেবেন।" অতঃপর তিনি এমনই করলেন। কিন্তু যমযমের কূপ থেকে কোন উত্তর এলো না। লোকটি আবারও মক্কা শরীফের ওলামাদের সাথে যোগাযোগ করলে তাঁরা সবাই আফসোস প্রকাশ করে বললেন: "হয়তো তিনি জান্নাতীদের অন্তর্ভূক্ত নয়, জান্নাতী হলে তাঁর রূহটি যমযম কূপের ওখানেই থাকতো। এখন আপনি ইয়ামেনের বরহুত কূপের নিকট গিয়ে পূর্বের ন্যায় বলবেন। সেই কূপটি জাহান্নামের পাশে, সেখানে জাহান্নামীদের রূহগুলো থাকে।" অতএব, লোকটি ইয়ামেন গেলেন আর বরহুত কূপে গিয়ে ডাক দিলেন: "হে খোরাসানী! আমি তোমাকে আমানত দিয়েছিলাম।" তিনি সেখানে রূহগুলোকে চিৎকার করতে শুনছিলেন। একটি থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কী কারণে আযাবে লিপ্ত?" সে বললো: "আমি অত্যাচারী ছিলাম, হারাম খেতাম, মালাকুল মওত আমাকে এখানে এনে নিক্ষেপ করেছে।" অন্য রূহ বললো: "আমি হলাম, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের রূহ, অত্যাচার করার কারণে আমি এখানে আযাবের মধ্যে আছি।" সেই সৎ লোকটি বলেন: "আমি তৃতীয় আওয়াজ শুনলাম যা ছিলো খোরাসানী বন্ধুটির।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "তুমি এখানে কেন? তুমি তো ইবাদতগুজার বান্দা ছিলে!" খোরাসানীটি বললো: "আমার এক পঙ্গু বোন ছিলো, আমি তার প্রতি উদাসীন ছিলাম এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছিলাম, সে কারণেই আমার সকল ইবাদত নষ্ট হয়ে গেছে আর আমি আযাবে লিপ্ত হয়ে গেছি।" সৎ ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলো: "আমার আমানত কোথায়?" খোরাসানী বললো: "আমার ঘরের অমুক কোণায় মাটির নিচে পুঁতে রাখা আছে, গিয়ে নিয়ে নাও।" অতএব, সৎ লোকটি খোরাসানীর বাড়িতে এলো এবং সেখান থেকে তার আমানতগুলো বের করে নিলো। এরপর সে খোরাসানীর বোনটির নিকট গেলো এবং তার প্রয়োজনাদি পূর্ণ

www.dawateislami.net

করে দিলো, মৃত ব্যক্তির বোনটি খুশি হয়ে গেলো। সৎ ব্যক্তিটি পুনরায় মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এসে যমযমের কূপে গিয়ে ডাক দিলো। মৃত খোরাসানী ব্যক্তিটি উত্তর দিলো: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি বরহুত কূপ থেকে মুক্তি পেয়েছি এবং এখানে খুবই শান্তি ও আরামে আছি।" (বলদুল আমীন, ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা)

ইয়া ইলাহী! রিশতাদারোঁ চে করোঁ হুসনে সুলুক,
কতয়ে রেহমী সে বাচোঁ ইচ মেঁ করোঁ না ভুল চুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬০) ভারত থেকে মুহুর্তেই কাবার সামনে

ভারতের অধিবাসী এক ঘাস কর্তনকারী বৃদ্ধের যিলহজ্ব মাসের ৯ম তারিখ স্বরণ আসলো যে, আজ আরাফাতের দিন। সৌভাগ্যবান হাজী সাহেবরা আরাফাতের ময়দানে সমবেত হয়েছেন। এই কথাগুলো স্মরণে আসতেই বৃদ্ধ লোকটি বেদনার এক আফসোসের নিশ্বাস ছেড়ে বললেন: "আহ! আমিও যদি হজ্ব করতে পারতাম!" কুদওয়াতুল কুবরা, মাহবুবে ইয়াজদানী, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه পাশেই বসা ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ লোকটির আবেগভরা মনের বেদনার কথাগুলো শুনে বললেন: "এদিকে আসুন।" বৃদ্ধটি কাছে এলেন, এবার মুখে নয়, হাতে ইশারা করলেন: "যান।" ইশারা করার সাথে সাথেই সেই বৃদ্ধ লোকটি নিজেকে মক্কা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا পবিত্র মসজিদে হারামের একেবারে কাবা শরীফের সামনে পেলেন! তিনি উৎফুল্লতার সহিত তাওয়াফ করলেন, আরাফাতের ময়দানে গেলেন এবং অপরাপর হজ্বের সকল আনুষ্ঠানিকতাগুলো পালন করলেন। হজ্বের মৌসুম যখন শেষ হয়ে গেলো, বৃদ্ধটি মনে মনে বললো: "এবার দেশে যাবো কীভাবে!" এই কথা মনে আসার সাথে সাথেই তিনি হযরত সায়্যিদুনা শায়খ জাহাঙ্গীর সিমনানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে তার সামনে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। তিনি বৃদ্ধটিকে বললেন: "যান।" বৃদ্ধ হাজী সাহেবটি মাথা উঠানোর সাথে সাথেই দেখতে পেলেন তিনি ভারতে নিজের ঘরেই অবস্থান করছেন।"

(লাতায়িফে আশরাফী, ৩য় অংশ, ৬০২-৬০৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কিউঁ কর না মেরে কাম বনেঁ গাইব চে হাসান,
বান্দা ভি হোঁ তো কেয়সে বড়ে কারসাজ কা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬১) এক অভিনব কুষ্ঠরোগী

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হোসাইন দররাজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: “কোন এক বৎসর আমি একাই হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং দ্রুত পথ অতিক্রম করে ‘কাদিসিয়া’য় পৌঁছলাম। সেখানে কোন এক মসজিদে গেলে আমার দৃষ্টি এক কুষ্ঠরোগীর উপর পড়লো, তিনি আমাকে সালাম দিলেন এবং বললেন: “হে আবুল হোসাইন! হজ্বের ইচ্ছা পোষণ করেছেন নাকী?” তাকে দেখে আমার খুবই ঘৃণা হচ্ছিল সুতরাং আমি অবজ্ঞার সুরে বললাম: “হ্যাঁ।” তিনি বললেন: “তাহলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন।” আমি মনে মনে বললাম: “এতো এক নতুন বিপদ এসে পড়লো! আমি তো সুস্থ লোকের সঙ্গও এড়িয়ে চলি, আর এই কুষ্ঠরোগী আমাকে তার সাথে থাকার অনুরোধ করছে!” আমি পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করলাম। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের স্বরে বললেন: “আমাকে আপনার সাথে নিয়ে যান, বড়ই মেহেরবানী হবে।” কিন্তু আমি শপথ করে বললাম: “**আল্লাহ্**র কসম! আমি কখনোই তোমাকে আমার সাথী বানাবো না।” তিনি বললেন: “হে আবুল হোসাইন! **আল্লাহ্ তায়ালা** দুর্বলদেরকে এমন কিছু দিয়ে থাকেন, যা দেখে সবলরাও হতবাক হয়ে যায়!” আমি বললাম: “তুমি ঠিক কথাই বলছো, কিন্তু আমি তোমাকে সাথে রাখতে পারবো না।” আসরের নামায আদায় করে আমি পুনরায় সফর শুরু করলাম। সকাল বেলায় এক লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছালে আশ্চার্যজনক ভাবে সেই কুষ্ঠরোগীর সাথে দেখা হলো! আমাকে দেখে তিনি সালাম দিয়ে বললেন: “**আল্লাহ্ তায়ালা** দুর্বলদেরকে এমন কিছু দিয়ে থাকেন,

www.dawateislami.net

যা দেখে সবলরাও হতবাক হয়ে যায়!” তাঁর কথাগুলো শুনে তাঁর ব্যাপারে আমার অন্তরে বিভিন্ন ভাবনার উদয় হতে লাগল। যাইহোক, আমি সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। যখন আমি ‘কারআ’ নামক স্থানে এসে নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানেও দেখলাম তিনি বসে আছেন। বললেন: “হে আবুল হোসাইন! **আল্লাহ্ তায়ালা** দুর্বলদেরকে এমন কিছু দিয়ে থাকেন, যা দেখে সবলরাও হতবাক হয়ে যায়!” তার কথা শুনে আমার মনে ভাবাবেগের উদয় হলো এবং আমি অত্যন্ত আদব সহকারে আরয করলাম: “হুযুর! আমি **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকটও ক্ষমার ভিখারী, আমাকে ক্ষমা করে দিন।” তিনি বললেন: “আপনি এ কেমন কথা বলছেন?” আমি বললাম: “আমি অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি যে, আপনার সাথে সফর করিনি, দয়া করে! আমাকে ক্ষমা করে দিন, আর আমাকে আপনার সাথে সফরসঙ্গী করে নিন।” তিনি বললেন; “আপনি আমার সাথে সফর না করার শপথ করেছেন আর আমি আপনার শপথ ভাঙ্গতে চাই না।” আমি বললাম: “ঠিক আছে! তবে এতটুকু দয়া করুন যে, প্রত্যেক মঞ্জিলেই আপনার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিন।” তিনি বললেন: “اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ” এরপর তিনি আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং আমিও অগ্রসর হতে লাগলাম। **আল্লাহ্ তায়ালার** সেই নেককার বান্দাটির বরকতে বাকি সফরে আমাকে কোন রকম ক্ষুধা, পিপাসা কিংবা ক্লান্তির সম্মুখীন হতে হয়নি। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ প্রত্যেক মঞ্জিলেই আমার সাথে সেই বুযুর্গটির সাক্ষাৎ হতে লাগল। এমনকি মদীনা শরীফের زَادَھَا اللہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا সুগন্ধিময় পরিবেশের ফয়েয লাভ করে মক্কা শরীফ زَادَھَا اللہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا পৌঁছে যাই। সেখানে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর কাত্তানী ও হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান মুযাইয়িন رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمَا এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জিত হলো। আমি যখন তাঁদেরকে এই আশ্চর্যজনক কাহিনীটি শুনালাম তখন তাঁরা বললেন: “ওহে নির্বোধ! তুমি কি জান, তিনি কে ছিলেন? তিনি হলেন হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর মাজযূম رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ। আমরা তো দোয়া করি যে,

www.dawateislami.net

আহ! **আল্লাহ্ তায়ালা** যেন **তাঁর** এই অলীর দীদার নসিব করেন। শুন! আর কখনো যদি তাঁর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তবে আমাদের অবশ্যই জানাবে।” যিলহজ্ব মাসের ১০ম তারিখে আমি যখন ‘জামরাতুল উকবা’ অর্থাৎ বড় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করছিলাম, তখন এক ব্যক্তি আমাকে তাঁর নিকটে টেনে বললেন: “হে আবুল হোসাইন! اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ!” আমি পেছনে ফিরতেই দেখলাম সেই বুযুর্গটি। অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর মাজযূম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। তাঁকে দেখার সাথে সাথেই আমার ভাবাবেগের সৃষ্টি হলো এবং আমি কান্না করতে করতে বেহুশ হয়ে লুটিয়ে পড়লাম! যখন আমি অনুভূতিশক্তি (হুশ) ফিরে পাই ততক্ষণে তিনি চলে গেলেন, অতঃপর শেষ দিনে আখেরী তাওয়াফ করার পর মাকামে ইব্রাহীমের পাশে দুই রাকাত নামায আদায়ের পর আমি যখনই দোয়ার জন্য হাত উঠালাম, এমন সময় হঠাৎ কেউ আমাকে নিজের দিকে টানলেন, দেখলাম তিনি ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর মাজযূম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। বলতে লাগলেন: “আবুল হোসাইন! ভয় পেও না, চেঁচামেচি করো না, নিশ্চিন্ত থাকো!” আমি নীরবই রইলাম এবং আমি **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে তিনটি দোয়া করেছিলাম। তিনি আমার প্রতিটি দোয়ায় ‘আমীন’ বললেন। এরপর তিনি আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন আর কখনো তাঁকে দেখলাম না। আমার সেই তিনটি দোয়া ছিলো: “(১) হে আমার **পাক পরওয়ারদিগার**! গরীবকে তুমি আমার এতই পছন্দনীয় বানিয়ে দাও, দুনিয়ার বুকে তার চেয়ে অধিক কোন কিছু যেন আমার ভাল না লাগে। (২) তুমি আমাকে এমন বানিও না যে, আমার এমন কোন রাত কাটবে যে পরবর্তী সকালের জন্য আমি কোন বস্তু সঞ্চয় করে রেখেছি। এমনই হয়েছিলো যে, কয়েক বৎসরই অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিলো অথচ আমি আমার নিকট কোন বস্তু সঞ্চিত করে রাখিনি। আর তৃতীয় দোয়াটি ছিলো (৩) হে আমার **পাক পরওয়ারদিগার**! তুমি যখনই আমাকে তোমার আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সাক্ষাতের মহান সৌভাগ্য দান করবে তখন তাঁদের সাথে আমাকেও অন্তর্ভূক্ত করে নিও।” আমার **মহান**

www.dawateislami.net

প্রতিপালকের প্রতি পূর্ণ আশা যে, আমার এই দোয়া তিনি অবশ্যই পূর্ণ করবেন। কেননা, এতে একজন কামিল অলী 'আমীন' শব্দের মোহর লাগিয়েছেন।" (উয়ূনুল হিকায়াত, ২৯১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জুয়ুফ মানা মগর ইয়ে জালিম দিলো,
উন কে রাস্তে মেঁ তো থকা না করে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

(৬২) যখন স্বয়ং হুযুর ﷺ ই ডাকলেন, তখন নিজে নিজেই ব্যবস্থা হয়ে গেলো

হযরত আল্লামা আবুল ফারায আব্দুর রহমান বিন আলী ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজের কিতাব **'উয়ূনুল হিকায়াত'**-এ লিখেছেন; এক পরহেজগার ব্যক্তির বর্ণনা হলো: "আমি লাগাতার তিন বৎসর যাবৎ হজ্বের জন্য দোয়া করে আসছিলাম কিন্তু আমার বাসনা পূর্ণ হচ্ছিলো না। চতুর্থ বৎসর হজ্বের মৌসুম চলছিলো এবং আমার অন্তর হজ্বের বাসনায় ছটফট করছিলো, এক রাতে যখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, আমার ঘুমন্ত ভাগ্যও জাগ্রত হয়ে উঠলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ স্বপ্নে আমি **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভে ধন্য হলাম। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "**তুমি এ বৎসর হজ্বের জন্য চলে যাও!**" আমার চোখ খুললে অন্তরে খুশির বাতাস বইতে লাগলো। **তাজেদারে রিসালাত, নবীয়ে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুমিষ্ট আওয়াজ কানে যেন বার বার বেজে উঠছিলো, "**তুমি এ বৎসর হজ্বের জন্য চলে যাও!**" **নবীর** দরবার থেকে হজ্বের অনুমতি পেয়ে গিয়েছিলাম আমার মন অত্যন্ত আনন্দিত ছিলো। হঠাৎ মনে পড়ল যে, আমার কাছে তো পাথেয় (অর্থাৎ সফরের খরচাদি) নাই! এই ভাবনা আসতেই আমার মন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে গেলো। পরবর্তী রাতে **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আবারও স্বপ্নে যিয়ারত হলো, কিন্তু

www.dawateislami.net

আমার দারিদ্রতার কথা বলতে পারলাম না। অনুরূপভাবে তৃতীয় রাতেও স্বপ্নে রাসূল **পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে আদেশ হলো: **"তুমি এ বৎসর হজ্বের জন্য চলে যাও!"** আমি মনে মনে ভাবলাম, চতুর্থবার যদি **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার স্বপ্নে আগমন করেন তবে আমার দারিদ্রতা সম্পর্কে আরয করবো।

আহ! পাল্লে যর নেহিঁ রাখতে সফর সরওয়ার নেহিঁ,
তুম বুলা লো তুম বুলানে পর হো কাদের ইয়া নবী!

চতুর্থ রাতে পুনরায় **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার গরীবালয়ে তাশরিফ নিয়ে এলেন আর ইরশাদ করলেন: **"তুমি এ বৎসর হজ্বের জন্য চলে যাও!"** আমি হাতজোড় করে আরয করলাম: **"হে আমার আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার নিকট পাথেয় নাই।" ইরশাদ করলেন: "তুমি তোমার ঘরের অমুক স্থানটি খনন করো, সেখানে তোমার দাদার একটি যুদ্ধের পোশাক পাবে।" এতটুকু বলেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সকালে আমি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম, মন আনন্দিত ছিলো। ফজরের নামাযের পর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দেখানো স্থানটি খনন করলাম, আসলেই সেখানে একটি মূল্যবান যুদ্ধের পোশাক ছিলো, তা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলো, মনে হচ্ছিল যেন কেউ সেটি ব্যবহারই করেনি। আমি তা চার হাজার দীনারে বিক্রি করলাম এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **নবীয়ে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টির ফলে আমার হজ্বে যাওয়ার ব্যবস্থাও হয়ে গেলো।" (উয়ুনুল হিকায়াত, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

জব বুলায়া আক্বা নে,
খোদ হি ইন্তেজাম হো গেয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৬৩) আমি তোমার কথা শুনেছি

হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে মুয়াফ্‌ফাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: “আমি হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করলাম, কাবা শরীফের তাওয়াফ করলাম, হাজরে আসওয়াদে চুমু খেলাম, দুই রাকাত তাওয়াফের নামাযও আদায় করলাম, এরপর কাবা শরীফের দেওয়ালের পাশে বসে কান্না করতে লাগলাম এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে আরয করলাম: “**হে আল্লাহ্**! আমি তোমার পবিত্র ঘরের চতুর্দিকে জানি না কতবার যে চক্কর দিয়েছি, কিন্তু আমি জানি না যে, কবুল হলো কি না?” এরপর আমার তন্দ্রাভাব এসে গেলো, তখন আমি এক গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলাম: “হে আলী ইবনে মুয়াফ্‌ফাক! আমি তোমার কথা শুনেছি। তুমি কি তোমার ঘরে কেবল তাকেই আহ্বান করো না যাকে তুমি ভালবাস।” (আর রিয়াজুল ফায়িক, ৫৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

বুলাতে হেঁ উচি কো জিচ কি বিগড়ি ইয়ে বানাতে হেঁ,
কোমর বাঁধনা দিয়ারে তাইবা কো খুলনা হে কিসমত কা। (যওকে নাত)

(৬৪) ধৈর্যধারণ করলেই পা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হতো

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে হুনাইফ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: “আমি হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হলাম, বাগদাদে পৌঁছা পর্যন্ত অবস্থা এমন ছিলো যে, লাগাতার চল্লিশ দিন যাবৎ কিছু খেলাম না, কঠিন পিপাসার্থ অবস্থায় যখন একটি কূপের নিকট গেলাম, দেখলাম একটি হরিণ পানি পান করছিলো, আমাকে দেখেই হরিণটি পালিয়ে গেলো, কূপটিতে উঁকি দিয়ে দেখলাম, পানি অনেক নিচে ছিলো, বালতি ছাড়া পানি উঠানো সম্ভব হবে না। আমি একথা বলেই ফিরে আসছিলাম: “হে আমার **মালিক ও মাওলা**! আমার মর্যাদা কি এই হরিণটির সমানও না!” এমন সময় পেছন থেকে আওয়াজ আসলো: “আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম, কিন্তু তুমি ধৈর্যধারণ করনি। এখন

www.dawateislami.net

আবার যাও, পানি পান করে নাও।” আমি যখন আবার গেলাম, দেখলাম, কূপটি উপরের অংশ পর্যন্ত পানিতে ভর্তি হয়েছিলো, আমি ভালভাবে পিপাসা মিটালাম এবং নিজের মশকটিও ভরে নিলাম, তখন অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম: “হরিণ তো মশক ছাড়াই এসেছিলো, তুমি কিন্তু মশক সাথে করে নিয়ে এসেছ।” আমি পুরো পথে সেই মশক থেকেই পানি পান করতাম আর অযু করতাম, কিন্তু পানি কখনো শেষ হতো না। অতঃপর আমি যখন হজ্ব শেষে ফিরে আসছিলাম, আর জামে মসজিদে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাকে দেখতেই বললেন: “তুমি যদি মুহূর্তের জন্য ধৈর্যধারণ করতে, তাহলে তোমার পা থেকেই ঝর্ণা প্রবাহিত হতো।” (আর রওজুল ফায়িক, ১০৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উন কে তালিব নে জু চাহা পা লিয়া,
উন কে সায়িল নে জু মাঙ্গা মিল গেয়া। (যওকে নাত)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬৫) এক তাওয়াফকারীর অভিনব ফরিয়াদ

হযরত সায়্যিদুনা কাসেম বিন ওসমান رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ খুবই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী এবং মুত্তাকী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন: “আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, যিনি তাওয়াফ করার সময় শুধুমাত্র এই দোয়াটিই করছিলেন: اَللّٰهُمَّ قَضَيۡتَ حَاجَةَ الۡمُحۡتَاجِيۡنَ وَ حَاجَتِيۡ لَمۡ تَقۡضِ অর্থাৎ **হে আল্লাহ্!** তুমি তো সকল অভাবীর অভাব পূরণ করে দিয়েছ, অথচ আমার অভাব পূরণ হলনা।” আমি যখন তাঁর কাছে বারবার এই অভিনব দোয়াটি করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম তখন বললেন: “আমরা সাতজন জিহাদে গিয়েছিলাম অমুসলিমরা আমাদের গ্রেফতার করে নিলো, যখন আমাদেরকে হত্যা করার

www.dawateislami.net

উদ্দেশ্যে মাঠে নিয়ে এলো, হঠাৎ আমি উপরের দিকে মাথা তুললাম, দেখতে পেলাম আসমানের সাতটি দরজা খোলা, প্রত্যেক দরজায় একটি করে হুর দাঁড়ানো, আমাদের একজন সাথীকে যখনই শহীদ করা হলো, আমি দেখলাম: একটি হুর রুমাল হাতে নিয়ে সেই শহীদের রূহ নেওয়ার জন্য জমিনে নেমে এলো। এভাবে আমার ছয়জন সাথীকে শহীদ করে দেওয়া হলো, অনুরূপ প্রত্যেকের রূহগুলো নেওয়ার জন্য এক একটি করে হুর আসতে থাকে। যখন আমার পালা এলো, তখন এক দরবারী তার সেবার জন্য আমাকে বাদশাহ্‌র কাছ থেকে চেয়ে নিলো। এতে আমি শাহাদাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। আমি একটি হুরকে বলতে শুনেছি: "হে বঞ্চিত ব্যক্তি! শেষ পর্যন্ত তুমি এমন সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত কেন রয়ে গেলে?" এরপর আসমানের সাতটি দরজাই বন্ধ হয়ে গেলো। এ কারণেই তো ভাই! আমার বঞ্চিত হওয়ার জন্য আমি আফসোস করি। আহ! শাহাদাতের সৌভাগ্য আমারও যদি নসিব হয়ে যেতো! এই সেই অভাব, যা আমার দোয়ায় আপনি শুনেছেন।" হযরত সায়্যিদুনা কাসেম বিন ওসমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: "আমার মতে এই সাতজন সৌভাগ্যবানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে এই সপ্তম জনই, যিনি হত্যা থেকে বেঁচে গেলেন, তিনি নিজের চোখে সেই মনোরম দৃশ্য দেখেছেন, যা অন্যদের কেউ দেখেননি। তারপরও ইনিই জীবিত রয়েছেন আর অত্যন্ত আন্তরিকতা ও ঐকন্তিকতা নিয়ে নেক আমল করে যাচ্ছেন।"

(আল মুসতাতরাফ, ১ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাল ও দৌলত কি দোয়া হাম না খোদা করতে হেঁ,
হাম তো মরনে কি মদীনে মেঁ দোয়া করতে হেঁ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৬৬) আল্লাহ্ তায়ালার গোপন ব্যবস্থাপনা

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "**আল্লাহ্ তায়ালার** উপর ভরসা করে তিনজন মুসলমান কোন ধরনের পাথেয় ছাড়াই হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, সফরাবস্থায় তারা খ্রীষ্টানদের এক লোকালয়ে অবস্থান করলেন, তাদের একজনের দৃষ্টি এক সুন্দরী খ্রীষ্টান মহিলার উপর পড়লে সে তার প্রেমে পড়ে গেলো। সেই প্রেমিক বিভিন্ন বাহানা করে সেই লোকালয়েই রয়ে গেলো এবং অপর দুইজন হাজী রওয়ানা হয়ে গেলো। এবার সেই প্রেমিক নিজের মনের কথাটি মহিলাটির পিতাকে বললো, পিতা বললো: "তার মোহরানা তুমি দিতে পারবে না।" জিজ্ঞাসা করলো: "মোহরানা কি?" উত্তর পেল: "খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়া।" সেই হতভাগা লোকটি খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে সেই মহিলাটিকে বিয়ে করল এবং দু'টি সন্তানেরও জন্ম হলো, অবশেষে সে মারা গেলো। তার দুই হাজী বন্ধু কোন সফরে পুনরায় সেই লোকালয়ে এলে তাদের বন্ধুটির সব খবর জানতে পারলেন, তাঁরা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তাঁরা যখন খ্রীষ্টানদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সেই প্রেমিকের কবরের পাশে একজন মহিলা এবং দুই শিশুকে কাঁদতে দেখলেন। সেই দুইজন হাজীও (**আল্লাহ্ তায়ালার** গোপন ব্যবস্থাপনার কথা স্মরণ করে) কান্না করতে লাগলেন। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলো: "আপনারা কেন কাঁদছেন?" তখন তাঁরা মৃতের মুসলমান অবস্থায় নামায-ইবাদত ও তাকওয়া-পরহেজগারী ইত্যাদির কথা উল্লেখ করলেন। মহিলাটি যখন এ কথা শুনলেন, তখন তার মন ইসলামের প্রতি ধাবিত হলো এবং তিনি তাঁর দুই সন্তান সহ মুসলমান হয়ে গেলেন।" (আর রওজুল ফায়িক, ১৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ কেমন হৃদয়-কাঁপানো কাহিনী যে, হেরেমের পথের নেককার পরহেজগার মুসাফির হঠাৎ পার্থিব ভালবাসায়

www.dawateislami.net

পতিত হয়ে হৃদয়ের পাশাপশি দ্বীনও বিসর্জন দিয়ে বসলো এবং কিছু সময়ের জন্য রঙ-তামাশায় মেতে মৃত্যুর পথ ধরে অন্ধকার কবরের সিঁড়ি অতিক্রম করলো! এই ঘটনাটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের সবাইকে **আল্লাহ্ তায়ালার** গোপন ব্যবস্থাপনাকে ভয় করা এবং ঈমানের উপর মৃত্যুর ফরিয়াদ করতে থাকা উচিত। কারণ, কেউ জানে না যে, আমাদের উপর কী ঘটে। মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ভাবাবেগপূর্ণ ভিসিডি কিংবা অডিও ক্যাসেট **‘আল্লাহ্ কি খুফিয়া তদবীর’** ক্রয় করে অবশ্যই দেখে নিবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনারা **আল্লাহ্ তায়ালার** ভয়ে কেঁপে উঠবেন।

জাহাঁ মেঁ হেঁ ইবরত কে হার সো নুমুনে, মগর তুঝ কো আন্ধা কিয়া রঙ ও বো নে,
কভি গওর চে ভি ইয়ে দেখা হে তু নে, জু আবাদ থে উহ মহল আব হেঁ সোনে,
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহিঁ হে, ইয়ে ইবরত কি জাঁ হে তামাশা নেহিঁ হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬৭) আহ! আমিও যদি কান্নায় রত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!

আরাফাতের দোয়ায় হাজীদের অশ্রু বিসর্জন আর আহাজারি যখন শুরু হয়ে গেলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা বকর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলতে লাগলেন: “আহ! আমিও যদি এসব ক্রন্দনরত হাজীদের দলে হতাম।” আর হযরত সায়্যিদুনা মুতাররিফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খোদাভীতিতে জড়সড় হয়ে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সহিত আরয করলেন: **“হে আল্লাহ্!** তুমি আমার (নাফরমানির) কারণে এসব হাজীদেরকে নিরাশ করিও না।” (আর রওজুল ফায়িক, ৫৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেরে আশ্‌ক বেহতে রাহেঁ কাশ হার দম,
তেরে খউফ চে ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৬৮) আরাফাতে অবস্থানকারীদের গুনাহ ক্ষমা হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জীবনে ৩৩বার হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাঁর শেষ হজ্বে আরাফাতের ময়দানে মুনাজাতে এভাবে আরয করেছিলেন: "**হে আল্লাহ্!** তুমি জান, এই আরাফাতে আমি ৩৩ বার অবস্থান করেছি, একবার নিজের পক্ষ থেকে এবং এক এক বার আমার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। হে **পরওয়ারদিগার!** আমি তোমাকে সাক্ষী করছি যে, আমি আমার বাকি ৩০টি হজ্ব সেসব লোকদেরকে দান করে দিলাম, যারা এই আরাফাতে অবস্থান করেছে কিন্তু তাদের আরাফাতে অবস্থান করাটা কবুল হয়নি।" তিনি যখন আরাফাত থেকে মুযদালিফায় পৌঁছালেন, তখন স্বপ্নে তাঁকে আহ্বান করে বলা হলো: "হে ইবনে মুনকাদির! তুমি কি **তাঁর** উপর দয়া করছো, **যিনি** দয়া সৃষ্টি করেছেন? তুমি কি **তাঁকে** দান করতে চাও, **যিনি** দান সৃষ্টি করেছেন? তোমার **প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাকে ইরশাদ করেন: আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমি আরাফাতে অবস্থানকারীদের আরাফাত সৃষ্টি করার দুই হাজার বৎসর পূর্বেই ক্ষমা করে দিয়েছি।" (আর রওজুল ফায়িক, ৬০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গমে হায়াত আভি রাহাতোঁ মেঁ ঢল জায়েঁ, তেরি আতা কা ইশারা জো হো গেয়া ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৬ পৃষ্ঠা)

(৬৯) হুযুর পাক ﷺ এর নামে হজ্ব পালনকারীদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ

হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে মুয়াফ্‌ফাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে অনেক বার হজ্ব করেছেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: স্বপ্নে আমার **মক্কী মাদানী তাজেদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ হলো, **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে জিজ্ঞাসা

www.dawateislami.net

করলেন: "হে ইবনে মুয়াফ্‌ফাক! তুমি কি আমার পক্ষ থেকে হজ্ব করেছ?" আমি আরয করলাম: "জী হ্যাঁ।" ইরশাদ করলেন: "তুমি কি আমার পক্ষ থেকে তালবিয়া পাঠ করেছ?" আমি উত্তর দিলাম: "জী হ্যাঁ।" ইরশাদ করলেন: "কিয়ামতের দিন আমি তোমাকে এর প্রতিদান দেব আর আমি হাশরের দিনে তোমার হাত ধরে তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। যখন লোকেরা কঠিন হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত থাকবে।" (লুবাবুল ইহ্‌ইয়া, ৮৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

শুকরিয়া কিউঁ কর আদা হো আপ কা ইয়া মুস্তফা!
কেহ্ পড়োশী খুলদ মেঁ আপনা বানায়া শুকরিয়া।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৭০) ষাটবার হজ্ব পালনকারী হাজী

হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে মুয়াফ্‌ফাক رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর এটি ৬০তম হজ্ব ছিলো। তিনি তখন পবিত্র হেরেমে উপস্থিত ছিলেন হঠাৎ তাঁর মনে এলো, আর কতদিন প্রতি বৎসর বিরাণ ভূমি, জঙ্গলের পথ মাড়াতে থাকবো! এমতাবস্থায় নিদ্রা প্রাধান্য বিস্তার করলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম এবং অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনলাম: "সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যাকে তার মুনিব নিজের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন এবং নিজের ঘরে ডেকে এনে উচ্চ মর্যাদায় ধন্য করেছেন।" (রওজুর রিয়াহীন, ১০৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

জুয়্যুফ মানা মগর ইয়ে জালিম দিলো, উন কে রাস্তে মেঁ তো থকা না করে!
(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৭১) বিদায়ের অনুমতির অপেক্ষায় থাকা যুবককে সুসংবাদ

হযরত সায়্যিদুনা যুননূন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কাবা শরীফের পাশে এক যুবক দেখতে পেলেন, যিনি লাগাতার নামায পড়ে যাচ্ছিলেন, থামার নামও নিচ্ছিলেন না। সুযোগ পেতেই তিনি যুবকটিকে বললেন: "কী ব্যাপার! ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে লাগাতার নামাযই পড়ে যাচ্ছেন?" তিনি বললেন: "নিজের ইচ্ছায় কিভাবে যাই? বিদায়ের জন্য অনুমতির অপেক্ষাই আছি।" হযরত সায়্যিদুনা যুন নূন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "তখনো আমরা কথাই বলছিলাম, এমন সময় সেই যুবকটির উপর একটি চিরকুট এসে পড়ল, তাতে লেখা ছিলো: "এই চিরকুটটি **খোদায়ে গাফফার মহান প্রতিপালকের** পক্ষ থেকে, **তাঁরই** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী একনিষ্ঠ বান্দার প্রতি, ফিরে যাও, তোমার আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।" (রওজুর রিয়াহীন, ১০৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِىِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুহব্বত মেঁ আপনি গুমা ইয়া ইলাহী!
না পাওঁ মেঁ আপনা পাতা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭২) নিরাশ না হওয়া হাজী

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; এক আবিদ বলেন: "আমি ক্রমাগত কয়েক বৎসর যাবৎ হজ্ব এর মহান সৌভাগ্য অর্জনে ধন্য হচ্ছিলাম এবং প্রতি বছরই এক দরবেশকে পবিত্র কাবার দরজা আঁকড়ে ধরা অবস্থায় দেখতাম, যখন তিনি "لَبَّيْك ط اَللّٰهُمَّ لَبَّيْك ط" বলতেন তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনা যেতো "لَا لَبَّيْك"। আমি চৌদ্দতম (১৪) বছরে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম: হে দরবেশ! তুমি বধির তো নও? সে উত্তর দিলো: আমি সব কিছুই শুনছি। আমি বললাম: তবে এরূপ কষ্ট করছো কেন? সে

www.dawateislami.net

বললো: জনাব! আমি শপথ করে বলতে পারি যে, যদি চৌদ্দ বছর কেন আমার বয়স যদি চৌদ্দ হাজার (১৪০০০) বছরও হয় এবং বছরে একবার নয় প্রতিদিন হাজার বারই (১০০০) যদি এই উত্তর "لَا لَبَّيْك" শুনি তবুও এই দরজা থেকে মাথা উঠাবো না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমরা কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলাম হঠাৎ এমন সময় আসমান হতে একটি কাগজ ঐ ব্যক্তির বুকে এসে পড়লো। তিনি কাগজটি আমার দিকে বাড়ালেন, আমি পড়লাম, এতে লিখা ছিলো: "হে মালিক বিন দিনার! তুমি আমার বান্দাকে আমার কাছ থেকে পৃথক করে দিচ্ছো যে, আমি তার এ ক'বছরের হজ্ব কবুল করিনি, এমন নয় বরং এই বছর আসা সকল হাজীর হজ্বও তার ডাকার বরকতে কবুল করেছি যেন কেউ আমার দরবার থেকে বঞ্চিত না ফিরে।"

দোয়া কবুল না হওয়ার বিভিন্ন হিকমত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটি থেকে আমরা এই মাদানী ফুলও পেলাম যে, দোয়া কবুল হওয়াতে যত বিলম্বই হোক না কেন নিরাশ না হওয়া উচিত, আমরা বিলম্ব হওয়ার মূল রহস্য সম্পর্কে অবহিত নই, নিঃসন্দেহে দোয়া কবুল হওয়াতে বিলম্ব হওয়া বরং দোয়া কবুলের নিদর্শন প্রকাশ না হওয়াও আমাদের জন্য উপকারীই বটে। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রাঈসুল মুতাকাল্লিমীন হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে: "**আল্লাহ্ তায়ালার** হিকমত হচ্ছে যে, কখনো তুমি মুর্খতা হেতু কোন কিছুর ফরিয়াদ করো আর (**তিনি**) মেহেরবানী করে তোমার দোয়া কবুল করেন না, কারণ, তুমি যা প্রার্থনা করছো, তা যদি তোমাকে দান করেন, তা হলে তোমার ক্ষতি হবে। মনে করো, তুমি ধন-সম্পদ প্রার্থনা করছো আর তা যদি তুমি পেয়ে যাও, তাহলে তোমার ঈমানের উপর বিপদ আসবে, অথবা মনে কর, তুমি সুস্বাস্থ্য প্রার্থনা করছো, অথচ স্বাস্থ্য তোমার আখিরাতের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এই কারণে তিনি তোমার দোয়া কবুল করেন না। দ্বিতীয় পারার সূরা বাকারার ২১৬ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَیْــٴًـا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর হয়।

ইয়ে কিউঁ কহোঁ মুঝ কো ইয়ে আতা হো ইয়ে আতা হো,
উহ দো কেহ্ হামেশা মেরে ঘর ভর কা ভালা হো। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭৩) আমি কার দ্বারে যাবো, মাওলা!

দোয়া কবুল হোক আর না হোক দোয়া করার ব্যাপারে কার্পণ্য করা উচিত নয়। আপন **পরওয়ারদিগার**কে বার বার ডাকতে থাকাও একটি বড় ধরনের সৌভাগ্য এবং মূলতঃ এটি ইবাদত। এপ্রসঙ্গে আরো একটি কাহিনী লক্ষ্য করুন: "এক বৃদ্ধ বুযুর্গ কোন এক যুবকের সাথে হজ্ব করতে গেলেন, ইহরাম পরিধান করে যখন বললেন: "لَبَّيْك" (অর্থাৎ আমি তোমার দরবারে উপস্থিত) তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো: "لَالَبَّيْك" (অর্থাৎ তোমার উপস্থিতী কবুল হয়নি)। যুবক হাজীটি তাঁকে বললেন: "উত্তরটি কি আপনি শুনেছেন?" বৃদ্ধ হাজীটি বললেন: "জী হ্যাঁ, শুনেছি। আমি তো ৭০বৎসর ধরেই এই উত্তরই শুনে আসছি! আমি প্রতি বারেই আরয করি "لَبَّيْك" আর উত্তর শুনি "لَالَبَّيْك"।" যুবকটি বললেন: "তবু কেন আপনি বারবার আসেন? সফরের কষ্ট সহ্য করেন এবং নিজেকে ক্ষান্ত করে তুলেন?" বৃদ্ধ হাজী সাহেব কান্না করে বলতে লাগলেন: "তাহলে আমি কার দ্বারে গিয়ে ধর্ণা দেব? চাই আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক, চাই কবুল করে নেওয়া হোক, আমাকে তো এই দ্বারেই আসতে হবে, এই দ্বারে না হলে আমি কোন দ্বারে গিয়ে আশ্রয় পাবো?" তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শোনা গেলো: "যাও! তোমার সকল উপস্থিতি কবুল হয়ে গেলো।" (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১০ম খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

উহ সুনেঁ ইয়া না সুনেঁ উন কি বেহরে হাল খুশি,
দর্দে দিল হাম তো কহে জায়েঁঙ্গে اِنْ شَآءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭৪) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আর এক গ্রাম্য লোক

প্রচন্ড গরমের দিনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হজ্বের সফরে মক্কা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا থেকে মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا গমনকালে পথিমধ্যে তাবু গাঁড়লেন, নাস্তার সময় খাদেমকে বললেন: "কোন মেহমান খুঁজে নিয়ে এসো।" সে চলে গেলো এবং পাহাড়ের দিকে একজন গ্রাম্য লোককে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে পায়ে লাতি মেরে জাগালো এবং বললো: "তোমাকে গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ডেকেছেন।" লোকটি উঠে হাজ্জাজের নিকট এসে উপস্থিত হলো, হাজ্জাজ তাকে বললো: "আমার সাথে খাবার খাও।" সে বললো: "আমি যে আপনার চাইতেও শ্রেষ্ঠ দানশীল ও দয়ালুর দাওয়াত কবুল করে নিয়েছি।" হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলো: "সে কোন দয়ালু"? উত্তর দিলো: "তিনি হলেন **প্রিয় আল্লাহ্**। তিনি আমাকে রোযা রাখার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন আর আমিও কবুল করে নিয়েছি।" হাজ্জাজ বললো: "এমন প্রচন্ড গরমের দিনে রোযা?" উত্তর দিলো: "হ্যাঁ, কিয়ামতের প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচার জন্য।" হাজ্জাজ বললো: "ঠিক আছে, আগামীকাল রোযা রেখো না এবং আমার সাথে খাবার খেয়ো।" লোকটি বললো: "আপনি কি আমাকে আগামী কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার জামানত দিতে পারেন?" হাজ্জাজ বললো: "এ তো আমার ক্ষমতার বাইরে।" গ্রাম্য লোকটি বললো: "আশ্চর্য তো! আপনি আখিরাতের ব্যাপারেও কোনরূপ ক্ষমতা না রাখা সত্ত্বেও এই দুনিয়া পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন?" হাজ্জাজ বললো: "এ খাবারগুলো খুবই উন্নত।" উত্তর দিলো: "এই খাবার আপনি উন্নত করেননি, বাবুর্চিও করেনি বরং সুস্থতা ও প্রশান্তিদায়ক গুণই এই খাবারকে উন্নত করেছে অর্থাৎ কোন রোগীর এগুলো ভাল লাগবে না, কিন্তু সুস্থ ব্যক্তির তো খুবই ভাল লাগে আর

www.dawateislami.net

সুস্থতা ও প্রশান্তিদাতা সত্তা একমাত্র **রব্বে কায়েনাতেরই**, কাজেই সেই মহান ও অদ্বিতীয় ক্ষমতার অধিকারী সত্তার দাওয়াতে রোজা রাখাই উচিত।"

(রফিকুল মানাসিক, ২১২ পৃষ্ঠা)

কুছ্ নেকিয়াঁ কামা লে জলদ আখিরাত বানা লে, কোয়ী নেহিঁ ভরোসা আয় ভাই! জিন্দেগী কা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭৫) যাদের হজ্ব কবুল হয়নি, তাদের উপরও দয়া হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে মুয়াফ্‌ফাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি ৫০ বারেরও বেশি হজ্ব করেছি। একটি ছাড়া সবকটির সাওয়াবই আমি **হুযুর পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, চার খলিফা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ এবং আমার পিতা-মাতাকে ইছাল করে দিয়েছি, তখনো একটি হজ্ব বাকি ছিলো (যার ইছালে সাওয়াব তখনো করা হয়নি), আমি আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত লোকদেরকে দেখলাম এবং তাদের আওয়াজ শুনে **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে আরয করলাম: "**হে আল্লাহ্!** যদি এসব লোকের মাঝে এমন কোন লোক থাকে যার হজ্ব কবুল হয়নি, তবে আমি আমার এই হজ্বটি তার জন্য ইছাল করে দিলাম।" অতঃপর সেই রাতে আমি যখন মুযদালিফায় ঘুমিয়ে পড়লাম, **তাওবা কবুলকারী আল্লাহ্ তায়ালাকে** স্বপ্নে দেখলাম। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে ইরশাদ করলেন: "হে আলী ইবনে মুয়াফ্‌ফাক! তুমি কি আমাকে কিছু উপহার দিতে চাও? আমি আরাফাতে উপস্থিত সকল মানুষ, তাদের সংখ্যার চেয়ে আরো অধিক এবং তাদের চেয়েও দ্বিগুণ মানুষকে ক্ষমা করে দিলাম আর তাদের প্রত্যেকের পরিবার-পরিজন এবং প্রতিবেশীদের পক্ষেও সুপারিশ কবুল করে নিলাম।" (রওজুর রিয়াহীন, ১২৮ পৃষ্ঠা)

কোয়ী হজ্ব কা সবব আব বানা দেয়, মুঝ কো কাবে কা জলওয়া দেখা দেয়।
দীদে আরাফাত ও দীদে মিনা কি, মেরে মাওলা তু খায়রাত দে দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৭৬) হজ্বের সফরে উত্তম সফরসঙ্গী

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা হাতিমে আছাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নিকট আরয করলেন: "আমি হজ্বের সফরে যাচ্ছি, এমন কোন সফরসঙ্গী আমাকে দেখিয়ে দিন যাঁর বরকতময় সাহচর্যের ফয়েয নিয়ে আমি **আল্লাহ্ তায়ালার** মহান দরবারে উপস্থিত হতে পারি।" তিনি বললেন: "ভাই! আপনি যদি সফরসঙ্গী খুঁজে থাকেন, তবে কোরআন তিলাওয়াতের সঙ্গ নিন আর যদি সাথী খুঁজে থাকেন, তবে ফিরিশতাদেরকে আপনার সাথী বানিয়ে নিন আর যদি বন্ধুর দরকার হয়, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** হলেন আপনার বন্ধুদেরও অন্তরের মালিক, আর যদি পাথেয় চান, তবে **আল্লাহ্ তায়ালার** উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই সব চেয়ে বড় পাথেয় এবং তার পর কাবাতুল্লাহ্ শরীফকে আপনার সামনে মনে করে আনন্দের সাথে এর তাওয়াফ করুন।"

(বাহরুদ দুমু, ১২৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুজেযা শাক্কুল কমর কা হে 'মদীনা' চে ই'য়াঁ,
'মাহ্' নে শক হো কর লিয়া হে 'দীন' কো আগোশ মেঁ।

পংক্তিটির মর্মার্থ: কবি নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে এই পঙতিতে খুবই উত্তম কথা বলেছেন যে, মুজেযা স্বরূপ চাঁদ যে দ্বিখন্ডিত হয়ে গিয়েছিলো, আরবি مدینہ শব্দটি যেন তার অনাবিল সাক্ষী। যেমন, এই مدینہ শব্দটির প্রথম ও শেষ অক্ষরদ্বয়কে অর্থাৎ م ও ہ কে একত্র করুন, مہ এর অর্থ চাঁদ আর প্রথম ও শেষ অক্ষরের মাঝখানে বিদ্যমান دین শব্দটি। এর অর্থ দ্বীনে ইসলাম। এভাবে مدینہ যেন دین কে তার আঁচলে ধারণ করে রেখেছে!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অভিনব পন্থায় নফসকে বশ

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ মুরতায়িশ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: "আমি অনেক বার হজ্ব করেছি এবং প্রায় প্রতি বারেই সফর করেছি কোন রকম পাথেয় ছাড়াই। অতঃপর আমি বুঝতে পারলাম যে, এসব তো আমার নফসেরই প্রতারণা ছিলো। কেননা, একবার আমাকে আমার মা পানির কলসি ভরে আনার আদেশ করেছিলেন, তখন সেই আদেশটি আমার নফস কষ্টসাধ্য বলে মনে করেছিলো, কাজেই আমি বুঝে নিয়েছি যে, হজ্বের সফরেও আমার নফস আমার সঙ্গ শুধুমাত্র নিজের স্বাদের কারণেই দিয়েছে এবং আমাকে প্রতারণার ফাঁদেই রেখে দিয়েছে। কেননা, আমার নফস যদি নিঃশেষ হয়ে যেতো, তবে আজ একটি শরীয়াতের হক পূর্ণ করাতে (মায়ের আদেশ মানাতে) তার (নফসের) এতই কষ্টসাধ্যও মনে হবে কেন?"

(আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

সুখ্যাতির আনন্দ ইবাদতের কষ্টকে সহজ করে দেয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা লক্ষ্য করলেন যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام কী ধরনের মাদানী চিন্তা করতেন আর কী ধরনের বিনয় ভাব পোষণ করতেন। অনেকের অভ্যাস এমন রয়েছে যে, সাধারণ লোকদের সাথে নত হয়ে মেলামেশা করে এবং তাদের সাথে একাকার হয়ে যায়। কিন্তু পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং সন্তান-সন্ততিদের সাথে তার আচরণ ভয়ংকর ও অভদ্র এবং কখনো কখনো মারাত্মক মনবেদনা দায়ক! কেন? এজন্য যে, সাধারণের সাথে উত্তম আচরণ করলে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা যায়। পক্ষান্তরে ঘরে ভাল ব্যবহার করাতে ইজ্জত ও খ্যাতি অর্জনের বিশেষ কোন আশা নাই! তাই এসব লোকেরা জনসাধারণের নিকট প্রিয়ভাজন হয়ে থাকে! অনুরূপ যেসব ইসলামী ভাইয়েরা মুস্তাহাব কার্যাদির জন্য অগ্রগামী হয়ে কোরবানী প্রদর্শন করে কিন্তু ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদিতে অলসতা করে। যেমন, পিতা-মাতার আনুগত্য, শরীয়াত

www.dawateislami.net

অনুযায়ী সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা সহ নিজের ইলম অর্জন করার ন্যায় ফরয কাজটিতেও উদাসীনতায় পর্যবসিত করে রাখে, সেসব ভাইদের জন্যও এই ঘটনাটিতে শিক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল বিদ্যমান রয়েছে। বাস্তবতা হলো; যেসব নেক কাজে “খ্যাতি অর্জিত হয় এবং বাহাবা পাওয়া যায়” সেসব কাজ কষ্টসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও সহজতর উপায়ে করে নেয়া যায়। কেননা, সুখ্যাতির কারণে অর্জিত স্বাদ যে কোন ধরনের কঠিন কষ্টকেও সহজ করে দেয়। মনে রাখবেন! “সুখ্যাতির লোভ” ধ্বংস ছাড়া কিছুই ডেকে আনে না। শিক্ষাগ্রহণের জন্য **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) “**আল্লাহ্ তায়ালার** আনুগত্যকে (ইবাদতকে) বান্দার পক্ষ থেকে অর্জিত হওয়া প্রশংসা লাভের আগ্রহের সাথে মেশানো থেকে সতর্ক থাকো, তোমাদের আমল যেন নষ্ট হয়ে না যায়।” (ফিরদাউসুল আখবার, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৫৬৭) (২) “দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছাগলের পালে সেই পরিমাণ ক্ষতি সাধন করতে পারে না, যেই পরিমাণ ক্ষতি ধন-সম্পদ ও সুখ্যাতি অর্জনের লোভ মুসলমানদের দ্বীনে করে থাকে।” (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৩৮৩)

সুখ্যাতির বাসনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

ইহইয়াউল উলূম তৃতীয় খন্ডের ৬১৬, ৬১৭ পৃষ্ঠা থেকে ‘**সুখ্যাতির বাসনা**’ সম্পর্কিত কিছু মাদানী ফুল আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে: “(রিয়া ও সুখ্যাতির বাসনা) নফসকে ধ্বংস করে দেয় এমন সর্বশেষ কাজ এবং বাতেনী প্রতারণাসমূহের অন্তর্ভূক্ত। এতে ওলামায়ে দ্বীন, ইবাদতগুজার এবং আখিরাতের পথ অতিক্রমকারী অনেক লোককে জড়ানো হয়, এভাবে যে, এই ব্যক্তিরা অনেক সময় খুবই চেষ্টা করে ইবাদত করা, নফসের চাহিদাকে আয়ত্বে রাখা বরং সন্দেহ জনক কাজগুলো থেকেও নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে সফলতা অর্জন করেন, নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রকাশ্য গুনাহ থেকেও বাঁচিয়ে নেন, কিন্তু জনসাধারণের সম্মুখে নিজের নেক আমলগুলো, দ্বীনের কাজগুলো এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করার প্রচেষ্টা

www.dawateislami.net

যেমন, আমি এমন করলাম, তেমন করলাম, ওখানে বয়ান ছিলো, এখানে বয়ান রয়েছে, বয়ান করার জন্য (নাত পরিবেশনের জন্য) অমুক অমুক তারিখগুলো আগে থেকে ‘বরাদ্দ’ হয়ে গেছে, মাদানী মাশওয়ারায় এত রাত হয়ে গেছে, আরাম করতে পারিনি বলে ক্লান্তির কারণে গলার আওয়াজ বসে গেছে, মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে, এতগুলো মাদানী কাফেলায় সফর করেছি, মাদানী কাজের জন্য অমুক অমুক শহর বা দেশে সফর করেছি ইত্যাদি প্রকাশ করার মাধ্যমে নিজের মনে প্রশান্তি পেতে চান, নিজের ইলম ও আমল প্রকাশ করে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে চান এবং তাদের পক্ষ থেকে সম্মান, মর্যাদা, বাহবা ইত্যাদির স্বাদ নিয়ে থাকেন। গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি যখনই অর্জিত হতে থাকে, তখনই তাদের নফস বাসনা করে যে, ইলম ও আমল লোকদের কাছে বেশি বেশি করে প্রকাশ হওয়া দরকার, তবেই মান সম্মান আরো বাড়বে। কাজেই তারা নিজের নেকী ও ইলম মানুষের মাঝে আরো অধিকহারে প্রকাশ করার উপায় খুঁজতে থাকে এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র জানার প্রতি যে, আমার **প্রতিপালক আল্লাহ্ আতালা** আমার আমল দেখছেন এবং **তিনিই** আমার প্রতিদান দাতা, এতে পরিতৃপ্ত থাকতে পারে না, বরং তারা এতেই আনন্দিত যে, লোকজন তাদের প্রশংসা করবে এবং বাহবা দেবে আর স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রশংসার প্রতি পরিতৃপ্ত হয় না। নফস একথা ভালভাবেই জানে যে, লোকজন যখন একথা জানতে পারবে যে, অমুক বান্দাটি নফসের চাহিদা ত্যাগ করে চলেন, সন্দেহের বিষয়াদি পরিহার করে চলেন, **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে খুবই টাকা পয়সা খরচ করেন, ইবাদতের বেলায় অনেক কষ্ট সহ্য করেন, খোদাভীরুতা ও ইশ্‌কে রাসূলে খুবই আহাজারি করেন, চোখের পানি ফেলেন, মাদানী কাজের সাড়া জাগান, লোকজনের সংশোধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, মাদানী কাফেলায় বেশি বেশি সফর করেন এবং করান, মুখ, পেট ও চোখের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে রাখেন, প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নাতের এত এত দরস দিয়ে থাকেন, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা, সদায়ে মদীনা, নিয়মিত মাদানী দাওরা

www.dawateislami.net

করেন, তা হলে সেসব বান্দাদের মুখে তাদের খুব সুখ্যাতি ও প্রশংসা হতে থাকবে, তারা তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে, তাদের সাথে সাক্ষাত এবং মুসাফাহা করাকে সৌভাগ্যের বিষয় আর আখিরাতের জন্য উপকারী বলে মনে করবে। দোকানে বা ঘরে বরকতের জন্য 'কদম রাখার', গিয়ে দোয়া করে দেয়ার, চা খাওয়ার, খাবারের দাওয়াত গ্রহনের জন্য খুবই বিনয় সহকারে আবেদন করবে, তার কথা মত চলাতে উভয় জগতের সফলতা বলে মনে করবে, যেখানে দেখবে তার খেদমত করবে, সালাম দেবে, তার উচ্ছিষ্ট খাবার খাওয়ার জন্য উৎসাহী থাকবে, তার উপহার বা তার হাতের সাথে স্পর্শ হওয়া কোন জিনিস পাওয়ার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করবে, তার দেওয়া জিনিসে চুমু খাবে, তার হাতে পায়ে চুমু খাবে, সম্মানের সাথে 'হযরত', 'হুযুর', 'ইয়া সাইয়েদী', 'জনাব' ইত্যাদি উপাধী দ্বারা অত্যন্ত ভীত কণ্ঠে বিনয়ের সাথে সম্বোধন করবে এবং নিম্ম স্বরে কথাবার্তা বলবে। হাত জোর করে মাথা নত করে দোয়ার জন্য আবেদন করবে, মজলিসে তার আগমনে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাবে, তাকে সম্মানের জায়গায় বসাবে, তার সামনে হাত বেঁধে দাঁড়াবে, তার পূর্বে আহার শুরু করবে না, অত্যন্ত বিনয় সহকারে উপহার ও সম্মানী পেশ করবে, তার সামনে বিনয় পূর্বক নিজেকে তুচ্ছ ও হীন (খাদিম, গোলাম) হিসাবে প্রকাশ করবে, বেচা-কেনা ও বিভিন্ন লেনদেনে তার সাথে মানবতা দেখাবে, তাকে উন্নতমানের জিনিস দিবে এবং তা সস্তায় বা বিনামূল্যে দিয়ে দেবে, তার যে কোন কাজে তাকে সম্মান করতে গিয়ে ঝুকে যাবে, লোকদের এমন ভক্তিপূর্ণ আচরণে নফস অত্যন্ত স্বাদ পায় আর এ হলো সেই স্বাদ যা সমস্ত কামনা-বাসনার চেয়ে অগ্রগামী। এ ধরনের ভক্তিজনিত স্বাদের কারণে গুনাহ ছেড়ে দেওয়া তার জন্য সহজ বলে মনে হয়। কেননা, "সুখ্যাতির আকাংখীর" রোগীকে দিয়ে নফস গুনাহ করানোর স্থলে উল্টো বুঝায় যে, দেখ গুনাহ করলে ভক্তরা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে! তাই নফসের সহযোগিতায় ভক্তদের মধ্যে নিজেদের সম্মান অটুট রাখার বাসনার কারণে ইবাদতে স্থায়িত্ব পাওয়ার কষ্ট তার কাছে সহজ ও হালকা বলে মনে

www.dawateislami.net

হয়। কেননা, সে বাতেনীভাবে স্বাদ সমূহের স্বাদ এবং সকল কামনার বড় কামনা (অর্থাৎ জনগণের ভক্তির কারণে পেতে থাকা স্বাদ) পূরণের স্বাদকে চিনে নেয়, সে এই ভেবে আনন্দ পায় যে, তার জীবন **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টি এবং **তাঁরই** ইচ্ছা অনুযায়ী অতিবাহিত হচ্ছে, অথচ তার জীবন সেই (সুখ্যাতি ও প্রশংসার গোপন) বাসনার মাধ্যমেই অতিবাহিত হচ্ছে। যা বুঝা অতি বুদ্ধিমানের পক্ষেও সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে **আল্লাহ্ তায়ালা**র ইবাদতে নিজেকে একনিষ্ট মনে করে এবং নিজেকে **আল্লাহ্ তায়ালা**র হারামকৃত কাজ থেকে বেঁচে থাকা লোক বলে মনে করে! অথচ এমনটি নয়, বরং সে তো মানুষের সামনে সুন্দর সাজগোজ আর কৃত্রিমতার মাধ্যমে স্বাদ নিচ্ছে, সে যা ইজ্জত ও সুখ্যাতি পাচ্ছে তাতে সে বড়ই খুশি। এভাবে ইবাদত ও নেক আমলের সাওয়াব বিনষ্ট হচ্ছে এবং তার নাম মুনাফিকদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে দেওয়া হয়, অথচ সেই মুর্খ লোকটি এইরূপ মনে করে যে, সে **আল্লাহ্ তায়ালা**র নৈকট্য লাভ করেছে!

মেরা হার আমল বস তেরে ওয়াস্তে হো,
কর ইখলাস এয়সা আতা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নিজের মুখে নিজেকে উত্তম উক্তিকারী হাজীদের উদ্দেশ্যে মাদানী ফুল

কিছু সম্পদশালী ব্যক্তি বার বার হজ্ব ও ওমরায় গমন করে এবং সংখ্যাও মনে রাখে, বিনা প্রয়োজনে প্রায় সময় জিজ্ঞাসা না করলেও নিজের ওমরা ও হজ্বের সংখ্যা বলে বেড়ায় এবং মদীনায় সফরের বিভিন্ন ধরনের কাহিনী শুনায়, তাদের এই অনুভূতিই নাই যে, এসবের মাধ্যমে সে রিয়ার ধ্বংসযজ্ঞে না পড়ে যায়! হাতীম শরীফে প্রবেশ করাও মূলতঃ কাবা শরীফে প্রবেশ করারই সমান, এ কাজটি যে কেউই করতে পারে। কিন্তু তার আলোচনা কেউ করে না। যদি কেউ কাবা শরীফের দরজা দিয়ে ভেতরে

www.dawateislami.net

প্রবেশ করতে পারেন কিংবা কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সোনালী জালীর ভেতর প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যায়, তা হলে নিজের মুখে নিজের সেই মর্যাদার কথা বর্ণনা করতে দ্বিধা বোধ করে না। অনুরূপ কেউ কেউ নিজের মর্যাদার কথা এমনভাবেও বর্ণনা করতে শোনা যায়, সাহেব! সেখানে আমি যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। মনের যে কোন বাসনা সেখানে পূর্ণ হয়েছে। অমুকের সাথে দেখা করার ইচ্ছা ছিলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা পেয়ে গেছি ইত্যাদি। এভাবে নিজের মুখে নিজেকে উত্তম বানিয়ে এরা মনে করে থাকতে পারে যে, তাদের সম্মান বাড়বে, অথচ ব্যাপারটি তেমন নয়। কেউ কেউ তার কথায় এমনও ভাবতে পারে যে, এই হাজী সাহেব সম্মানিত স্থানগুলোর বর্ণনা করার পাশাপাশি নিজের 'কারামাত'ও শোনাতে চাচ্ছেন! তবে হ্যাঁ! নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কিংবা অন্যকে উৎসাহিত করার জন্য **আল্লাহ্ তায়ালার** পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নিজের নেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করাতে কোন বাধা নাই। মোট কথা, প্রত্যেককে নিজের নিয়্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে, আমি অমুক কথাটি কেন বলছি। এ কথাটি বলাতে যদি আখিরাতের কোন উপকারিতা থেকে থাকে, তাহলে বলবে, না হয় চুপ থাকবে। **হুযুর পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে **আল্লাহ্** ও কিয়ামতের উপর ঈমান রাখে, তার উচিত যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"

(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬০১৮)

নিজের হজ্ব ও ওমরার সংখ্যা বলা কি গুনাহের কাজ?

নিজের হজ্জ ও ওমরার সংখ্যা বর্ণনা করা কখনো গুনাহ নয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ নিশ্চয় আমল তার নিয়্যতের উপরই নির্ভরশীল।" (বুখারী, ১ম খন্ড, ২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১) কেউ যদি **আল্লাহ্ তায়ালার** নেয়ামতের আলোচনা করার নিয়্যতে নিজের হজ্বের সংখ্যা বর্ণনা করে তবে অসুবিধা নাই। কিন্তু দ্বীনের ইলম সহ সৎসঙ্গের অভাব জনিত কারণে বর্তমান যুগে নিয়্যতের পরিশুদ্ধি প্রায় দুর্লভ এবং রিয়ার আশংকা বেশি

www.dawateislami.net

হয়ে গেছে। মনে করুন! আপনি জিজ্ঞাসা না করা সত্ত্বেও কাউকে বললেন যে, "আমি দুইবার হজ্ব করেছি।" এই কথায় সে যদি জিজ্ঞাসা করে বসে যে, "জনাব! আমাকে এই কথাটি বলার কী দরকার ছিলো?" এখন আপনি যদি ভীত হয়ে বলে দেন যে, **আল্লাহ্ তায়ালার** নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বলেছি, তাতে হয়ত প্রশ্নকারী চুপ হয়ে যাবেন, কিন্তু একবার ভেবে দেখবেন কি! 'আমি দুই বার হজ্ব করেছি' এই কথাটি বলার সময় কি আপনার মনে **আল্লাহ্ তায়ালার** নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কথা বিদ্যমান ছিলো? যদি থেকে থাকে, তা হলে তো ভাল। অন্যথায় মিথ্যা বলার গুনাহের আপদ আপনার মাথায় চড়ে বসল। 'মনে এক আর মুখে আরেক' এর কারণে নিফাক (কপটতা) তাছাড়া কথাটি বলার সময় مَعَاذَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) আপনার মনে যদি রিয়া কিংবা লোকদেখানো মনোভাব কাজ করে থাকে, তাহলে সেই রিয়ার আমলটিকে নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তো 'রিয়ার উপর রিয়া'র অভিযোগ আরো বেড়ে গেলো। মাদানী আবেদন যে, মুখে কুফ্লে মদীনা লাগানোর চেষ্টা করুন। কেননা, বাহ্যিকভাবে সাধারণ মনে হওয়া মুখের অনেক ভুল বাক্যও জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে!

দুইটি হজ্বই নষ্ট করে দিলো

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কোথাও দাওয়াতে গিয়েছিলেন, ঘরের মালিক তার খাদেমকে বললো: "সেই পাত্রগুলোতে খাবার দেবে, যা আমি দ্বিতীয়বার হজ্ব থেকে এনেছিলাম।"। এ কথা শুনে হযরত সুফিয়ান ছাওরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বললেন: "মিসকিন! তুমি একটি বাক্যতেই দুইটি হজ্ব নষ্ট করে দিলে!" (আহসানুল বিয়া লিআদাবিদ দোয়া, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

আতা কর দেয় ইখলাস কি মুঝ কো নেয়ামত,
না নজদিক আয়ে রিয়া ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নেকী গোপন রাখো

বিনা প্রয়োজনে নিজের হজ্ব ও ওমরার সংখ্যা, তিলাওয়াতকৃত কোরআনে পাক দরূদে পাক এবং অন্যান্য ওযীফা পাঠের সংখ্যা বর্ণনাকারীদের জন্য চিন্তা করার সময় এসেছে, (ইখলাস প্রত্যাশী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বয়ান 'নেকীয়াঁ চুপাও' এর অডিও ক্যাসেট সংগ্রহ করে শুনুন)। বিনা প্রয়োজনে যারা নিজেকে হাজী, ক্বারী, হাফেজ বলে বা লিখে থাকেন, তাদেরও চিন্তা করা উচিত যে, এই হজ্ব, কিরাত শিখা এবং কোরআন হিফজ করার সৌভাগ্যকে ঘোষণা দিয়ে তারা কী পেতে চান? তবে হ্যাঁ, লোকেরা যদি নিজেদের ইচ্ছায় তাদেরকে হাজী সাহেব, ক্বারী সাহেব বা হাফেজ সাহেব বলে থাকে, তা হলে কোন অসুবিধা নাই। অবশ্য বুযুর্গদের হজ্বের সংখ্যার ব্যাপারও একই যে, হয়ত তাঁদের খাদেমগণ তাঁদের হজ্বের সংখ্যা বর্ণনা করেছেন কিংবা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজের মুখেই বলেছেন। পুরোপুরি একনিষ্ঠতার প্রতিচ্ছবি বান্দাদের নিয়্যত কখনো নাম অর্জনের জন্য কিংবা সুখ্যাতি অর্জনের জন্য হয় না। এখানে একটি কথা বলে রাখতে চাই যে, কোন হাজী যদি নিজের হজ্বের সংখ্যা বলেও থাকে, তবু তাকে রিয়াকার বলার অনুমতি আমাদের নাই। কেননা, অন্তরের খবর শুধু **আল্লাহ্ তায়ালাই** জানেন। আমাদের উচিত সু-ধারণা পোষণ করা।

(৭৭) এক বুযুর্গের শয়তানের সাথে কথোপকথন

এক বুযুর্গ হজ্বের দিন আরাফাত শরীফের ময়দানে মানুষের রূপে শয়তানকে খুবই দুর্বল ও মলিন চেহারা অবস্থায় দেখতে পেলেন, তার পিঠ ভেঙে গেছে এবং কান্না করছে। বুযুর্গটি জিজ্ঞাসা করলে সে তার কান্নার কারণ এভাবে ব্যক্ত করলো: যেহেতু এখানে হাজ্বীরা **আল্লাহ্ তায়ালা**কে সন্তুষ্ট করার জন্য একত্রিত হয়েছেন, তাই **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদেরকে নিরাশ করবেন না, আমার ভয় হচ্ছে যে, সবাইকেই না ক্ষমা করে দেওয়া হয়! সে **আল্লাহ্**

www.dawateislami.net

তায়ালার পথে মুসাফিরদের ঘোড়াগুলোর হনহনিয়ে চলাকে নিজের দূর্বলতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করলো, আর সে আফসোস করতে গিয়ে বললো: আরে এসব (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালার** রাস্তার মুসাফির) যদি আমার পছন্দনীয় পথের (অর্থাৎ উদাসীনতা আর গুনাহের পথের) হত তাহলে তবে খুবই ভাল হতো। মলিন বর্ণের হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে সে ইবাদতের জন্য মুসাফিরদের একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করাকে উল্লেখ করলো। বুযুর্গটি যখন তার নিকট জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কোমর কেন ভেঙে গেছে? উত্তরে সে বললো: বান্দা যখন **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে দোয়া করে: "**হে আল্লাহ্!** তুমি আমাকে মঙ্গলময় মৃত্যু দান করো।" তখন আমার বড়ই আঘাত লাগে এবং তখন আমার ইচ্ছা জাগে যে, সে যেন তার নেক আমলগুলোকে "কিছু একটা" (অর্থাৎ বড় কৃতিত্ব) বলে মনে করে, এর কারণে অহংকার করে এবং গর্বিত হয়, যেন ধ্বংস হয়ে যায়। আমি এই ভয় করি যে, সে যদি এটা বুঝে নেয় যে, নিজের আমল নিয়ে গর্ব করা উচিৎ নয়, বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমতের উপরই দৃষ্টি রেখে বিনয় ভাব পোষণ করে থাকাই উচিৎ।" (ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭৮) উচ্চ মর্যাদার আকাঙ্ক্ষীকে তিরস্কার

এক বুযুর্গ বলেন: "পবিত্র মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে আমি এক খচ্চর আরোহী দেখতে পেলাম। কয়েকজন গোলাম 'সরে যাও, সরে যাও' আওয়াজ করে তার সামনে থেকে লোকজনকে সরিয়ে দিচ্ছিল। কিছুদিন পর সেই ব্যক্তিটিকে আমি বাগদাদে লম্বা চুল, খালি পা এবং দুঃখ-ভারাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "**আল্লাহ্ তায়ালা** তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?" সে উত্তরে বললো: "আমি এমন স্থানে (পবিত্র মক্কা শরীফে) উচ্চ মর্যাদার আকাংখা করেছি, যেখানে লোকেরা 'বিনয়' করে! তাই **আল্লাহ্ তায়ালা**

www.dawateislami.net

আমাকে এমন জায়গায় এনে তিরস্কৃত করেছেন, যেখানে লোক উচ্চ মর্যাদা লাভ করে।" (আয যাওয়াজিরু আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১ম খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

উয়হি সর বর সরে মাহশর বুলন্দি পায়েগা জো সর,
ইহাঁ দুনিয়া মেঁ উন কে আস্তানে পর ঝুকা হোগা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭৯) হজ্ব করার আকাংখা ছিলো, কিন্তু পাথেয় ছিলো না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক বার নিজের গোলাম মুযাহিমকে বললেন: "আমার হজ্ব করার ইচ্ছা, তোমার নিকট কোন টাকা পয়সা হবে?" তিনি বললেন: "দশ দীনারের কিছু বেশি হতে পারে।" বললেন: "এই সামান্য টাকা দিয়ে হজ্ব কী ভাবে হবে?" কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মুযাহিম বললেন: "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি হজ্বের প্রস্তুতি নিন, বনু মারওয়ানের সম্পদ থেকে আমি সতের (১৭) হাজার দীনার (স্বর্ণের আশরাফী) পেয়েছি।" তিনি বললেন: "সেগুলো বাইতুল মালে জমা করিয়ে দাও। এগুলো যদি হালালের হয়ে থাকে, তাহলে প্রয়োজনানুযায়ী নেব আর যদি হারামের হয়ে থাকে, তাহলে আমার সেগুলোর প্রয়োজন নাই।" মুযাহিম বলেন: "আমীরুল মুমিনীন যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর কথাটি আমার ভাল লাগেনি, তখন তিনি বললেন: "দেখ মুযাহিম! আমি যে কাজ **আল্লাহ্ তায়ালার** জন্যে করি, তুমি সেটিকে কখনো অশোভন মনে করো না, আমার নফস উন্নতিকে পছন্দ করে, বরং ভাল থেকে ভালো বিষয়ের আকাংখী। এই নফসের যদি কোন মর্যাদা অর্জিত হয়, সাথে সাথে আরো উন্নত মর্যাদা অর্জনের চেষ্টায় লেগে পড়ে, দুনিয়ার সকল বড় পদের চেয়ে বড় পদ হলো খেলাফত, যা আমার নফসের অর্জিত হয়ে গেছে আর এখন এটি শুধু জান্নাতের প্রত্যাশী।" (সীরাতে ওমর বিন আবদিল আযীয লি ইবনে আবদিল হাকাম, ৫৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আখেরী ওমর হে কিয়া রওনকে দুনিয়া দেখোঁ,
আব ফকত এক হি ধুন হে কেহ্ মদীনা দেখোঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কাহিনীটিতে সেসব লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, যারা ঘুষ, সূদ, জুয়া ও ব্যবসায় প্রতারণা এবং মিথ্যাচারের ন্যায় না-জায়েয উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে, আর সেই সম্পদ দ্বারা হজ্ব করে মনে করে যে, আমি অনেক বড় সাফল্য অর্জন করে নিয়েছি। সাবধান! এটি মোটেও সাফল্য নয়, বরং “চোরের মায়ের বড় গলা” এর ন্যায় এবং এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: “যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ নিয়ে হজ্বে গমন করে এবং সে যখন ‘لَبَّيْك’ বলে, তখন **আল্লাহ্ তায়ালা** সেই ব্যক্তিটিকে বলেন: “তোমার লাব্বাইক কবুল হলো না, তোমার খেদমত মঞ্জুর হলো না এবং তোমার হজ্ব তোমার মুখের উপর ছুড়ে মারা হলো। যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি এই হারাম সম্পদগুলো যা তোমার আয়ত্তে রয়েছে তা হকদারের নিকট ফিরিয়ে দাও।”

(আত তাজকিরাতু ফিল ওয়জ লি ইবনে জওযী, ১২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮০) সর্বজন প্রিয় খলিফা

প্রত্যেকের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং সর্বজনপ্রিয় হতে পারাও একটি বড় নেয়ামত, সুন্দর চরিত্র ও ন্যায়-নীতির বদৌলতে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর তা অর্জিত হয়ে ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একবার হজ্বের মৌসুমে যখন আরাফাতের ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি সকলের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেলেন। হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন আবি সালিহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِও সেই জনসমুদ্রে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁর পিতাকে বললেন: “**আল্লাহ্**র কসম! আমার মনে হয়, **আল্লাহ্ তায়ালা** ওমর বিন আব্দুল আযীযকে ভালবাসেন।” পিতা তাঁর

www.dawateislami.net

নিকট প্রমাণ চাইলে তিনি বললেন: "মানুষের অন্তরে তাঁর বড়ই মর্যাদা ও সম্মান দেখা যাচ্ছে। অতঃপর এই হাদীস শরীফটি বর্ণনা করলেন যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ্ তায়ালা** যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন জিব্রাঈল (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে ইরশাদ করেন: "আমি অমুক বান্দটিকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাসো।" অতএব, জিব্রাঈলও (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) তাঁকে ভালবাসেন। অতঃপর আসমানবাসীদের ঘোষনা করেন যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাঁকে ভালবাসো। অতএব, আসমানবাসীরাও তাঁকে ভালবাসতে থাকে। অতঃপর **আল্লাহ্ তায়ালা** সেই বান্দাকে দুনিয়ায় সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য বানিয়ে দেন।"

(তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উহ কেহ্ ইস দর কা হুয়া খলকে খোদা উস কি হুয়ি,
উহ কেহ্ ইস দর সে ফেরা আল্লাহ্ উস সে ফের গেয়া।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮১) বোরকা পরিহিতা গ্রাম্য মহিলা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩০৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত '**পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর**' নামক কিতাবের ২৬৩ থেকে ২৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: "হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই খোদাভীরু ও পরহেযগার এবং অপরূপ সুদর্শন যুবক ছিলেন। একবার হজ্বের সফরে "আবওয়াহ" নামক স্থানে তিনি একা তাবুতে অবস্থান করছিলেন। তার সফরসঙ্গী খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য বাইরে গিয়েছিলেন, হঠাৎ এক বোরকা পরিহিতা গ্রাম্য মহিলা তার তাবুতে প্রবেশ করলো এবং সে তার চেহারার পর্দা উঠিয়ে দিলো! তার সৌন্দর্য্য খুবই ফিতনা সৃষ্টিকারী ছিলো। সেই মহিলাটি বলতে লাগলো: আমাকে কিছু দান করুন।

www.dawateislami.net

তিনি মনে করলেন যে, সম্ভবত রুটির আবেদন করছে। তখন সেই মহিলাটি বলতে লাগলো: একজন স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে যা কামনা করে আমিও তাই কামনা করছি, এ কথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খোদাভীরুতায় কাঁপতে লাগলেন। "আমার কাছে তোকে শয়তান পাঠিয়েছে" এতটুকু বলার পর তিনি নিজের মাথাকে হাটুর উপরে রাখলেন ও উচ্চ আওয়াজে কাঁদতে লাগলেন, এ অবস্থা দেখে বোরকা পরিহিতা গ্রাম্য মহিলাটি অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি তাবু থেকে বের হয়ে গেলো। যখন তার সফরসঙ্গী ফিরে আসলো এবং দেখলো যে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কেঁদে কেঁদে তাঁর চোখগুলো ফুলিয়ে দিয়েছেন এবং গলার আওয়াজ বসিয়ে দিয়েছেন। তখন সে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রথমে গড়িমসি করতে লাগলেন কিন্তু বন্ধুর বার বার জিজ্ঞাসার কারণে সত্যি ঘটনা প্রকাশ করলেন। তখন সেও কাঁদতে লাগলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "তুমি কেন কান্না করছো?" সে বললো: "আমার তো আরও অধিক পরিমানে কান্না করা উচিত। কেননা, যদি আপনার পরিবর্তে আমি হতাম, তাহলে সম্ভবত ধৈর্যধারন করতে পারতাম না (অর্থাৎ সম্ভবত গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতাম)।" অতঃপর উভয়ে কাঁদতে কাঁদতে মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا পৌঁছে গেলেন। তাওয়াফ ও সাঈ ইত্যাদি করার পর হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাজরে আসওয়াদের পাশে আসলেন এবং চাদর দিয়ে উভয় হাঁটু বেঁধে বসে গেলেন। ততক্ষনাৎ ঘুম তাকে ঘিরে নিলো এবং স্বপ্নের দুনিয়ায় চলে গেলেন। (স্বপ্নে) এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের অধিকারি, সুগন্ধিযুক্ত সুন্দর পোশাক পরিহিত দীর্ঘ উচ্চতার একজন বুযুর্গকে দেখলেন। হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি কে?" উত্তর দিলেন: "আমি (**আল্লাহ্‌**র নবী) ইউসুফ (عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)" তখন তিনি বললেন: "ইয়া **নবীআল্লাহ্!** জুলেখার সাথে আপনার ঘটনাটি খুবই বিস্ময়কর।" তখন ইউসুফ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: "আবওয়া নামক স্থানে গ্রাম্য মহিলার সাথে সংগঠিত আপনার ঘটনাটিও বড়ই বিস্ময়কর।" (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আপনারা দেখলেন তো! হজ্বের সফরে শয়তান কীভাবে হাজীদেরকে গুনাহের ফাঁদে ফেলার ব্যবস্থা করে থাকে। কিন্তু কোরবান হয়ে যান সেই আশিকে রাসূলের পবিত্র চরিত্রের প্রতি। কেননা, তাঁরা শয়তানের যে কোন আক্রমণকে ব্যর্থ ও বিফল বানিয়ে দেন। যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা সোলায়মান বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজে থেকে আসা বোরকা পরিহিতা গ্রাম্য মহিলাটিকে কীভাবে পরাস্ত করলেন, বরং তিনি খোদাভীরুতায় কান্না-কাটি আরম্ভ করে দিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিজেই স্বপ্নে এসে তাঁকে বাহবা দিয়েছেন। মোট কথা, দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল তাতেই নিহিত রয়েছে যে, বিপরীত লিঙ্গ (অর্থাৎ পুরুষ নারীকে আর নারী পুরুষকে) যতই লোভে ফেলার চেষ্টা করুক না কেন এবং গুনাহের দিকে আহবান করুক না কেন, কিন্তু মানুষের উচিত কখনো যেন শয়তানের প্রতারণায় প্রভাবিত না হয়, যে কোন অবস্থায় যেন তার আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করে।

আখেরী ওমর হে কিয়া রওনকে দুনিয়া দেখোঁ,
আব ফকত এক হি ধুন হে কেহ্ মদীনা দেখোঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮২) অতিমাত্রায় ক্রন্দনকারী হাজী

হযরত সায়্যিদুনা মুখাওয়াল رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা বুহাইম ইজলী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমাকে বললেন: "আমার হজ্বে যাবার ইচ্ছা রয়েছে, কাউকে আমার সফরসঙ্গী বানিয়ে দিন।" অতএব, আমি আমার এক প্রতিবেশীকে তাঁর সাথে সফরে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করলাম। পরের দিন আমার সেই প্রতিবেশীটি আমার কাছে এলো এবং বললো: "আমি সায়্যিদুনা

www.dawateislami.net

বুহাইমের সাথে যেতে পারবো না।” আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: “**আল্লাহ্**র কসম! আমি পুরো কুফায় তাঁর ন্যায় একজন চরিত্রবান লোক দেখিনি, কী কারণে তুমি তাঁর সাথে সফরে যাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে চাও?” সে বললো: “আমি শুনেছি যে, তিনি কিনা অধিকাংশ সময় কান্না করতে থাকেন, তাই তাঁর সাথে সফর করা আমার জন্য শোভনীয় হবে না।” আমি তাকে বুঝালাম যে, তিনি অনেক মহান এক বুযুর্গ, তাঁর সাথে সফরে গেলে إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ তুমি অনেক উপকৃত হবে।” সে এবার রাজি হলো, সফরের জন্য উটের উপর যখন মালামাল উঠানো হচ্ছিল তখন হযরত সায়্যিদুনা বুহাইম ইজলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একটি দেওয়ালের পাশে বসে কান্না জুড়ে দিলেন, তাঁর দাঁড়ি মোবারক এবং বুক চোখের পানিতে ভিজে গেলো আর টপ টপ করে অশ্রুর ফোঁটা মাটিতে পড়তে লাগলো। আমার সেই প্রতিবেশীটি ভীত হয়ে আমাকে বললো: “এখনো তো সফরের শুরু মাত্র এবং তাঁর এই অবস্থা, **আল্লাহ্ তায়ালাই** জানেন সামনে কী ঘটে!” আমি তাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে বললাম: “ভয় পেয়ো না, সফরের বিষয়, হতে পারে, তিনি পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির বিরহে কান্না করছেন এবং কিছুক্ষণ পর ঠিক হয়ে যাবে।” হযরত সায়্যিদুনা বুহাইম ইজলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ কথাটি শুনলেন আর বললেন: “**আল্লাহ্**র কসম! এমন কিছু নয়, এই সফরের কারণে আমার “আখিরাতের সফরে”র কথা স্মরণে এসে গেছে।” এ কথা বলেই তিনি আরো জোরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। প্রতিবেশীটি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে আমাকে বললো: “আমি তাঁর সাথে কীভাবে থাকতে পারি? হ্যাঁ, তাঁর সফর হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ তাঈ এবং সায়্যিদুনা সালাম আবুল আহওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا এর সাথেই হওয়া উচিত। কেননা, তাঁরা দুইজনও খুবই কান্না করেন, তাঁদের সাথে তাঁর সফর মিলবে ভাল, তিনজন মিলে খুব কাঁদতে পারবেন।” আমি আবারও প্রতিবেশীটিকে সাহস যোগালাম আর অবশেষে সে তাঁর সাথে মদীনার সফরে রওয়ানা হয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা মুখাওয়াল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “যখন হজ্ব থেকে তারা ফিরে আসেন, আমি তখন

www.dawateislami.net

আমার প্রতিবেশী হাজীটির নিকট গেলাম, তখন সে আমাকে বললো: "**আল্লাহ্ তায়ালা** আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক, তাঁর মতো একটি মানুষ আমি আর কোথাও দেখিনি, অথচ আমি ছিলাম সচ্চল, তা সত্ত্বেও তিনি গরীব হয়েও আমার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করেছেন, বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখতেন আর আমার মতো রোযা না রাখা যুবকের জন্য খাবার তৈরি করতেন আর তিনি আমার অনেক সেবা করেছেন।" আমি বললাম: "আপনি তো তাঁর কান্নার কারণে চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন, এখন কী মনে হয়?" বললো: "প্রথমদিকে আমি সহ কাফেলার অন্যান্য লোকেরাও তাঁর কান্নার আধিক্যের কারণে ভয় পেয়ে যেতাম, কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর সাথে থাকতে থাকতে আমাদের মাঝেও কান্নার ভাব আসতে থাকে এবং তাঁর সাথে সাথে আমরাও কাঁদতাম।" হযরত সায়্যিদুনা মুখাওয়াল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "এরপর আমি হযরত সায়্যিদুনা বুহাইম ইজলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম আর আমার সেই প্রতিবেশীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: "অত্যন্ত ভাল সফর সঙ্গী ছিলেন তিনি। তিনি অধিকহারে **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির আর কোরআন শরীফের তিলাওয়াত করতেন। তার চোখের পানি অতি অল্প সময়েই গড়িয়ে পড়তো। **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।"

(আল বাহরুল আমীক, ১ম খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইয়াদে নবীয়ে পাক মেঁ রোয়ে জো ওমর ভর,
মাওলা মুঝে তালাশ উসি চশমে তর কি হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮৩) হাজীদেরকে আশ্চর্যজনক সহযোগিতা

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হজ্বে যাবার ইচ্ছা করলে কয়েক জন আশিকে রাসূলও তাঁর

www.dawateislami.net

সাথে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি সকলের কাছে থেকে খরচাদি নিয়ে একটি সিন্দুকে রেখে নিজের হেফাযতে রাখলেন, অতঃপর নিজের পকেট থেকে সকলের জন্য বাহন ভাড়া করলেন এবং কাফেলা পবিত্র হেরেম শরীফের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো, কাফেলার সকলের জন্য তিনি নিজের বিশেষ ফান্ড থেকে উন্নতমানের খাবার খাওয়াতে থাকেন। কাফেলা যখন বাগদাদ শরীফ গিয়ে পৌঁছাল তখন তিনি সকলের জন্য উন্নত মানের পোশাক সহ অধিক পরিমাণে খাবার কিনে নিলেন। কাফেলা অনেক পথ অতিক্রম করে অবশেষে মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا গিয়ে উপস্থিত হলো। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ প্রত্যেক সফরসঙ্গীকে তাঁদের পরিবারের ইচ্ছা অনুযায়ী মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র কিনে দিলেন। এরপর কাফেলা মক্কায়ে মুকাররামা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর নূরানী পরিবেশে প্রবেশ করলো এবং হজ্বের আনুষ্ঠিকতা সম্পন্ন করলেন। হজ্বের পর এখান থেকেও তিনি সকলের জন্য তাবাররুক ইত্যাদি কিনে দিলেন। স্বদেশ ফেরার সময়েও আশিকানে রাসূলের জন্য তিনি মন খুলে ব্যয় করলেন। কাফেলা যখন স্বদেশে পৌঁছে গেলো তখন তিনি প্রত্যেকের ঘরগুলোর উপর প্রয়োজনীয় প্লাস্টার করিয়ে রঙ করে দিলেন। তিনদিন পর তিনি তাঁর কাফেলার সকল হাজীদের দাওয়াত করলেন আর প্রত্যেককে তিনি উন্নতমানের পোশাক উপহার দিলেন, সকলে যখন খেয়ে নিলেন, তিনি তখন সিন্দুকটি এনে খুললেন এবং প্রত্যেক হাজীকে তাঁদের দেওয়া টাকাগুলো যেভাবে ছিলো সেভাবে ফিরিয়ে দিলেন।”

(উয়ূনুল হিকায়াত, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ধারে চলতে হেঁ আতা কে উহ হে কতরা তেরা,
তা-রে খিলতে হেঁ সাখা কে উহ হে যররা তেরা। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৮৪) পবিত্র হেরেমের সফরকালে ইমাম শাফেয়ীর দানশীলতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের আউলিয়ায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام দানশীলতা ছিলো অতুলনীয়। হবেই বা না কেন! **আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁর প্রত্যেক অলীকে উন্নত চরিত্র ও দানশীলতার গুণাবলী দান করেছেন।" (তারিখে মদীনা দামেশক, ৫৪তম খন্ড, ৪৭২ পৃষ্ঠা) বর্ণিত আছে; হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন ইয়ামেনের 'সানআ' শহর থেকে পবিত্র মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا আগমন করলেন, তখন তাঁর নিকট দশ হাজার দিরহাম ছিলো। তিনি মক্কা শরীফের বাইরে তাঁবু গাড়লেন এবং একটি চাদর বিছিয়ে সব দিরহাম সেখানে ছড়িয়ে দিলেন, যেই আসতো তাকে মুষ্টি ভরে দান করতেন, যখন যোহরের নামায আদায় করে নিলেন তখন সেই চাদরখানি ঝেড়ে নিলেন, চাদরে একটি দিরহামও অবশিষ্ট ছিলো না।"

(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা)

হাত উঠা কর এক টুক'ড়া আয় করীম! হেঁ সখী কে মাল মেঁ হকদার হাম।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮৫) আমি কেন কান্না করবো না?

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বাকের رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হজ্বের উদ্দেশ্যে যখন মক্কা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا গমন করলেন এবং মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বাইতুল্লাহ্ শরীফকে দেখেই কান্না জুড়ে দিলেন, এমনকি কান্না করতে করতে তাঁর আওয়াজ বৃদ্ধি পেয়ে গেলো। কেউ বললো: "জনাব! সবার দৃষ্টি আপনার দিকে লেগে আছে, এভাবে উচ্চ স্বরে কাঁদবেন না!" তিনি বললেন: "আমি কেন কান্না করব না! হয়ত **আল্লাহ্ তায়ালা** আমার কান্নার কারণে আমার উপর রহমতের দৃষ্টি দান করবেন আর আমি কিয়ামতের দিন **তাঁর**

www.dawateislami.net

দরবারে কামিয়াব হয়ে যাব।” অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাওয়াফ করলেন: “মকামে ইব্রাহীমে’ নামায আদায় করলেন, যখন সিজদা থেকে মাথা উঠালেন, দেখা গেলো সিজদার স্থানটি চোখের পানিতে ভিজে গেছে।

(রওজুর রিয়াহীন, ১১৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আরে যায়িরে মদীনা! তো খুশি সে হাঁচ রহা হে,
দিলে গমজাদা জু পাতা তো কুছ অওর বাত হোতি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮৬) “لَبَّيْك” বলতেই বেহুশ হয়ে গেলেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ যখন বাইতুল্লার হজ্ব করার ইচ্ছা করলেন এবং ইহরাম পরিধান করলেন, তখন চেহারা মোবারক হলুদ বর্ণের হয়ে গেলো এবং لَبَّيْك বলতে পারছিলেন না। লোকেরা আরয করলো: “আপনি لَبَّيْك পড়ছেন না?” বললেন: “আমার ভয় হয় যে, যদি উত্তরে لَا لَبَّيْك বলে দেয়া হয়!” আরয করা হলো: “ইহরাম পরিধান করার পর لَبَّيْك বলা আবশ্যক।” তিনি (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) لَبَّيْك বলতেই বেহুশ হয়ে বাহন থেকে পড়ে গেলেন এবং হজ্বের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত এমনই অবস্থা বিরাজ করছিলো যে, যখনই لَبَّيْك বলতেন বেহুশ হয়ে যেতেন।

(তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খন্ড, ৬৭০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উঙ্গুলিয়াঁ কানোঁ মেঁ দেয় দেয় কে সুনা করতে হেঁ,
খলওয়াতে দিল মেঁ আজব শোর হে বরপা তেরা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৮৭) বিকলাঙ্গ হাজী

হযরত সায়্যিদুনা শকিক বলখী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: "আমি মক্কায়ে মুকাররমার زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِیۡمًا রাস্তায় এক বিকলাঙ্গ হাজীকে দেখলাম যে হেঁচড়িয়ে চলছিলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনি কোথা থেকে এসেছেন?" তিনি বললেন: "সমরকন্দ থেকে।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম: "কতদিন হয় সেখান থেকে রওয়ানা হয়েছেন?" উত্তরে বললেন: "দশ বৎসরেরও বেশি হয়ে গেছে।" আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে তাঁকে দেখতে থাকলাম, এতে তিনি বললেন: "হে শকিক (رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ)! এভাবে কী দেখছেন?" আমি বললাম: "আপনার দুর্বলতা আর সুদীর্ঘ সফর আমাকে আশ্চার্য করে দিয়েছে।" তিনি বললেন: "হে শকিক! সফরের দুরত্বকে আমার মুহাব্বতই কমিয়ে দিয়েছে আর আমার দুর্বলতার সাহায্যকারী আমার **মাওলা (আল্লাহ্) তায়ালাই**। হে শকিক! তুমি এক দুর্বল বান্দার প্রতি আশ্চর্য হচ্ছো! তাকে তো তার মালিকই চালাচ্ছেন!

না তাওয়ানী কা আলম হাম জুয়াফা কো কিয়া হো!
হাত পাকড়ে হুয়ে মাওলা কি তাওয়ানাঈ হে। (যওকে নাত)

অতঃপর তিনি আরবি কবিতার দুইটি লাইন পাঠ করলেন, যার অনুবাদ হলো: (১) হে আমার **মাওলা তায়ালা**! আমি তোমার যিয়ারতের জন্য আসছি আর মুহাব্বতের স্তরগুলো বড়ই কঠিন, কিন্তু মুহাব্বত সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করে, যার সম্পদ সাহায্য করে না। (২) সে কখনোই সত্যিকার মুহাব্বতকারী নয়, যার পথের ধ্বংসযজ্ঞতার ভয় থাকে এবং সেও সত্যিকার মুহাব্বতকারী নয়, যাকে পথের ভয়াবহতা আটকে দেয়।" (রওজুর রিয়াহীন, ১২০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

হাম তো আপনে সায়ে মেঁ আরাম হি সে লায়ে,
হীলে বাহানে ওয়ালোঁ কো ইয়ে রাহ ডর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৮৮) কোরবানীর ঈদে প্রাণ কোরবান করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা মালেক বিন দীনার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: "আমি একটি কাফেলার সাথে বাইতুল্লাহ্ শরীফে হজ্বের জন্য যাচ্ছিলাম, পথিমধ্যে এক যুবক হাজীকে দেখলাম, যে পাথেয় ছাড়াই পায়ে হেটে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনি উত্তর দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "হে যুবক! কোথা হতে আসছেন?" তিনি উত্তর দিলেন: "**তাঁর** (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালার**) কাছ থেকে।" জিজ্ঞাসা করলাম: "কোথায় যাচ্ছেন?" বললেন: "**তাঁর** (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালার**) নিকট।" জিজ্ঞাসা করলাম: "পাথেয় (অর্থাৎ সফরের মালামাল) কোথায়?" বললেন: "**তাঁর** (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালার**) দয়াময় দায়িত্বে।" আমি বললাম: "এই দীর্ঘ পথ বিনা আহারে অতিক্রম করা যাবে না, আপনার নিকট কি কিছু আছে?" বললেন: "জি হ্যাঁ, আমি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পাচঁটি অক্ষর পাথেয় হিসাবে নিয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম: "সেই পাঁচটি অক্ষর কি?" তিনি বললেন: "**আল্লাহ্ তায়ালার** এই বাণী: كٓهٰيٰعٓصٓ।" জিজ্ঞাসা করলাম: "এই অক্ষর দ্বারা কি উদ্দেশ্য?" বললেন: كاف দ্বারা "كَافِيْ" অর্থাৎ যথেষ্ট, ها দ্বারা "هَادِیْ" অর্থাৎ হেদায়তকারী, يا দ্বারা আশ্রয়দাতা, عين দ্বারা "عَالِم" অর্থাৎ জ্ঞানী, صاد দ্বারা "صَادِق" সত্যবাদী, এবং যার সঙ্গী একাধারে যথেষ্ট, হেদায়তকারী, আশ্রয়দাতা, জ্ঞানী ও সত্যবাদী হয়, সে কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা চিন্তাগ্রস্থ হতে পারে এবং তার কি প্রয়োজন যে, পাথেয় এবং পানি নিয়ে ঘুরবে!" হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: সেই হাজীর কথা শুনে আমি তাকে নিজের পোশাক পেশ করলাম। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বললেন: "হে জনাব! দুনিয়ার পোশাকের চেয়ে উলঙ্গ থাকাই শ্রেয়। কেননা, দুনিয়ার হালাল জিনিষের হিসাব এবং হারাম জিনিষের জন্য আযাব রয়েছে।" যখন রাতের অন্ধকার ছেয়ে গেলো তখন সেই হাজী আকাশের দিকে মুখ উঠালেন এবং এভাবে 'মুনাজাত' করতে লাগলেন: "হে মহান সত্তা! যিনি বান্দার আনুগত্যে খুশি হয় এবং

www.dawateislami.net

বান্দার গুনাহ্ যার কোন ক্ষতি করে না, আমাকে সেই বস্তুটি অর্থাৎ ইবাদত দান করো, যাতে তুমি খুশি হও আর সেই বস্তু অর্থাৎ গুনাহ ক্ষমা করে দাও, যা দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি নাই।" যখন লোকেরা ইহরাম বেঁধে 'لَبَّيْكَ' বললেন, তখন তিনি নীরব ছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনি لَبَّيْكَ বলছেন না কেন?" তিনি বললেন: "আমার ভয় হচ্ছে যে, আমি বলবো: لَبَّيْكَ আর **তিনি (আল্লাহ্ তায়ালা)** ইরশাদ করবেন:

"لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ وَلَا اَسْمَعُ كَلَامَكَ وَلَا اَنْظُرُ اِلَيْكَ" অর্থাৎ তোমার لَبَّيْكَ কবুল হলো না এবং না তোমার سَعْدَيْكَ এবং না আমি তোমার কথা শুনব আর না আমি তোমার দিকে তাকাবো।" অতঃপর তিনি চলে গেলেন, আমি পরবর্তীতে সেই হাজীকে পথে কোথাও দেখিনি, অবশেষে মিনা শরীফে তাঁকে দেখলাম, তখন তিনি কিছু আরবি কবিতা পাঠ করছিলেন। যার অনুবাদ হচ্ছে: **(১)** নিশ্চয় সেই প্রিয়জন যার নিকট আমার রক্তপাত পছন্দনীয় তবে আমার রক্ত তাঁর জন্য বৈধ, হেরেমেও হেরেমের বাইরেও **(২) আল্লাহ্**র কসম! যদি আমার আত্মা জানতে পারে যে, সে কোন পবিত্র সত্ত্বাকে ভালবাসে তবে সে পায়ের স্থলে মাথার উপর দাঁড়িয়ে যাবে (৩) হে গালমন্দকারী! **তাঁর** মুহাব্বতের কারণে আমাকে গালমন্দ করিও না যে, যদি তুমি তা দেখতে পাও, যা আমি দেখতে পাচ্ছি, তবে তুমি কখনো আমাকে গালমন্দ করবে না, **(৪)** মানুষেরা ঈদের দিনে ছাগল, ভেড়া, আর উট কোরবানী করে আর মুহাব্বতকারী সেই দিনে আমাকেই কোরবানী করেছেন, **(৫)** মানুষের হজ্ব হয়ে গেছে আর আমার হজ্ব হলো আমার প্রেমিকের নিকট গমন করা। সকলে কোরবানীর হাদিয়া পেশ করেছে, আর আমি নিজের প্রাণ এবং নিজের রক্তের কোরবানির উপহার পেশ করেছি।

কবিতা পাঠ করার পর তিনি কেঁদে কেঁদে আরয করলেন: "**হে আল্লাহ্!** লোকেরা কোরবানি করেছে এবং তোমার নৈকট্য অর্জন করেছে আর

www.dawateislami.net

আমার নিকট তো কিছুই নেই যার মাধ্যমে তোমার নৈকট্য অর্জন করবো, শুধুমাত্র নিজের প্রাণ ছাড়া, তাই এটিই তোমার দরবারে পেশ করলাম, তুমি তা কবুল করে নাও।” এ কথা বলেই সেই হাজী একটি চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তাঁর প্রাণ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “তখনই অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ আসলো: “তিনি **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রেমিক, যে ইশ্‌কে **ইলাহী**র তলোয়ার দ্বারা খুন হয়েছেন।” অতঃপর আমি সেই সৌভাগ্যবান হাজীর কাফন ও দাফন করলাম।” (রওজুর রিয়াহীন, ৯৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কিয়া নজর করোঁ পেয়ারে! শেয় কোন সি মেরি হে,
ইয়ে রূহ ভি তেরি হে, ইয়ে জান ভি তেরি হে।

(৮৯) রহস্যময় হাজী

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “আমি আরাফাতের ময়দানে এক হাজী সাহেবকে দেখলাম, যিনি কাঁদতে কাঁদতে এই কবিতার লাইনগুলো পড়ছিলেন। অনুবাদ: (১) সেই **মহান সত্ত্বা** সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র, যদি আমরা আমাদের চোখ দিয়ে কাঁটা কিংবা গরম সুইয়ের উপরও **তাঁর** সিজদা করি তবুও **তাঁর** নেয়ামতের হকের এক দশমাংশ বরং এক দশমাংশেরও এক দশমাংশ, নয় নয়, তারও এক দশমাংশ আদায় হবে না। (২) হে **পবিত্র সত্ত্বা**! আমি কত বার যে অপরাধ করেছি আর কখনো আমার নাফরমানিতে তোমাকে স্মরণ করিনি, কিন্তু হে আমার মালিক! তুমি গোপনে থেকে আমাকে স্মরণ করে যাচ্ছ। (৩) জানি না, কতবার যে গুনাহের সময় মুর্খতার কারণে নিজের গোপনীয়তা ফাঁস করেছি, কিন্তু তুমি সর্বদা আমার উপর দয়া আর অনুগ্রহণ করেছো এবং তুমি তোমার সহিষ্ণুতা দ্বারা আমার গোপনীয়তাকে রক্ষাই করেছো।”

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: "অতঃপর তিনি আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি হাজীদের জিজ্ঞাসা করলাম: এই হাজী সাহেবটি কে ছিলেন? তখন কেউ বললেন: ইনি ছিলেন হযরত আবু ওবাইদ খাওয়াস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ। তাঁর 'খাওয়াস' (গুণাবলী) এর একটি হচ্ছে যে, তিনি সত্তর বৎসর যাবৎ খোদাভীরুতার কারণে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাননি।" (প্রাগুক্ত, ৯৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

বে নাওয়া, মুফলিস ও মুহতাজ ও গদা কওন? 'কেহ মেঁ',
ছাহেবে জূদ ও করম ওয়াছফ হে কিস কা? 'তেরা'। (যওকে নাত)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৯০) হজ্ব না করেই হাজী

হযরত সায়্যিদুনা রবীই বিন সোলায়মান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: "আমরা দুই ভাই একটি কাফেলার সাথে হজ্বের জন্য রওয়ানা হলাম, যখন 'কূফা'য় পৌঁছলাম তখন আমি কিছু কেনার জন্য বাজারের দিকে গেলাম, পথিমধ্যে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলাম যে, এক বিরাণ ভূমিতে একটি মৃত জন্তু পড়ে ছিলো এবং এক দরিদ্র মহিলা ছুরি দিয়ে সেই মৃত জন্তু থেকে মাংস কেটে কেটে একটি টুকরিতে রাখছিলো। আমি মনে মনে ভাবলাম, কেউ একজন মৃত জন্তুর মাংস নিয়ে যাচ্ছে, এই ব্যাপারে নীরব থাকা ঠিক হবে না, সম্ভবতঃ মহিলাটি কোন বাবুর্চি হবে, এগুলো রান্না করে লোকজনকে খাইয়ে দেবে, চুপে চুপে আমি মহিলাটির পিছু নিলাম।

সেই মহিলাটি একটি বাড়ির সামনে এসে থামল এবং দরজায় কড়া নাড়লো, ভেতর থেকে শব্দ এলো: "কে?" মহিলাটি বললো: "খোল! আমি হতভাগিনী!" দরজা খুলল এবং ঘর থেকে চারটি মেয়ে বের হলো, তাদের মাঝে দুরাবস্থা এবং অভাবের ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ভেতরে গিয়ে মহিলাটি

www.dawateislami.net

সেই টুকরিটি মেয়েদের সামনে রাখল এবং কাঁদতে কাঁদতে বললো: "এগুলো রান্না করে নাও এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, **আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর** বান্দাদের উপর ক্ষমতা রাখেন, মানুষের অন্তর **তাঁরই** মুঠোয়।" সেই মেয়েরা মাংসগুলো কেটে কেটে আগুনে ভুনছিলো। আমার মনোবেদনা শুরু হলো, আমি বাইরে থেকে ডাক দিলাম: "হে **আল্লাহ্ তায়ালার** বান্দী! **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে তোমরা এগুলো খেয়ো না।" মহিলাটি বললো: "তুমি কে?" আমি বললাম: "আমি এক ভিনদেশী লোক।" সে বললো: "হে ভিনদেশী! আমরা স্বয়ং ভাগ্যের নিকট আবদ্ধ, তিন বৎসর ধরে আমাদের কোন সাহায্য সহযোগীতাকারী নেই, তুমি আমাদের নিকট কী চাও?" আমি বললাম: "অগ্নিপূজারীর একটি সম্প্রদায় ব্যতীত কোন ধর্মেই মৃতের মাংস খাওয়া জায়িয নাই।" সে বললো: "আমরা নবী-বংশেরই (সৈয়দ) লোক, এই মেয়েদের পিতা খুবই সৎ লোক ছিলেন, তিনি নিজের বংশের লোকদের সাথেই এদের বিয়ে দিতে চাইতেন, সে সুযোগ তার হয়নি এবং তিনি ইন্তিকাল করলেন। তিনি যা কিছু সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন তা এখন শেষ হয়ে গেছে, আমরাও জানি যে, মৃতের মাংস খাওয়া জায়েয নাই, কিন্তু অনুন্যপায় (অর্থাৎ যখন প্রাণনাশের আশঙ্কায়) অবস্থায় জায়িয হয়ে যায় এবং এদিকে আমরা চার দিনের উপবাস।"(১) নবী বংশের (সৈয়দ) এই হৃদয়বিদারক অবস্থার কথা শুনে আমার কান্না এসে গেলো এবং আমি খুবই ব্যাকুল মনে সেখান থেকে ফিরে আসি।

---

(১) **বাহারে শারীয়াত** ৩য় খন্ডের ৩৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: **মাসআলা ১:** ইদ্বতিরার অবস্থায় অর্থাৎ প্রাণনাশের আশঙ্কা হলে যদি খাওয়ার জন্য হালাল কিছু না থাকে তবে হারাম বস্তু বা মৃতের মাংস কিংবা অন্যের জিনিস খেয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবে, আর এসব বস্তু খাওয়ার কারণে উপরোক্ত অবস্থায় কোন জবাবদিহিতা নাই, বরং না খেয়ে মরে যাওয়াতে জবাবদিহিতা রয়েছে, যদিওবা অন্যের জিনিস খাওয়াতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। **মাসআলা ২:** পিপাসায় মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা হলে, যেকোন কিছু পান করে নিজেকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো ফরয। পানি নাই, কিন্তু মদ রয়েছে, এবং দৃঢ় ধারণা যে, তা পান করলে প্রাণ বেঁচে যাবে, তা হলে ততটুকু পান করে নেবে, যতটুকু পান করার পর প্রাণে মরার ভয় আর থাকবে না।

www.dawateislami.net

আমি ভাইয়ের কাছে এসে বললাম যে, আমি হজ্বের ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। সে আমাকে অনেক বুঝাল আর হজ্বের ফযীলত বর্ণনা করে বললো: হাজী এমন অবস্থায় ঘরে ফিরে যে, তাদের কোন গুনাহ থাকে না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমি সবকিছু উপেক্ষা করেই আমার কাপড়-চোপড়, ইহরামের চাদর এবং সাথে থাকা অন্যান্য পাথেয়, যাতে ছয় শত দিরহাম নগদ ছিলো সব নিয়ে চলে এলাম, বাজার থেকে ১০০ দিরহামের আটা এবং ১০০ দিরহামের কাপড় কিনলাম আর বাকি ৪০০ দিরহাম আটার ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম এবং নবী-বংশীয় মহিলাটির ঘরে পৌঁছলাম, এসব জিনিসপত্র, কাপড় এবং আটা ইত্যাদি তাঁকে পেশ করলাম। সেই মহিলাটি **আল্লাহ্ তায়ালার** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো এবং এভাবে দোয়া করলো: "হে ইবনে সোলায়মান! **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিক এবং তোমাকে হজ্বের সাওয়াব আর আপন জান্নাতে স্থান দান করুক এবং এর এমন প্রতিদান দান করুক, যা তুমি দুনিয়াতেই দেখতে পাও।" বড় মেয়েটি দোয়া করলো: "**আল্লাহ্ তায়ালা** আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দান করুক আর আপনার গুনাহ ক্ষমা করে দিন।" দ্বিতীয় মেয়েটি এভাবে দোয়া করলো: "**আল্লাহ্ তায়ালা** আপনাকে এর চেয়ে বেশি দান করুক, যা আপনি আমাদের দিয়েছেন।" তৃতীয় মেয়েটি দোয়া দিয়ে বললো: "**আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদের নানাজান, **আক্বায়ে দো-জাহান, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে আপনার হাশর করুক।" চতূর্থ এবং সবচেয়ে ছোট মেয়েটি এভাবে দোয়া করলো: "**হে আল্লাহ্!** যে আমাদের উপর দয়া করেছেন, **তুমি** এর 'বিনিময়' তাকে অতি শীঘ্রই উত্তম প্রতিদান দান করো আর তাঁর পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও।"

হাজীদের কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেলো আর আমি তাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় বাধ্য হয়ে কুফায় পড়ে রইলাম। একসময় হাজীরা ফিরে আসতে শুরু করলো, যখনই কোন কাফেলা দেখতাম, নিজে হজ্বের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে চোখ দিয়ে অশ্রু বের হয়ে আসলো। আমি

www.dawateislami.net

তাঁদের দোয়া নেয়ার জন্য অগ্রসর হলাম, যখন তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করে আমি বললাম: “**আল্লাহ্ তায়ালা** আপনাদের হজ্ব কবুল করুক আর আপনাদের ব্যয়ের শ্রেষ্ঠ বিনিময় দান করুক।” তাঁদের মধ্য হতে একজন হাজী আশ্চর্য হয়ে বললেন: “এ কেমন দোয়া?” আমি বললাম: “এমনই দুঃখ ভারাক্রান্ত ব্যক্তির দোয়া, যে দরজা পর্যন্ত এসেও হাজিরীর সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে!” তিনি বললেন: “বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনি সেখানে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করছেন! আপনি কি আমাদের সাথে আরাফাতের ময়দানে ছিলেন না? আপনি কি আমাদের সাথে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করেননি? এবং আপনি কি আমাদের সাথেই তাওয়াফ করেননি?” আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে, নিশ্চয় এটি **আল্লাহ্ তায়ালা**র বিশেষ দয়া আর অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়।

ইতোমধ্যে আমার শহরের হাজীদের কাফেলাটিও এসে পৌঁছলো। আমি তাদেরও বললাম যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনারা সৌভাগ্যবানদের সা’ঈকে ধন্য করুক এবং আপনাদের হজ্ব কবুল করুক।” তারাও বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে লাগলেন: “আপনার কী হয়ে গেছে! এসব আশ্চর্যজনক কথা বলছেন কেন!! আপনি আরাফাতে আমাদের সাথে ছিলেন না? আমরা মিলেমিশে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করিনি?” তাঁদের মধ্য হতে একজন হাজী সাহেব অগ্রসর হয়ে আমার নিকট এসে বলতে লাগলন: “ভাই! এরূপ অজানা ভাব দেখাচ্ছেন কেন? আমরা মক্কা-মদীনায় একসাথেই তো ছিলাম! এ দেখুন! যখন আমরা পবিত্র রওযায় মোবারকের যিয়ারত করে বাবে জিব্রাঈল দিয়ে বের হচ্ছিলাম, তখন ভীড়ের কারণে আপনি এই থলেটি আমাকে আমানত হিসাবে রাখতে দিয়েছিলেন, যার মোহরে লেখা রয়েছে: مَنْ عَامَلَنَا رَبِحَ অর্থাৎ “যে আমার সাথে কারবার করে সে লাভবান হয়।” এই নিন আপনার থলেটি! হযরত রবীই رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “**আল্লাহ্**র কসম! এই থলেটি ইতোপূর্বে আমি কখনো দেখিইনি, যাক! আমি থলেটি নিলাম। ইশার নামায পড়ে নিজের ওযীফা শেষ করে শুয়ে পড়লাম এবং ভাবতে

www.dawateislami.net

লাগলাম যে, আসলে ব্যাপার কী! এমন সময় আমার ঘুম এসে গেলো, আমার প্রকাশ্য চোখ তো বন্ধ হয়ে গেলো, কিন্তু অন্তরের চোখ খুলে গেলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি স্বপ্নে **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের সৌভাগ্য লাভ করলাম, আমি আমার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সালাম আরয করলাম এবং হস্ত চুম্বন করলাম। **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হেসে সালামের উত্তর দিলেন আর ইরশাদ করলেন: "হে রবী'ই! আমি কত জনকেই সাক্ষী বানালাম আর তুমি কি না মেনেই নিচ্ছো না! শুন! ব্যাপার হলো, তুমি যখন আমার বংশের মহিলাটির উপর দয়া করেছ এবং নিজের পাথেয় বিলিয়ে দিয়ে তোমার হজ্ব মুলতবী করে দিয়েছ, তখন আমি **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে দোয়া করি যে, **তিনি** যেন তোমাকে এর 'নেয়মুল বদল' অর্থাৎ উত্তম প্রতিদান দান করেন, তখন **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমার আকৃতিতে একজন ফিরিশতা সৃষ্টি করলেন এবং আদেশ দিলেন যে, সে যেন কিয়ামত পর্যন্ত প্রতি বৎসর তোমার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করতে থাকে। তাছাড়া দুনিয়াতেও **তিনি** তোমাকে এর প্রতিদান দান করেছেন যে, তোমার ৬০০ দিরহামের পরিবর্তে ৬০০ দীনার (সোনার আশরাফী) দান করেছেন, তুমি তোমার চোখ দুইটিকে শীতল রাখিও।" অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থলের মোহরে লিখিত বরকতময় শব্দগুলো ইরশাদ করলেন: "مَنْ عَامَلَنَا رَبِحَ" (অর্থাৎ যে আমার সাথে কারবার করে সে লাভবান হয়) হযরত রবী'ই رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হই আর সেই থলেটি খুলে দেখি, দেখলাম তাতে ৬০০টি সোনার আশরাফী রয়েছে। (রাশফাতুস সাদী, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তেরে কদমোঁ কা তাবাররুক ইয়াদে বায়দ্বায়ে কলীম,
তেরে হাতোঁ কা দিয়া ফজলে মসীহাঈ হে। (যওকে নাত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৯১) শায়খ শিবলী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর হজ্ব

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শিবলী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ যখন হজ্বের উদ্দেশ্যে আরাফাত শরীফ পৌঁছলেন, তখন একেবারে নিশ্চুপ হয়ে থাকেন, সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুখ থেকে কোন শব্দই বের করেননি, যখন সা'ঈ করাবস্থায় মাইলাইনে আখদ্বারাইন (অর্থাৎ সবুজ সংকেত) থেকে সামনে অগ্রসর হলেন, তখন চোখ দিয়ে অশ্রু বইতে শুরু করলো, কাঁদতে কাঁদতে তিনি আরবীতে শের পাঠ করছিলেন, যার অনুবাদ হলো:

(১) আমি চলছি এই অবস্থায় যে, আমি আমার অন্তরে তোমার ভালবাসার মোহর লাগিয়ে নিয়েছি, যেন এই অন্তরে তুমি ছাড়া আর কারো স্থান না হয়। (২) আহ! আমার মাঝে অধ্যাবসায় থাকতো যে, আমি আমার চোখ বন্ধ করে রাখতাম এবং সেই পর্যন্ত কাউকে দেখতাম না, যেই পর্যন্ত তোমাকে না দেখে নিতাম। (৩) যখন চোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হয়ে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে, তখন প্রকাশ হয়ে যায় যে, আসলেই কে কান্না করছে আর কার কান্না কৃত্রিম।" (রওজুর রিয়াহীন, ১০০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সচ্ হে ইনসান কো কুছ্ খো কে মিলা করতা হে,
আপ কো খো কে তুঝে পায়েগা জওইয়া তেরা। (যওকে নাত)

(৯২) ছয় লক্ষ থেকে মাত্র ছয়!

হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ্ জাওহারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: "আমি এক বৎসর আরাফাত শরীফে ছিলাম, এমন সময় আমার তন্দ্রাভাব আসলো এবং আমি স্বপ্নের রাজ্যে চলে গেলাম, আমি দেখলাম, আসমান থেকে দুইজন ফিরিশতা অবতীর্ণ হলেন, তাদের একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করলেন: "এই বৎসর কতজন হাজী আগমন করেছেন?" তিনি উত্তর দিলেন; ৬ লাখ, কিন্তু তাদের মধ্য থেকে শুধু ৬ জনেরই হজ্ব কবুল হয়েছে!" এ কথা

www.dawateislami.net

শুনে আমি খুবই চিন্তিত হলাম, মন চাচ্ছিলো যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি, এমন সময় প্রথম ফিরিশতাটি অপর ফিরিশতাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "যাদের হজ্ব কবুল হয়নি, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?" অপর ফিরিশতাটি বললেন: "দয়ালু প্রতিপালক **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন এবং ছয়জন মকবুল হাজীর সদকায় ছয় লক্ষের হজ্বই কবুল করে নিয়েছেন।" ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝ (পারা: ২৮, সূরাঃ জুমা, আয়াত: ৪) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**: এটা **আল্লাহ্**র অনুগ্রহ; যাকে চান দান করেন এবং **আল্লাহ্** বড় অনুগ্রহশীল।) (রওজুর রিয়াহীন, ১০৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইস বেকসি মেঁ দিল কো মেরে টেক লাগ গেয়ী,
শুহরা সুনা জু রহমতে বেকস নওয়াজ কা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৯৩) গায়েবী আঙ্গুর

হযরত সায়্যিদুনা লাইছ বিন সা'আদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "আমি ১১৩ হিজরিতে হজ্বের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا পৌঁছোলাম। আসরের নামাযের সময় 'জবলে আবি কুবাইসে'(১) গেলাম তখন সেখানে এক বুযুর্গকে দেখলাম, যিনি বসে বসে দোয়া করছেন এবং 'يَا رَبِّ يَا رَبِّ' এতোবার বললেন যে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো, অতঃপর এভাবে লাগাতার 'يَا رَبَّاهُ يَا رَبَّاهُ' বললেন আবার এভাবে এক নিশ্বাসে

(১) 'জবলে আবি কুবাইস' মসজিদে হারামের বাইরে রুকনে আসওয়াদের সামনে অবস্থিত। এটি পৃথিবীর সর্বপ্রথম পাহাড়। হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে আসার পর এক মাস পর্যন্ত এই পাহাড়েই অবস্থান করেছিলো এবং চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার মুজিযাটাও এখানেই প্রকাশ পেয়েছিল। **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই ভাল জানেন।

www.dawateislami.net

'يَا رَحْمٰنُ يَا رَحْمٰنُ' অতঃপর 'يَا حَيُّ يَا حَيُّ' বললেন, অতঃপর এভাবে 'يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ' অতঃপর 'يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ' অতঃপর 'يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ' বলতে থাকেন। এর পর বললেন: "**হে আল্লাহ্!** আমার মন আঙ্গুর খেতে চায়, দান করো এবং আমার চাদর পুরাতন হয়ে গেছে।" সায়্যিদুনা লাইছ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "**আল্লাহ্**র কসম! সেই মুহূর্তেই আমি তাঁর নিকট এক টুকরি আঙ্গুর রাখা অবস্থায় দেখলাম, অথচ সেই সময় পৃথিবীর কোথাও আঙ্গুর থাকার কথা নয় এবং সাথে দুইটি নতুন চাদরও ছিলো! তিনি যখন খেতে লাগলেন তখন আমি বললাম: "আমিও আপনার সাথে খেতে পারি?" তিনি বললেন: "কেন?" আমি আরয করলাম: "এ কারণেই যে, আপনি যখন দোয়া করছিলেন, তখন আমি 'আমীন, আমীন' বলছিলাম।" বললেন: "আচ্ছা! আসুন এবং খান, কিন্তু সাথে করে নিয়ে যাবেন না।" আমি অগ্রসর হয়ে তাঁর সাথে আঙ্গুর খেতে শুরু করলাম, আঙ্গুরগুলো এতই সুস্বাদু ছিলো যে, এমন সুস্বাদু আঙ্গুর আমি জীবনে আর কখনো খাইনি, আমি পেট ভরে খেলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, টুকরিতে আঙ্গুর একটুকুও কমেনি। অতঃপর তিনি বলতে লাগলেন: "এই দুইটি চাদর থেকে একটি পছন্দ করো।" আমি আরয করলাম: "আমার চাদরের প্রয়োজন নাই।" তিনি বললেন: "আমার থেকে একটু আড়াল হও, যেন আমি পরিধান করে নিতে পারি।" আমি এক পাশে সরে গেলে তিনি একটি তাহবন্দের ন্যায় পরিধান করলেন, অপরটি গায়ে জড়িয়ে নিলেন আর যে চাদরগুলো আগে থেকেই পরিহিত ছিলেন, সেগুলো হাতে নিয়ে পাহাড়ের নিচে এলেন, আমিও পেছনে পেছনে এলাম। যখন সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে এলেন, তখন এক ভিক্ষুক আরয করলো: "হে রাসূল-পরিবারের সন্তান! এই কাপড়গুলো আমাকে পরিয়ে দিন, **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনাকে জান্নাতী পোশাক পরিধান করাবেন।" তখন তিনি সেই দুইটি চাদর তাকে দিয়ে দিলেন এবং সামনে অগ্রসর হলেন। আমি ভিক্ষুকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম: "এই হাজী সাহেবটি কে?" সে বললো: "তিনি হচ্ছেন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। এ কথাটি

www.dawateislami.net

শুনতেই আমি তাঁর দিকে দৌড়ে গেলাম, যেন কিছু শুনি এবং ফয়য অর্জন করি, কিন্তু আফসোস! আমি তাঁকে পেলাম না।” (রওজুর রিয়াহীন, ১১৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কিউঁ কর নাহ্ মেরে কাম বনেঁ গাইব চে হাসান,
বান্দা ভি হোঁ তো কেয়সে বড়ে কারসাজ কা। (যওকে নাত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পর্দানশীন মহিলাদের ৪টি ঘটনা

(৯৪) আশিকে রাসূল মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ দিয়ে দিলেন

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে এক মহিলা আরয করলেন: “আমাকে **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক কবরের যিয়ারত করিয়ে দিন। হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا হুজরা শরীফ খুললেন এবং সেই আশিকে রাসূল মহিলাটি কবর শরীফের যিয়ারত করে কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ দিয়ে দিলেন। (আশ শিফা, ২য় খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আপ কে ইশ্‌ক মেঁ এ্যয় কাশ কেহ্ রোতে রোতে,
ইয়ে নিকল জায়ে মেরি জান মদীনে ওয়ালে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৯৫) উম্মুল মুমিনীন নফল হজ্ব করতে অস্বীকার করলেন

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা সাওদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا ফরয হজ্ব আদায় করে নিয়েছিলেন। যখন তাঁকে নফল হজ্ব ও ওমরার জন্য আরয করা হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বললেন: "আমি ফরয হজ্ব আদায় করে নিয়েছি। আমার প্রতিপালক **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। **আল্লাহ্**র কসম! এখন আমার পরিবর্তে আমার মৃতদেহই ঘর থেকে বের হবে।" বর্ণনাকারী বলেন: **আল্লাহ্**র কসম! এরপর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا ঘর থেকে বের হননি।

(তাফসীরে দুররে মনছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৯৯ পৃষ্ঠা)

এই ঘটনাটিতে ইসলামী বোনদের জন্য সতর্কতার অসংখ্য মাদানী ফুল বিদ্যমান রয়েছে। সেই যুগটি বড়ই পবিত্র ছিলো, চারিদিকেই পর্দা বিরাজমান ছিলো, কিন্তু উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা সাওদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا পর্দা সহকারে বের হওয়াকেও অনুচিত মনে করলেন, পক্ষান্তরে বর্তমান যুগে ভয়াবহ বেপর্দা ও নির্লজ্জতায় ছেয়ে গেছে, এমতাবস্থায় কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, তা সকল সচেতন ইসলামী বোনেরা বুঝতে পারবেন। আজকাল হজ্ব এবং ওমরাতেও নারী-পুরুষের সংমিশ্রন লক্ষ্য করা যায়, তাই ওমরা বা নফল হজ্ব করতে যাওয়া মহিলাদের এ বিষয়ে খুবই চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

(৯৬) এক মহিলা হাজীর ওসীলায় সবার হজ্ব কবুল হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া আদবিয়্যা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا পায়ে হেঁটে তাও খালি পায়েই হজ্ব করলেন। **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁকে যা'ই খাবার দান করতেন, তা অন্যদের দিয়ে দিতেন। কাবা শরীফের কাছাকাছি যেতেই বেহুশ হয়ে পড়ে যান। যখন হুশ ফিরে আসলো তখন নিজের গাল বাইতুল্লাহ্ শরীফের উপর রেখে আরয করলেন: "**হে আল্লাহ্!** এটি তোমার বান্দাদের আশ্রয়ের স্থান আর **তুমি** তাদের ভালবাস, মাওলা! এখন তো চোখের পানিও ফুরিয়ে

www.dawateislami.net

গেছে।” অতঃপর তাওয়াফ করলেন, সা’ঈ করার পর যখন আরাফাতে অবস্থান করার ইচ্ছা করলেন, তখন ঋতুবর্তীতার দিন (অর্থাৎ মহিলাদের প্রতি মাসের নির্দিষ্ট অপবিত্রতার দিন) শুরু হয়ে গেলো, কাঁদতে কাঁদতে আরয করলেন: “হে আমার **মালিক ও মাওলা**! যদি এই ব্যাপারটি তুমি ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তবে আমি অবশ্যই তোমার দরবারে অভিযোগ করতাম, কিন্তু এটাতো তোমারই মর্জিতে হয়েছে, সুতরাং অভিযোগ কিভাবে করবো!” এই কথা বলতেই অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: “হে রাবেয়া! আমি তোমার কারণে সকল হাজীদের হজ্ব কবুল করে নিয়েছি এবং তোমার এই ঘাটতির কারণে তাদের ঘাটতিসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছি।”

(আর রওযুল ফায়েক, ৬০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ تعالٰی عَلَیْہِ واٰلہٖ وَسلَّم

আলী কে ওয়াস্তে সূরজ কো ফেরনে ওয়ালে,
ইশারা কর দো কেহ্ মেরা ভি কাম হো জায়ে।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৯৭) পায়ে হেঁটে হজ্বের সফরকারীনী এক অন্ধ বৃদ্ধা

হযরত সায়্যিদুনা যুননূন মিসরী رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: “হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে দাব رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সালিহা ও আবিদা মহিলাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। প্রতি বৎসরই মদীনা শরীফের زَادَھَا اللہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا থেকে মক্কা শরীফে زَادَھَا اللہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا পায়ে হেঁটে হজ্ব করতে আসতেন। তাঁর বয়স যখন ৯০ বৎসর হয় তখন দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। যখন হজ্বের মৌসুম এলো, তখন কিছু মহিলা হাজী হজ্বের সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হলেন, তিনি رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا মুহাব্বতের অতিশয্যে ব্যাকুল হয়ে **রব্বে গাফ্ফারের** দরবারে আরয করলেন: “**হে আল্লাহ্!** তোমার ইজ্জতের কসম! যদিও আমার চোখের আলো চলে গেছে, কিন্তু তোমার দরবারে হাজিরীর বাসনার আলো এখনো বিদ্যমান।” অতঃপর ইহরাম পরিধান করে

www.dawateislami.net

'لَبَّیْكَ ط اَللّٰھُمَّ لَبَّیْكَ' বলতে বলতে কাফেলার সাথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا মহিলাদের আগে আগেই চলতেন এবং পথ চলাতে তাদের সবাইকে পিছনে রেখে চলে যেতেন।

হযরত সায়্যিদুনা যুননূন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তাঁর অবস্থা দেখে আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, অদৃশ্য থেকে কেউ আহ্বান করে বলছিলেন: "হে যুননূন! তুমি কি এই বৃদ্ধাটির অবস্থা দেখে অবাক হচ্ছো, যার কি না তাঁর **প্রতিপালকের** ঘরের প্রতি প্রবল আগ্রহ রয়েছে, ব্যস **আল্লাহ্ তায়ালাই** দয়া ও অনুগ্রহ করে তাঁকে নিজের ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁকে শক্তি দান করেছেন।" (আর রওজুল ফায়িক, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ تعالٰی علیہِ واٰلہٖ وسَلَّم

কিসি কে হাত নে মুঝ কো সাহারা দে দিয়া ওয়ারনা,
কাহাঁ মে অউর কাহাঁ ইয়ে রা'স্তে পেচীদা পেচীদা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّمُوتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যার মদীনায় মৃত্যুবরণ করা সম্ভবপর হয়, সে যেন মদীনায় মৃত্যুবরণ করে, فَاِنِّىْ اَشْفَعُ لِمَنْ يَّمُوْتُ بِهَا কেননা আমি মদীনায় মৃত্যুবরণকারীর জন্য সুপারিশ করবো।

(তিরমীযি, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪৮৩, হাদীস: ৩৯৪৩)

নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় তোমাদের নাম পরিচয় সহ আমার কাছে পেশ করা হয়, এজন্য আমার উপর অত্যন্ত সুন্দর (অর্থাৎ সর্বোত্তম শব্দাবলীর মাধ্যমে) দরূদ পাক পাঠ করো।"

(মুসান্নিফ আবদুল রাজ্জাক, ২য় খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১১৬)

www.dawateislami.net

ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের ১৭টি ঘটনা

(৯৮) আ'লা হযরতের সম্মানিত আব্বাজানের বিশেষ দাওয়াত লাভ হলো

আ'লা হযরত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানিত আব্বাজান রঈসুল মুতাকাল্লিমীন হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রসিদ্ধ আলিম, অদ্বিতীয় মুফতী এবং মহান আশিকে রাসূল ছিলেন, "নিজ থেকে যাওয়া এক কথা, **তাঁর** ডেকে নেয়া ভিন্ন কথা" এর সত্যায়নে তাঁর মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উপস্থিতির বিশেষ ডাক (আহবান) অর্জিত হয় এবং তা এভাবে যে, স্বপ্নে স্বয়ং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে আহবান করলেন। অসুস্থ ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও কিছু বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সফরের প্রস্তুতি নিলেন এবং হেরেমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন, কিছু ভক্ত অসুস্থতার কারণে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আগামী বৎসর সফর মুলতবী করে দিন। বললেন: "মদীনা শরীফ যাওয়ার উদ্দেশ্যে দরজার বাইরে কদম রাখবো অতঃপর চাই প্রাণ তখনই চলে যাক।" **মাহবুবে করীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের আত্মোৎসর্গীত আশিকের ভালবাসার চেতনার মূল্যায়ন করলেন এবং স্বপ্নেই একটি পেয়ালায় ঔষধ দান করলেন, যা পান করাতে এতই সুস্থ হয়ে গেলেন যে, হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা পালনে কোন বাঁধাই রইলো না। (সুরূরিল কুলুব 'দাল')

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বুলাতে হেঁ উসি কো জিস কি বিগড়ি ইয়ে বানাতে হেঁ,
কোমর বাঁধনা দেয়ারে তাইবা কো খোলনা হে কিসমত কা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৯৯) মূল উদ্দেশ্যই হলো এই পবিত্র দরবারের উপস্থিতি

আশিকে মাহে রিসালত, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হযরত আল্লামা মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর দ্বিতীয় হুজ্বের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "রোগ বৃদ্ধি হয়ে যাওয়াতে আমার বেশি চিন্তা ছিলো **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিতী নিয়ে। জ্বরের প্রকোপ যখন দীর্ঘায়িত হচ্ছিলো তখন আমি এই অবস্থাতেই হাজিরীর ইচ্ছা পোষণ করলাম, এতে ওলামাগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বাঁধা দিলেন। প্রথমতঃ তাঁরা বললেন: "আপনার তো এখন এই অবস্থা, আর সফর তো দীর্ঘ!" আমি আরয করলাম: "যদি সত্যি জিজ্ঞাসা করেন তবে হাজেরীর মূল উদ্দেশ্য হলো পবিত্র (মদীনার) যিয়ারতই, দুই বারই এই নিয়্যতেই ঘর থেকে বের হই, مَعَاذَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যদি এটি না হয় তবে হজ্বের স্বাদই তো নাই।" তাঁরা আবারও বাঁধা দিলেন আর আমার অবস্থার কথা স্বরণ করিয়ে দিলেন। আমি এই হাদীস শরীফ পাঠ করলাম: مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্ব করল, অথচ আমার যিয়ারত করল না, তবে সে আমার প্রতি জুলুম করল।" (কাশফুল খিফা, ২য় খন্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৫৮) তাঁরা বললেন: "আপনি তো একবার যিয়ারত করেছেনই।" আমি বললাম: "আমার দৃষ্টিতে হাদীসের মর্ম এই নয় যে, জীবনে যতবারই হজ্ব করবে, যিয়ারত কেবল একবারই যথেষ্ট, বরং প্রতি হজ্বেই যিয়ারত করা আবশ্যক। এবার আপনারা একটু দোয়া করুন যে, আমি যেন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। রওজায়ে আকদাসে এক নজর পড়ে যাক, যদিওবা তখনই প্রাণ বেরিয়ে যায়।" (মালফূজাতে আ'লা হযরত, ২য় অংশ, ২০১ পৃষ্ঠা)

কাশ! গুম্বদে খাদ্বরা পর নিগাহ্ পড়তে হি,
খা কে গশ্ মেঁ গির জাতা ফের তড়প কে মর জাতা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১০০) ইমাম আহমদ রযা এবং দীদারে মুস্তফা ﷺ

ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رحمة الله تعالى عليه একজন মহান আশিকে রাসূল ছিলেন এবং অনেক বড় আলিম ছিলেন, প্রায় ১০০টি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, হারামাইনে তাইয়েবাইনের زادهما الله شرفا وتعظيما ওলামাগণ তাঁকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলেছেন, তিনি رحمة الله تعالى عليه দ্বীনে ইসলামকে বাতিলের ভেজাল থেকে পবিত্র করে সুন্নাতের পূণর্জাগরণে মহান ভূমিকা রেখেছেন, পাশাপাশি মানুষের অন্তরে ইশ্‌কে রাসূল صلى الله تعالى عليه واله وسلم এর যে প্রদীপ নিভে যাচ্ছিল তা নতুনভাবে প্রজ্জলিত করেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি رحمة الله تعالى عليه ফানা ফির রাসূল صلى الله تعالى عليه واله وسلم এর উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন বাইতুল্লার হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করলেন এবং মদীনা শরীফে زادها الله شرفا وتعظيما হাজিরী নসীব হলো তখন জাগ্রতাবস্থায় দীদারের অদম্য আগ্রহ বুকে নিয়ে মুয়াজাহা শরীফে সারা রাত উপস্থিত থেকে দরূদ শরীফ পাঠে লিপ্ত থাকেন, প্রথম রাতে ভাগ্যে এই সৌভাগ্যটি নসীব হলো না, দ্বিতীয় রাত আসলো। পবিত্র মুয়াজাহা শরীফে উপস্থিত হলেন এবং বিরহ-বেদনায় বিমর্ষ হয়ে কিছু প্রশংসামূলক কাব্যের চরণ পেশ করলেন, যার কিছু চরণ ছিলো এরূপ:

উয় সু'য়ে লা'লা যার ফেরতে হেঁ, তেরে দিন আয় বাহার ফেরতে হেঁ।
হার চেরাগে মাযার পর কুদসি, কেয়সে পরওয়ানা ওয়ার ফেরতে হেঁ।
ইস গলি কা গাদা হোঁ মেঁ জিস মেঁ, মাঙ্গতে তাজেদার ফেরতে হেঁ।
ফুল কিয়া দেখোঁ মেরি আঁখোঁ মেঁ, দশতে তাইবা কে খার ফেরতে হেঁ।
কোয়ী কিউঁ পূছে তেরি বাত রযা, তুঝ সে শেয়দা হাজার ফেরতে হেঁ।

(আ'লা হযরত رحمة الله تعالى عليه শেষাংশে বিনয় প্রকাশার্থে নিজেকে 'কুকুর' বলেছেন, কিন্তু আ'লা হযরতের আশিকগণ এই স্থানে 'মাঙ্গতা' 'শেয়দা' ইত্যাদি লিখেন এবং বলেন: তাঁদেরই অনুসরণে আদব রক্ষার্থে 'শেয়দা' লিখা হলো আর বাস্তবতাও তো তাই)

www.dawateislami.net

তিনি দরবারে রিসালতে صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দরূদ সালাম পেশ করতে থাকেন, অবশেষে অপেক্ষার মুহুর্তগুলো শেষ হলো এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে জেগে উঠলো, **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** একনিষ্ট আশিকের উপর বিশেষ দয়া প্রদর্শন করলেন, দৃষ্টির পর্দা উঠে গেলো, সৌভাগ্যবান আশিক সম্পূর্ণ জাগ্রতাবস্থায় কপালের চোখে আপন **প্রিয় মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করলেন।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

শরবতে দীদ নে এক অউর আগ লাগা দি দিল মে,
তাপিশে দিল কো বাড়ায়া হে বুঝানে না দিয়া।
আব কাঁহা জায়েগা ইশ্‌কা তেরা মেরে দিল সে,
থে মে রাখা হে ইসে দিল নে গুমানে না দিয়া।
সেজদা করতা জো মুঝে ইস কি ইজাযত হোতি,
কিয়া করোঁ ইযন মুঝে ইস কা খোদা নে না দিয়া। (সামানে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত, আমরাও যেন আমাদের অন্তরে **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা বৃদ্ধি করি এবং হৃদয়ে দীদারের আগ্রহ জাগ্রত করি। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ কখনো না কখনো তো আমাদেরও ভাগ্য চমকে উঠবে। কখনো না কখনো তো **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দয়া করবেনই।

সুনা হে আ'প হার আশিক কে ঘর তাশরিফ লা'তে হেঁ,
কভি মেরে ভি ঘর মেঁ হো চারাগা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১০১) প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানীর আদবের ধরণ

খলিফায়ে আ'লা হযরত, ফকীহে আযম, হযরত আল্লামা আবু ইউসুফ মুহাম্মদ শরীফ মুহাদ্দিসে কোটলবী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: "একবার আমি যখন হজ্বে গেলাম তখন মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا এর উপস্থিতি কালে সবুজ গুম্বদের দীদার দ্বারা ধন্য হওয়ার সময় আমি "বাবুস সালাম" এর নিকট এবং সবুজ সবুজ গম্বুজের সামনে সাদা দাঁড়ি এবং অত্যন্ত নূরানী চেহারার এক বুযুর্গ দেখতে পেলাম, যিনি কবরে আনওয়ারের দিকে মুখ করে দু'জানু হয়ে বসে কিছু পাঠ করছিলেন। তাঁর সম্পর্কে জানতে চাওয়াতে অবহিত হলাম যে, ইনি হলেন প্রসিদ্ধ আলিমে দ্বীন এবং মহান আশিকে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ। আমি তাঁর চেহারার উজ্জ্বলতা ও চেহারার নূরানিয়্যত দেখে খুবই প্রভাবিত হলাম এবং তাঁর নিকটে গিয়ে বসে গেলাম আর তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম, তিনি আমার দিকে না ফিরলে আমি তাঁকে বললাম: "আমি ভারত থেকে এসেছি এবং আপনার কিতাব **'হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন'** এবং **'জাওয়াহিরুল বিহার'** ইত্যাদি আমি পড়েছি, যার কারণে আমার মনে আপনার প্রতি ভক্তি সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এই কথা শুনে আমার দিকে ভালবাসাপূর্ণ হাত বাড়ালেন এবং মুসাফাহা (করমর্দন) করলেন। আমি তাঁকে আরয করলাম: "হুযুর! আপনি কবরে আনওয়ার থেকে এত দূরে কেন বসেছেন?" তখন তিনি কাঁদতে শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন: "আমি এর উপযুক্ত নই যে, কাছে যাবো।" এরপর আমি প্রায় তাঁর আস্তানায় উপস্থিত হতে থাকি এবং তাঁর নিকট হতে **"হাদীসের সনদ"**ও অর্জন করি।"

সায়্যিদী কুত্বে মদীনা হযরত আল্লামা শায়খ যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: "হযরত আল্লামা ইউসুফ নাবহানী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সম্মানিত সহধর্মিনী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا ৮৪বার **নবীয়ে আখেরুজ্জামান, শাহানশাহে কওন ও মকান, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।" (আনোয়ারে কুত্বে মদীনা, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উন কে দেয়ার মেঁ তো কেয়’সে চলে ফেরে গা?
আত্তার তেরি জুরাআত! তু জায়েগা মদীনা!!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১০২) ‘ওয়াদিয়ে হামরা’য় পীর মেহের আলী শাহ্ এর গুম্বদে খাদ্বরার মালিকের যিয়ারত লাভ

তাজেদারে গুলাড়া হযরত পীর মেহের আলী শাহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “মদীনা শরীফের সফরে **‘ওয়াদিয়ে হামরা’** নামক স্থানে ডাকাতের হামলার ভয়ে বাধ্য হয়ে ইশার সুন্নাত আমার পড়া হয়নি, মৌলভী মুহাম্মদ গাজী, মাদরাসায়ে সৌলতিয়ায় শিক্ষাদানের দায়িত্ব ছেড়ে সুধারণার ভিত্তিতে খেদমতের উদ্দেশ্যে এই পবিত্র সফরে আমার সঙ্গী হয়েছিলেন। এরূপ সঙ্গীদের সহচরত্বে আমি কাফেলার এক পাশে শুয়ে পড়ি, দেখলাম যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কালো আরবি জুব্বা পরিধান করে তাশরিফ এনে **তাঁর** উৎকর্ষময় সৌন্দর্য দ্বারা আমাকে নতুন জীবন দান করছেন, আমার মনে হচ্ছিল যে, কোন মসজিদে মুরাকাবা অবস্থায় আমি দু’জানু হয়ে বসে আছি, এমতাবস্থায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিকটে এসে ইরশাদ করলেন: “রাসুল-পরিবারের সদস্যদের সুন্নাত ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয়।” আমি এই অবস্থায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পায়ের গোছাদ্বয় যা রেশমের চেয়েও কোমল ছিলো, নিজের দুই হাতে শক্তভাবে ধরে কাঁদতে কাঁদতে ‘اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله’ বলা শুরু করে দিলাম এবং প্রবল মুহাব্বত ও আগ্রহে কাঁদতে কাঁদতে আরয করলাম: “হুযুর আপনি কে?” উত্তরে একই কথা ইরশাদ করলেন: “রাসুল-পরিবারের সদস্যদের সুন্নাত ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয়।” তিনবার একই প্রশ্ন ও উত্তর আসতে থাকল। তৃতীয়বার আমার মনে এলো যে, যখন **তিনি**

www.dawateislami.net

'ইয়া রাসূলাল্লাহ্' বলাকে নিষেধ করছেন না, তবে প্রকাশ্য যে, ইনি স্বয়ং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمইে। যদি কোন বুযুর্গ হতেন তবে এই বাক্যটি উচ্চারণে বারণ করতেন, সেই চরম উৎকর্ষময় সৌন্দর্যের কথা কী বলব! সেই আনন্দ ও প্রবল আগ্রহ এবং অনুগ্রহের ফয়যান বর্ণনা করা অসম্ভব! এবং অধম প্রেম ও ভালবাসার সুধাপায়ীদের কণ্ঠে সেসব কাব্যের সামান্য সুধা আর সেই মশকের থলে থেকে সামান্য সুরভি ছড়াতে চাই। (মেহরে মুনির, ১৩১ থেকে ১৩২ পৃষ্ঠা) হযরত পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উল্লেখিত ঘটনা নিজের প্রসিদ্ধ কালামেও ইঙ্গিত করেছেন। এর কিছু চরণ লক্ষ্য করুন:

আজ সিক মিতরাঁ দিই ওয়া ধেয়রী এ্যয়, কিউঁ দিলেড়ি উদাস ঘনিরী এ্যয়!
লুঁ লুঁ ভিচ শওক চেঙ্গরী এ্যয়, আজ নেয় নাঁ লাইয়াঁ কিউঁ ঝাড়ইয়াঁ।
اَلطَّيْفُ سَرٰى مِنْ طَلْعَتِهٖ   وَالشَّذْوُ بَدٰى مِنْ وَّفْرَتِهٖ
فَسَكَرْتُ هُنَا مِنْ نَظْرَتِهٖ   নেয় নাঁ দিয়াঁ ফওজাঁ সর চড়য়াঁ।
মুখ চান্দ বদর শা' শা'নি এ্যয়, মাথে চমকে লাট নূরানী এ্যয়,
কালি যুলফ তে আখ মাস্তানি এ্যয়, মাখমুর আখেঁ বিন মাদ ভরইয়াঁ।
দো আবরো কোস মিসাল দিসান, জাবিঁ তো নু কে মিশরা দেয় তেরা চুঠন,
লবাঁ সুরুখ আখাঁ কেহ লা'আলে এমান, চিট্টে ও নাদ মুতি দিয়াঁ দাহন লাটইয়াঁ।
ইস সুরত নুঁ মে জান আ'খাঁ,   জানা'ন কেহ জানে জানা'ন আ'খাঁ,
সাচ আ'খাঁ তে রব দি শান আ'খাঁ,   জিস শান তো শানাঁ সব বুনিয়াঁ।
লা হো মুখ তো মখাত্তাত বুর দি ইয়ামান, মান ভা'নুরী ঝলক দিখাও সজন,
আ'ও হা মিট্টিয়াঁ গালিঁ আলাও মিট্টান, জু হামরা ওয়াদী সুন করইয়াঁ।
سُبْحٰنَ اللهِ! مَا اَجْمَلَكَ   مَا اَحْسَنَكَ مَا اَكْمَلَكَ
কিত্তে মেহের আলী কিত্তে তেরী সানা, মুশতাক(১) আ'খেয়ে কিত্তে জাল টিয়াঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

(১) হযরত পীর মেহের আলী শাহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নম্রতা প্রকাশার্থে এখানে "গুস্তাখ" এবং শেষে "লাটইয়াঁ" লিখেন, কিন্তু জনাবকে সম্মান করে অধিকাংশ নাত'খা যেভাবে পড়ে থাকেন, সেভাবে আমি লিখেছি। (মেহেরে মুনির, ৫০০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১০৩) মদীনার কুকুরের প্রতি চরম বিনয় প্রদর্শন

পাঞ্জাবের (পাকিস্তান) এক প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল বুযুর্গ পীর সৈয়দ জামাআত আলী শাহ্ মুহাদ্দিস আলীপুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه একবার মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا গেলে তাঁর কোন এক মুরিদ মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এক কুকুরকে ঘটনাক্রমে ঢিল মেরে দিলো, যার আঘাতে কুকুরটি চিৎকার করে উঠল, হযরত শাহ্ সাহেবকে কেউ বললো যে, আপনার কোন এক মুরিদ মদীনা শরীফের কুকুরকে ঢিল মেরেছে। এ কথা শুনে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবং তিনি মুরিদদের আদেশ দিলেন যে, এক্ষুণি সেই কুকুরটিকে খুঁজে এখানে নিয়ে আসুন। অতএব, কুকুরটিকে নিয়ে আসা হলো। শাহ্ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উঠলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে সেই কুকুরটিকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন: "হে প্রিয় হাবীবের শহরে বসবাসকারী! **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে আমার মুরিদের এই অপরাধকে ক্ষমা করে দাও।" এরপর ভুনা মাংস খাওয়ালেন এবং দুধ আনিয়ে একে পান করালেন, অতঃপর কুকুরটিকে বললেন: "জামাআত আলী তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী, **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে তাকে ক্ষমা করে দিও।" (সুন্নী ওলামা কি হিকায়াত, ২১১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দিল কে টুকড়ে নযর হাজির লায়ে হেঁ,
এ্যয় সাগানে কুচায়ে দিলদার হাম। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১০৪) প্রিয় নবী ডেকেছেন এজন্য উড়ে যাওয়াই উচিত

খলিফায়ে আ'লা হযরত, ফকীহে আযম হযরত আল্লামা মাওলানা আবু ইউসুফ মুহাম্মদ শরীফ মুহাদ্দিসে কোটলবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কলিজার টুকরো হযরত মাওলানা আবুন নূর মুহাম্মদ বশীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: হযরত

www.dawateislami.net

আমীরে মিল্লাত পীর সৈয়দ জামাআত আলী শাহ্ মুহাদ্দিস আলীপুরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ অনেক বার হজ্ব করেছেন, প্রায় প্রতি বৎসরই মদীনা শরীফের زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا এর ভালবাসাই তাঁকে এই সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য করতেন। এক বৎসর তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ উড়ো জাহাজে করে হজ্বে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর সম্মানিত পিতা (ফকীহে আযম হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ মুহাদ্দিস কোটলবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ) সে কথা জানতে পারলে আমাকে সাথে নিয়ে আলীপুর শরীফ পৌঁছলেন, হযরতের খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি মদীনা মুনাওয়ারারই زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا বরকতময় আলোচনা করছিলেন, পিতা মহোদয়কে দেখে খুবই খুশি হলেন এবং বললেন: "আমি **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী দরবারে আবারো হাজিরী দিতে যাচ্ছি, পিতা মহোদয় رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ জিজ্ঞাসা করলেন: "জনাব! শুনেছি এই বার কি না আপনি উড়ো জাহাজে করে হজ্বে যাচ্ছেন?" হযরত উত্তর দিলেন: "মৌলভী সাহেব! **প্রিয় হাবীব ডেকেছেন যখন, উড়ে যাওয়াই উচিত!**" এই কথাটি এমনভাবে বললেন যে, নিজেই অশ্রুসজল হয়ে গেলেন এবং উপস্থিত সকলের মাঝেও এক ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে গেলো। (সুন্নী ওলামা কি হিকায়াত, ৪৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

তকদীর মেঁ খোদায়া আত্তার কে মদীনা,
লিখ দেয় ফাকাত মদীনা ছরকার কা মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১০৫) মাওলানা সরদার আহমদের মদীনার খেজুরের প্রতি ভালবাসা

প্রিয় হাবীবের শহরের সাথে ভালবাসাও সত্যিকারের আশিকেরই নিদর্শন বহন করে। তাই মহান আশিকে রাসূল হযরত মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মদীনা শরীফকে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا খুবই ভালবাসতেন। তাঁর মাহফিলে প্রায় প্রিয় মাহবুবের শহরের আলোচনাই হতে থাকত। যদি কোন মদীনার যিয়ারতকারী তাঁর খেদমতে উপস্থিত হত, তবে তার নিকট মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করতেন, মদীনা পাকের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا বসবাসরত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেন এবং যদি কেউ তাবাররুক পেশ করতেন তবে অত্যন্ত খুশি হয়েই তা গ্রহণ করতেন। একবার এক হাজী সাহেব মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا খেজুর পেশ করলেন, তখন দাওরায়ে হাদীস (হাদীসের দরস) চলছিলো, মদীনার খেজুরগুলো উপস্থিত ছাত্রদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন এবং একটি খেজুর নিজের মাড়িঁতে রেখে বলতে লাগলেন: "মদীনার খেজুর নিজের মুখে নিলাম, যতক্ষন তা ভেতরে যেতে থাকবে, ততক্ষন ঈমান তাজা হতে থাকবে।" (হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

খজুরে মদীনা চে কিউঁ হো না উলফত,
কেহ্ উস কো আক্বা কে কু'চে চে নিসবত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১০৬) মদীনা শরীফে নিজের চুল ও নখ দাফন করলেন

হযরত মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান, মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "ফকীর মদীনাতুর রাসূল عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে ফিরার সময় নিজের কিছু চুল আর নখ মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا দাফন করে দিলাম এবং রাসূলে **পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয

www.dawateislami.net

করলাম: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মদীনা শরীফে মৃত্যুবরন করা তো আমার ক্ষমতার বাইরে, অতএব আমার শরীরের কিছু অংশবিশেষ দাফন করে গেলাম। কেননা, আমাদের মতো গরীবের জন্য এটিই গনীমত।" (প্রাগুক্ত)

জান ও দিল ছোড় কর ইয়ে কেহ্ কে চলা হোঁ আযম,
আ রাহা হোঁ মেরা সামান মদীনে মেঁ রহে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১০৭) এখন মদীনা ছাড়া আমার আর কিছুই স্মরণ নাই

মাওলানা কাজী মাজহারুল হক জাহলামী জাহেদান, বাগদাদ শরীফ, মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহের যিয়ারত দ্বারা ধন্য হয়ে হযরত মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খেদমতে কোয়েটায় উপস্থিত হলেন, যখন কাজী সাহেবের পরিচয় দেওয়া হলো (আর বলা হলো যে, ইনি মদীনা শরীফ যিয়ারত করে এসেছেন) তখন কাজী সাহেবের হাত ধরে ফেললেন, তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল, যদিও তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন, রোগ বেড়ে গিয়েছিলো কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উঠে বসে গেলেন এবং কাজী সাহেবের নিকট মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا অবস্থানরত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বন্ধু-বান্ধবদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন, মদীনা শরীফের অলি-গলির স্মরণ এলো, সবুজ গুম্বদের নূরানী দৃশ্য দৃষ্টিতে ভাসতে লাগল, পবিত্র জালি মোবারকের জ্যোতি হৃদয়কে আলোকিত করতে লাগল, রওযায়ে আকদাসের সম্মান ও মর্যাদা অন্তরকে বিমোহিত করে তুলল, ভাবনায় **হাবীবে খোদার** পবিত্র নগরীর নূরানী পরিবেশে হারিয়ে যেতে লাগলেন এবং পুরো মাহফিলের অবস্থা এমন হয়ে গেলো যে,

গাইরোঁ কি জফা ইয়াদ না আপনোঁ কি ওয়াফা ইয়াদ,
আব কুচ ভি নেহিঁ হাম কো মদীনে কে সেওয়া ইয়াদ।

(প্রাগুক্ত, ১৫৫ থেকে ১৫৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(১০৮) মদীনার মুসাফির ভারত থেকে মদীনায় পৌঁছলো

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ মহান আশিকে রাসূল ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এই ঈমান তাজাকারী ঘটনাটি সগে মদীনা (লিখক) عُفِیَ عَنْهُ কে তাঁরই জামাতা হাকীম সৈয়দ ইয়াকুব আলী সাহেব (মরহুম) শুনিয়েছিলেন: "প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বাইতুল্লাহ্র হজ্বে গমন করলেন। যখন তিনি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন সোনালী জালীর নিকটে দেখলেন যে, সেখানে হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِও ভীড়ের মাঝে উপস্থিত আছেন। সাক্ষাৎ করার সাহস হলো না। কেননা, আদব সম্পন্ন লোকেরা সেখানে কথাবার্তা বলে না। সালাত ও সালামের পর বাইরে এসে খুঁজলেন কিন্তু সাক্ষাৎ পেলেন না। হযরত শায়খুল ফযীলত, শায়খুল আরব ওয়াল আজম, কুত্বে মদীনা সায়্যিদী ওয়া মাওলায়ী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর প্রভাবময় দরবারে উপস্থিত হলেন। কেননা, আরব-অনারবের ওলামায়ে হক ও মাশায়িখে কিরামগণ হারামাইন তাইয়েবাইনের হাজিরী কালে হযরত শায়খুল ফযীলত رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর যিয়ারতের জন্য অবশ্যই উপস্থিত হতেন। সেখানেও হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ সম্পর্কে কিছু জানতে পারলেন না। তিনি হতবাক হলেন যে, সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ যদি এখানে এসে থাকেন, তবে গেলেন কোথায়! এমনই সময় ভারতের মুরাদাবাদ থেকে হযরত শায়খুল ফযীলত رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর নিকট তারবার্তায় সংবাদ এলো যে, অমুক দিন, অমুক সময়ে হযরত

www.dawateislami.net

সদরুল আফাযিল মাওলানা নঈমুদ্দীন সাহেব رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মুরাদাবাদে ইন্তিকাল করেছেন। প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সময়টি যখন মিলিয়ে দেখলেন, তখন দেখা গেলো সেই সময়টিতেই সোনালী জালীর নিকটে সদরুল আফাযিল رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে দেখা গিয়েছিলো, তখনই তিনি رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বুঝতে পারলেন যে, ইন্তিকাল হতেই রিসালতের দরবারে সালাত ও সালাম নিবেদনের জন্য উপস্থিত হয়ে যান।”

মদীনে কা মুসাফির হিন্দ চে পৌঁছা মদীনে মেঁ,
কদম রাখ্নে কি নওবত ভি না আয়ি থি সফিনে মেঁ।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(১০৯) হে মদীনার ব্যথা, তোমার স্থান আমার অন্তরে

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ১৩৯০ হিজরিতে হজ্ব ও যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করেন, এপ্রসঙ্গে মদীনার সফরের এক ঈমান তাজাকারী ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “আমি মদীনা শরীফে زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا হোচট খেয়ে পড়লে ডান হাতের কব্জির হাঁড় ভেঙে যায়, ব্যথা যখন বৃদ্ধি পেল তখন আমি তা চুমু দিয়ে বললাম: “হে মদীনার ব্যথা, তোমার স্থান আমার হৃদয়ে, তুমি তো আমার প্রিয় হাবীবের দরজা থেকে পাওয়া।”

তেরা দরদ মেরা দরমাঁ তেরা গম মেরি খুশি হে
মুঝে দরদ দেনে ওয়ালে তেরি বান্দা পরওয়ারী

ব্যথা তো তখন থেকেই উধাও হয়ে গেলো, কিন্তু হাত নাড়াতে পারছিলাম না, সতের দিন পরে সরকারি হাসপাতালে এক্সরে করালাম, দেখা গেলো, হাঁড় দুই টুকরো হয়ে সামান্য ফাঁক হয়ে গেছে, কিন্তু আমি চিকিৎসা করালাম না। পরে ধীরে ধীরে হাত কাজও করতে শুরু করল, মদীনা শরীফের زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا সেই হাসপাতালের ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাঈল বললো: এটি

www.dawateislami.net

বিশেষ চমকই বটে। কেননা, ডাক্তারি মতে এই হাত কাজই করতে পারে না। সেই এক্সরে এখনো আমার নিকট আছে, হাঁড় এখনো ভাঙাই রয়েছে, এই ভাঙা হাতেই তাফসীর লিখছি, আমি ভাঙা হাতটির এই চিকিৎসাই করিয়েছি যে, মহান আস্তানায় দাঁড়িয়ে আরয করলাম: "হুযুর! আমার হাত ভেঙে গেছে, হে আব্দুল্লাহ্ বিন আতীকের ভাঙা হাটু জোড়া দানকারী! হে মুয়াজ বিন আফরার ভাঙা বাহু জোড়া দানকারী! আমার ভাঙা হাতটি জুড়ে দিন।"

(তাফসীরে নঈমী, ৯ম খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

চান্দ কো তোড়নে ওয়ালে আ'জা,
হাম ভি টুটি হুয়ি তাকদীর লিয়ে ফেরতে হে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!   صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(১১০) জান্নাতুল বাক্বীতে লাশের অদল-বদল

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: "হজ্বে আমার সাথে এক পাঞ্জাবী বুযুর্গ ছিলেন, যার নাম ছিলো ছূফী মুহাম্মদ হোসাইন, তিনি আমাকে বলতে লাগলেন: একবার আমি শাহ্ আব্দুল হক মুহাজির ইলাহাবাদীর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলাম এবং আরয করেছিলাম যে, হাদীস শরীফে তো রয়েছে, "আমার মদীনা হলো চুল্লীর ন্যায়, চুল্লী যেমন লোহার ময়লাগুলোকে বের করে দেয়, তেমনি মদীনার জমিনও অনুপযুক্তদের বের করে দেয়।" অথচ অসংখ্য মুনাফিক ও মুরতাদও মদীনা শরীফে মরে এবং এখানেই দাফন হয়ে যায়, তবে এই হাদীসের মর্ম কী? শাহ্ ছাহেব আমাকে কান ধরে বের করে দিলেন! আমি অবাক হলাম যে, কী অপরাধে আমাকে বের করে দেওয়া হলো! রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, মদীনা শরীফের কবরস্থান অর্থাৎ জান্নাতুল বাক্বী খনন করা হচ্ছে এবং উটের উপর করে লাশ বাহির থেকে আনা হচ্ছে আর এখান থেকে বাইরে নিয়ে

www.dawateislami.net

যাওয়া হচ্ছে, আমি তাদের কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম: "কী করছেন?" তাঁরা বললো: "যেসব অনুপযুক্ত লোক এখানে দাফন হয়েছে, তাদেরকে বের করে দিচ্ছি আর মদীনার আশিকদের লাশ যারা অন্য স্থানে দাফন হয়েছে, তাদের এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে।" পরের দিন আমি পুনরায় শাহ্ ছাহেবের দরবারে উপস্থিত হলাম, তিনি আমাকে দেখতেই বললেন: "এবার বুঝলে! হাদীসের মর্ম এটাই এবং কাল তুমি অন্যদের মাঝে রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলো, তোমাকে তার শাস্তি দেয়া হয়েছিলো।"

(তাফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, ৭৬৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علیہِ واٰلہٖ وَسَلَّم

বাক্বীয়ে পাক মেঁ আত্তার দাফন হো জায়ে,
বরায়ে গাউছ ও রযা আয্ পায়ে যিয়া ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(১১১) গাযালিয়ে জামান এবং মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁনের উপর নবী করীম ﷺ এর অনুগ্রহ

একবার হযরত শায়খ আলাউদ্দীন আল বিকরী আল মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শ্রদ্ধেয় পিতা শায়খ আলী হোসাইন মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ঘরে মদীনা তাইয়েবার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا মাহফিলে মিলাদের আয়োজন হয়, যা খুবই আবেগময় মাহফিল ছিলো এবং নবীর নূরের ঝলক ছিলো সর্বত্র। মাহফিল শেষে মাহফিলের আয়োজক তাবার্‌রুক স্বরূপ জিলাপী বণ্টন করলেন এবং বললেন: "আজ রাতে মিলাদের জিলাপী খাওয়া লোকেরা **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علیہِ واٰلہٖ وَسَلَّم এর স্বপ্নে যিয়ারত হবে, কাল সকালে ফজরের নামাযের পর মসজিদে নববী শরীফে عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام প্রত্যেকে নিজের দীদারের অবস্থা বর্ণনা করবেন। হাজী গোলাম হোসাইন মাদানী (মরহুম) বর্ণনা করেন:

www.dawateislami.net

"اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমিও সেই জিলাপী খেয়েছিলাম, আমারও **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদার নসিব হয়, আমি এই অবস্থায় **হুযুরে পাক, সাহিবে লাওলাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করি যে, ডান পাশেই (গাযালিয়ে জামান, রাযিয়ে দাওরান) হযরত কিবলা সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাজেমী শাহ্ ছাহেব (رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ) এবং অপর দিকে (প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত) মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন (رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ) এর হাত ধরে আছে।" (আনোয়ারে কুত্বে মদীনা, ৫৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দীদার কি ভিক কব বাটেগি,
মাঙ্গতা হে উম্মিদোয়ার আক্বা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(১১২) আল্লামা কাজেমী ছাহেব আর মদীনার কাঁটা

গাযালিয়ে জামান হযরত আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাজেমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: "মদীনা শরীফের زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا প্রথমবার উপস্থিতির প্রাক্কালে আমার পায়ে একটি কাঁটা বিধল, যার কারণে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো। বের করবো এমন সময় আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর মদীনার কাঁটার প্রতি ভালবাসা স্মরণে এসে গেলো, তখন আমি থেমে গেলাম এবং পা থেকে কাঁটা বের করলাম না, কিছুদিন পর এমনিতেই ব্যথা দূর হয়ে গেলো।" (প্রাগুক্ত)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

উন কি হেরম কে খার কশীদা হেঁ কিস লিয়ে,
আখোঁ মেঁ আয়েঁ সর পে রাহেঁ দিল মেঁ ঘর করেঁ। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

www.dawateislami.net

খারে সাহরায়ে নবী! পাওঁ চে কিয়া কাম তুঝে,
আ মেরি জান মেরে দিল মেঁ হে রাস্তা তেরা। (যওকে নাত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১১৩) আ'লা হযরতের ওফাতের পর দরবারে মুস্তফায় হাজিরী

কুত্‌বে মদীনা হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওফাতের পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে) বলেন: "একবার মুয়াজাহা শরীফে হাজিরী দেওয়ার জন্য মসজিদে নববী শরীফ عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর 'বাবুস সালাম' দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেই দেখলাম যে, আ'লা হযরত, আযীমুল বারাকাত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলীমে শরীয়াত, পীরে তরিকত, বাইছে খাইর ও বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিয আল ক্বারী শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মুয়াজাহা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন আর সালাম পাঠ করছেন। আমি নিকটে গেলে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি মুয়াজাহা শরীফের দিকে চলে গেলাম এবং সালাত ও সালামের উপহার পেশ করে আরয করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে আমার শায়খের (ইমাম আহমদ রযা খাঁনের) সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত করবেন না।" সায়্যিদী কুত্‌বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "আমি মুয়াজাহা শরীফের কদম শরীফের দিকে তাকালে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে বসা অবস্থায় দেখলাম, আমি দৌঁড়ে গিয়ে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কদমবুসি করলাম এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতে ধন্য হলাম।" (প্রাগুক্ত, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

গমে মুস্তফা জিচ কে সিনে মেঁ হে,
গো কাহিঁ ভি রাহে উহ মদীনে মেঁ হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১১৪) কুত্‌বে মদীনা এবং মদীনার গরীব যিয়ারতকারী

হযরত হাকীম মুহাম্মদ মূসা অমৃতসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “যখন আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উপস্থিত ছিলাম, তখন কুত্‌বে মদীনা হযরত মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতেও উপস্থিত হতাম। খাবারের সময় এক দরিদ্র ব্যক্তি আসত এবং খাবার খেয়ে চলে যেতো। একদিন আমি মনে মনে ভাবলাম যে, এ লোকটি অযথা খাবারের সময় চলে আসে এবং হযরতকে কষ্ট দেয়! সেই দিনেই যখন মাহফিল শেষ হলো সায়্যিদী কুত্‌বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন যে, “হাকীম মুহাম্মদ মুসা আমার সাথে দেখা করে যাবেন।” আমি খেদমতে উপস্থিত হলে বললেন: “হাকীম সাহেব! যে অভাবী লোকটি প্রতিদিন খাবার খেতে আসে, তিনি পাকিস্তানের লায়েলপুর শহরের (সরদারাবাদ, ফয়সালাবাদ) একটি মিলের ছোটখাট শ্রমিক, প্রতি বৎসরই তার **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযায়ে আনওয়ারের যিয়ারত নসিব হয়, তিনি বড়ই ভাগ্যবান এবং মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا যিয়ারতকারী, আমি তাই তাকে খাবার খাওয়াই।” (আনোয়ারে কুত্‌বে মদীনা, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

থকা মান্দা হে উয় জু পাওঁ আপনে থোড় কর বেয়ঠা,
উয়হি পৌঁছা হুয়া ঠেহ্‌রা জু পৌঁছা কুয়ে জানাঁ মেঁ। (যওকে নাত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জ্বিনদের ৭টি ঘটনা

(১১৫) কাবা শরীফের তাওয়াফকারী অসংখ্য মহিলা জ্বিন

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: এক রাতে কিছু মহিলাকে কাবা শরীফের তাওয়াফ করতে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই! (কেননা, তারা সাধারণ মহিলাদের মতো ছিলো না) যখন তাওয়াফ শেষ হলো তারা বাইরে চলে গেলো। আমি তাদের পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম, তারা চলতে চলতে এক পর্যায়ে এক নির্জন জঙ্গলে ঢুকে গেলো, সেখানে কিছু বয়স্ক লোক বসে ছিলো, তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো: "হে ইবনে যুবাইর! আপনি এখানে কিভাবে আসলেন?" আমি উত্তর দেয়ার পরিবর্তে তাদেরকেই প্রশ্ন করলাম: "আপনারা কারা?" "তারা বললো: "আমরা হলাম জ্বিন।" আমি মহিলাদের পিছু নেয়ার কারণ বললাম, তারা বললো: "তারা আমাদেরই মহিলা (অর্থাৎ জ্বিন)। হে ইবনে যুবাইর! আপনি কী খেতে পছন্দ করেন?" আমি বললাম: "তাজা পাকা খেজুর।" অথচ সেই মৌসুমে মক্কা শরীফে زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا তাজা খেজুরের কোন নাম গন্ধও ছিলো না। কিন্তু তারা আমার সামনে পাকা তাজা খেজুর নিয়ে এলো। যখন আমি খেয়ে নিলাম তখন বললো: "যেগুলো রয়ে গেছে সেগুলো নিয়ে যান।" হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: "সেই রয়ে যাওয়া খেজুরগুলো নিলাম এবং ঘরে ফিরে এলাম।"

(লুকতুল মরজান ফি আহকামিল জান্, ২৪৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

গমে হায়াত আভি রা'হাতোঁ মেঁ ঢল জায়েঁ,
তেরি আতা কা ইশারা জো হো গেয়া ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১১৬) উজ্জ্বল বর্ণের সাপ

হযরত সায়্যিদুনা আতা বিন আবি রাবাহ্ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: “হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا মসজিদে হারামে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় সাদা এবং কালো বর্ণের এক উজ্জ্বল সাপ এলো, সেটি বাইতুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করল, এরপর মকামে ইব্রাহীমের নিকট এলো এবং মনে হলো যেন নামায আদায় করল, তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا এর পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন: “হে সাপ! মনে হয় তুমি ওমরার সব রোকন পালন করে নিয়েছ এবং আমি তোমার ব্যাপারে এখানকার অজ্ঞ লোকদের নিয়ে ভয় করছি (অর্থাৎ তারা তোমাকে আসল সাপ মনে করে না মেরে ফেলে, কাজেই তুমি এখান থেকে দ্রুত চলে যাও)।” সুতরাং সে ঘুরলো এবং আকাশের দিকে উড়ে গেলো।” (প্রাগুক্ত, ১০১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

কর দেয় হজ্ব কা শরফ আতা ইয়া রব! সবজে গুম্বদ ভি দেয় দিখা ইয়া রব!
ইয়ে তেরি হি তো হে এনায়ত কেহ্, মুঝ কো মক্কে বুলা লিয়া ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮৭ পৃষ্ঠা)

(১১৭) সাপরূপী জ্বিন হাজরে আসওয়াদ চুমু খেলো

হযরত সায়্যিদুনা আবু যুবাইর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: “হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ছাফওয়ান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বাইতুল্লাহ্ শরীফের পাশেই বসে ছিলেন, এমন সময় ‘ইরাকী দরজা’ দিয়ে হঠাৎ একটি সাপ প্রবেশ করল এবং কাবা শরীফের তাওয়াফ করল, অতঃপর হাজরে আসওয়াদের নিকটে এলো এবং এতে চুমু খেল। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ছাফওয়ান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাকে বললেন: “হে জ্বিন! এখন আপনি আপনার ওমরা আদায় করে নিয়েছেন, আমাদের সন্তানেরা আতঙ্কগ্রস্থ কাজেই আপনি ফিরে যান?” সুতরাং সাপটি যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিক দিয়েই ফিরে গেলো।”

(প্রাগুক্ত, ১০০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শরফ দেয় হজ্ব কা মুঝে বাহরে মুস্তফা ইয়া রব!
রাওয়ানা সু'য়ে মদীনা হো কাফেলা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১১৮) পানির নির্দেশনা প্রদানকারী জ্বিন

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর খেলাফত কালে আশিকানে রাসূলের একটি কাফেলা হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হলো, পথিমধ্যে তাঁদের পিপাসা লাগল, একটি কূপ দেখা গেলো কিন্তু এর পানি লবণাক্ত ছিলো। তাই তাঁরা সামনে অগ্রসর হলো, এমনকি সন্ধ্যা হয়ে গেলো কিন্তু পানি পাওয়া গেলো না। কাফেলা সারা রাত পথ চলতে থাকল, এক সময় এক খেজুর গাছের পাশে গিয়ে পৌঁছল, হঠাৎ কালো বর্ণের এক মোটা লোকের উদয় হলো, সে বললো: "হে কাফেলার লোকেরা! আমি **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তায়ালা** ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে এবং মুসলমান ভাইয়ের জন্য তা অপছন্দ করে, যা নিজের জন্য অপছন্দ করে।" তোমরা এখান থেকে সামনে অগ্রসর হও, একটি টিলা দেখতে পাবে, অতঃপর ডান দিকে মোড় নিবে, সেখানে তোমরা পানি পেয়ে যাবে। তাঁদের কেউ বললেন: "**আল্লাহ্**র কসম! আমার মনে হয় এ শয়তান।" অপর একজন তা উপেক্ষা করে বললেন: "শয়তান এ ধরনের কথা বলে না, সে কোন মুসলমান জ্বিনই হবে।" যাই হোক তাঁরা সফর অব্যাহত রাখলেন এবং জ্বিনটির নির্দেশনা অনুযায়ী পানি পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন।" (প্রাগুক্ত, ১০৯ পৃষ্ঠা)

কিসি কে হাত নে মুঝকো সাহারা দেয় দিয়া ওয়ার না,
কাহাঁ মেঁ অউর কাহাঁ ইয়ে রাস্তে পেচীদা পেচীদা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১১৯) গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর হজ্ব কাফেলার রহস্যময় যুবক

শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ একবার তাঁর মুরীদদের কাফেলা নিয়ে হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, কাফেলাটি যখনই কোন মঞ্জিলে গিয়ে উপণীত হতো, তখনই সাদা পোশাক পরিহিত এক রহস্যময় যুবক কোথা থেকে এসে উপস্থিত হয়ে যেতো, সে তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করতো না। হুযুর গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাঁর মুরীদদের ওসীয়ত (নির্দেশ) দিয়েছেন যে, তারা যেন এই "যুবকের" সাথে কথাবার্তা না বলে। কাফেলা মক্কায় শরীফে زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِیۡمًا প্রবেশ করলো এবং একটি ঘরে অবস্থান গ্রহণ করলো। যখন এই হাজীরা ঘর থেকে বের হতেন তখন সেই রহস্যময় যুবকটি ঘরে প্রবেশ করত এবং যখন তারা প্রবেশ করতেন তখন সে বের হয়ে যেতো। একবার সবাই বের হয়ে গেলো কিন্তু কাফেলার এক হাজী সাহেব ওয়াশ রুমে রয়ে গেলেন, ইত্যবসরে সেই রহস্যময় যুবক ঘরে প্রবেশ করলে সেখানে সে কাউকে দেখল না। সে তার থলেটি খুলে একটি আধা পাকা খেজুর বের করে তা খেতে লাগল। হাজী সাহেবটি যখন ওয়াশ রুম থেকে বের হলেন আর তাঁর দৃষ্টি যখন সেই রহস্যময় যুবকটির উপর পড়ল, তখন সে সেখান থেকে চলে গেলো। সেই থেকে সে আর কোন দিন কাফেলার লোকদের নিকট আসেনি। যখন সেই হাজী সাহেবরা হুযুরে গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে এই আশ্চর্যজনক বিষয়টি জানালেন, তখন তিনি বললেন: "এই রহস্যময় যুবকটি সেই জ্বিনদেরই একজন, যারা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে কোরআনে মজীদ শুনেছিলো।"

(লুকতুল মরিজান, ২৩৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

জ্বিন ও ইনসান ও মালাক কো হে ভরোসা তেরা,
সরওয়ারা মারজায়ে কুল হে দরে ওয়ালা তেরা। (যওকে নাত)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১২০) বাগানের জ্বিনেরা

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইসহাক ইব্রাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "আমাদের কাফেলা পবিত্র হেরেমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, কোন কারণে আমি কাফেলা থেকে পৃথক হয়ে গেলাম এবং লাগাতার তিন দিন তিন রাত চলতে থাকলাম, এই সময়ে আমার না ক্ষুধা লাগল না পিপাসা, না কোন ধরনের প্রাকৃতিক ডাক আসলো। অবশেষে আমি সবুজ-শ্যামল, ফুলে-ফলে ভরা এক বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম, সেখানে অনেক ফলজ বৃক্ষ ছিলো, চতুর্দিকে সুরভিত ফুলের সমারোহ এবং মাঝখানে ছোট্ট একটি পুকুর ছিলো। আমি মনে মনে বললাম: "এটি তো যেন জান্নাত।" হঠাৎ উন্নত মানের পোশাক পরিহিত পাগড়ি মাথায় একটি দল এসে গেলো, তারা আমাকে সালাম করল, আমি উত্তর দিলাম, আমার মনে হলো এরা জ্বিন ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, এই জায়গাটাই এক আশ্চর্যময়। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বললো: "আমরা জ্বিন জাতি, একটি বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা 'লাইলাতুল জিনে' **আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তায়ালার** পবিত্র বাণী **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি এবং সেই পবিত্র বাণীর কারণে দুনিয়াবী সকল কাজ আমাদের থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, আর **আল্লাহ্ তায়ালার** ইচ্ছায় এই বনে এই পুকুরটিকে আমাদের জন্য বসবাসের জায়গা বানিয়ে দেওয়া হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, "আমি আমার হজ্বের কাফেলাটিকে যে স্থানে রেখে এসেছি, তা এখান থেকে কত দূর?" আমার কথা শুনে তাদের মধ্য হতে একজন মুচকি হাসলো এবং বললো: "হে আবু ইসহাক! **আল্লাহ্ তায়ালার** জন্যই সকল রহস্য ও গোপনীয়তা, বর্তমানে আপনি যেখানে অবস্থান করছেন, এক যুবক ছাড়া এখানে এ পর্যন্ত কেউ আসেনি আর তাও সে এখানেই মৃত্যুবরন করেছে।" এ কথা বলে সে এক দিকে ইঙ্গিত করে বললো: "এটি তাঁর মাযার।" মাযারটি পুকুরের কিনারায় ছিলো এবং তার চারিদিকে এমন সুন্দর ও সুরভিত ফুল ফোঁটা অবস্থায় ছিলো, যা ইতোপূর্বে

www.dawateislami.net

আমি আর কখনও দেখিনি। আলোচনা অব্যাহত রেখে জ্বিনটি বললো: “আপনি এবং কাফেলার মাঝখানে এত এত মাসের দূরত্ব রয়েছে।” হযরত সায়্যিদুনা আবু ইসহাক ইব্রাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি এসব জ্বিনদের বললাম: “আমাকে সেই মৃত যুবক সম্পর্কে কিছু বলুন।” তখন একজন বললো: “আমরা এখানে পুকুরটির পাশে বসে ‘ভালবাসা’ নিয়ে আলোচনা করছিলাম, আমাদের কথাবার্তা অব্যাহত ছিলো, হঠাৎ এক যুবক আমাদের নিকট আসলো এবং সালাম দিলো। আমরা সালামের উত্তর দিলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: “হে যুবক! আপনি কোত্থেকে এসেছেন?” বললেন: “নিশাপুরের একটি শহর থেকে।” আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনি সেখান থেকে কখন রওয়ানা হয়েছিলেন?” তিনি উত্তর দিলেন: “সাত দিন পূর্বে।” আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনার স্বদেশ ত্যাগ করার কারণ?” তিনি বললেন: “**আল্লাহ্ তায়ালা**র এই বাণী:

وَاَنِيْبُوْۤا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۵۴﴾

(পারা: ২৪, সূরা: যুমার, আয়াত: ৫৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আপন **রবে**র প্রতি প্রত্যাবর্তন করো এবং তার নিকট আত্মসমর্পণ করো এর পূর্বে যে, তোমাদের উপর শাস্তি এসে পড়বে অতঃপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না।

আমরা তার নিকট আরো কিছু প্রশ্ন করেছিলাম, যার উত্তর দিতে দিতে তিনি হঠাৎ একটি চিৎকার দিলেন এবং তাঁর প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর থেকে উড়ে গেলো। আমরা তাঁকে এখানেই দাফন করে দিলাম এবং এটিই তাঁর মাযার (**আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন)।” হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “আমি মরহুম যুবকটির গুণাবলীর কথা শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হলাম এবং ভক্তি সহকারে তাঁর মাযার শরীফের নিকটে গেলাম। তাঁর মাথার দিকে নার্গিস ফুলের একটি তোড়া রাখা ছিলো এবং লেখা ছিলো “هٰذَا قَبْرُ حَبِيْبِ اللهِ قَتِيْلِ الْغَيْرَةِ” অর্থাৎ এটি হলো **আল্লাহ্ তায়ালা**র বন্ধুর কবর, “আত্মসম্মানবোধ” তাকে হত্যা করে। এবং আরেকটি পৃষ্ঠায় اَلْاِنَابَةُ এর অর্থ

www.dawateislami.net

লেখা ছিলো। অতঃপর জ্বিনেরা আমার কাছে উক্ত আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করলে আমিও বলে দিলাম। তারা অত্যন্ত খুশি হলো এবং তাদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো তা শেষ হয়ে গেলো। বললো: "আমরা আমাদের সমস্যার সুন্দর সমাধান পেয়ে গেছি।" হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: "অতঃপর আমার নিদ্রা এসে গেলো, যখন জাগ্রত হই, তখন (মক্কায় শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيمًا) তানঈম নামক স্থানে হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর মসজিদের পাশেই নিজেকে দেখতে পেলাম এবং আমার নিকট একটি "ফুলের তোড়া" ছিলো, যা পুরো বৎসরই সতেজ থাকে। অতঃপর অনেক দিন পর তা আপনা আপনি অদৃশ্য হয়ে গেলো।" (লুকতুল মারজান, ২৪০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তামান্না হে দরখতোঁ পর তেরে রওযে কে জা বেয়ঠে,
কাফাস জিস ওয়াক্ত টোটে তায়েরে রূহে মুকাইয়াদ কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১২১) আশ্চর্যজনক ছোট্ট পাখি

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব এবং হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا দের মাঝে প্রতি বৎসর হজ্বের মৌসুমে মসজিদে খাইফ শরীফে সাক্ষাৎ হতো। এক রাতে ভিড় যখন কম ছিলো এবং অধিকাংশ হাজী সাহেবরা ঘুমিয়ে পড়েছিলো, অবশ্য কিছু হাজী সাহেব এই দুইজনের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন, হঠাৎ আশ্চর্যজনক ছোট্ট একটি পাখি দেখা গেলো এবং হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর এক পাশে মজলিসে বসে গেলো আর সালাম করল, হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তার সালামের উত্তর দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কে?" পাখিটি বললো: "আমি একজন মুসলমান জ্বিন।" জিজ্ঞাসা করলেন: "এখানে কেন এলে?" বললো:

www.dawateislami.net

"আপনি কি পছন্দ করেন না যে, আমি আপনার মজলিসে বসি আর জ্ঞানার্জন করি!" আমাদের মাঝে আপনার কাছ থেকে রেওয়ায়াত বর্ণনাকারী অনেক জ্বিন রয়েছেন, আমরা আপনাদের সাথে অনেক কাজেই অংশগ্রহণ করে থাকি, যেমন; নামায, জিহাদ, রোগী দেখতে যাওয়া, জানাযার নামায এবং হজ্ব ও ওমরা ইত্যাদিতে, তাছাড়া আপনার নিকট জ্ঞানার্জনও করি আর কোরআনে করীমের তিলাওয়াত শুনি।" (কিতাবুল হাওয়াতিফ লি ইবনি আদি দুনিয়া, ২য় খন্ড, ৫২৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৭৭)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আলামে ওয়াজদ মেঁ রকসাঁ মেরা পর পর হোতা,
কাশ! মেঁ গুম্বদে খদ্বরা কা কবুতর হোতা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পশুদের ৯টি ঘটনা

(১২২) হিংস্র প্রাণীও অনুগত হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং হযরত সায়্যিদুনা শায়বান রাঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দুই জনই হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হলে তাঁদের সামনে এক হিংস্র প্রাণী এসে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা শায়বান রাঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে বললেন: "আপনি কি প্রাণীটিকে দেখছেন না?" তখন তিনি বললেন: "ভয় পাবেন না।" অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা শায়বান রাঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কান ধরে চাপ দিলে প্রাণীটি লেজ নাড়তে লাগল, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার লেজটি ধরে ফেললেন, তা দেখে হযরত সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "এটি কি 'খ্যাতি' নয়?" তখন তিনি উত্তর দিলেন: "আমি যদি খ্যাতির ভয় না করতাম, তবে আমার পাথেয় এর পিঠের উপর তুলে দিয়ে মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا নিয়ে যেতাম।" (আর রওজুল ফায়িক, ১০৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শে'র কা খতরা কিয়া শে'র খোদ কাঁপ উঠা!
সা'মনে জব নবী কা গোলাম আ' গেয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

'এটি কি খ্যাতি নয়?' এর ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! হিংস্র প্রাণীরাও আল্লাহ্ ওয়ালাদের অনুগত হয়ে যায়। এই কাহিনীটিতে প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বুযুর্গ, মহান আলিম ও মুহাদ্দিস সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জিজ্ঞাসা করাটা মানুষকে সায়্যিদুনা শায়বান রাঈ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সম্পর্কে সুখ্যাতি অর্জনের লোভজনিত কুধারণা থেকে বাঁচানোর জন্যই ছিলো এবং প্রশ্নটির উত্তর তিনি নিজেও কত সুন্দরই না দিয়েছেন! যাই হোক, এগুলো উচ্চ মর্যাদার বুযুর্গদেরই বিষয়। এসব বুযুর্গরা একনিষ্ঠতার আদর্শ আর একে অপরের বাতেনী সংশোধনের প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন।

(১২৩) সিংহ পথ দেখিয়ে দিলো

হযরত সায়্যিদুনা সাফীনা رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ রোমের ভূখন্ডে জিহাদের প্রাক্কালে ইসলামী সৈন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং সৈন্যদের খোঁজে দৌঁড়ে চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বন থেকে এক সিংহ বের হয়ে তাঁর সামনে চলে আসল, তিনি رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ উচ্চ স্বরে বললেন: "يَا اَبَا الْحَارِثِ! اَنَا مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ হে আবুল হারিছ! (এটি সিংহের উপনাম) আমি রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলাম। আমি ইসলামী সৈন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি এবং সৈন্যদের খোঁজ করছি।" এই কথা শুনেই সিংহ লেজ নাড়তে নাড়তে তাঁর পাশেই এসে দাঁড়িয়ে গেলো এবং তাঁকে সাথে নিয়ে বিরামহীন চলতে লাগল, এক পর্যায়ে তারা ইসলামী সৈন্যদল পর্যন্ত পৌঁছে গেলো, এরপর সিংহটি ফিরে গেলো। (মিশকাত, ২য় খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৯৪৯)

শে'র কা খতরা কিয়া! উহ বিগাড়ে গা কিয়া!
সা'মনে জব নবী কা গোলাম আ' গেয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১২৪) কোরআনে করীমের সম্মানকারী বানরের ঘটনা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**মলফুযাতে আ'লা হযরত**" এর ৪৭৭ থেকে ৪৭৮ পৃষ্ঠায় আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর বর্ণনা হচ্ছে: "একবার নান্নে মিয়া (অর্থাৎ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সবচেয়ে ছোট ভাই আল্লামা মুহাম্মদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه) তাঁর ছাদে কোরআনে মজিদ পাঠ করছিলেন, সামনের দেওয়ালে একটি বানর বসে ছিলো, তিনি কোন কাজে উঠে গেলেন, বানরটি দৌঁড়ে সামনের দেওয়ালে গেলো এবং ওপারে যেতে চাইছিলো, কোরআনে পাকের সামনে আসতেই, কোরআনে পাককে সিজদা করলো এবং নিজের পথে চলে গেলো।"

চান্দ শক হো পে'ড় বোলেঁ, জানোয়ার সিজদা কারেঁ,
বা'রাকাল্লাহ্ মারজায়ে আ'লম এহি সরকার হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১২৫) প্রিয় নবীর দরবারে সাহায্যের আবেদন

এক পাকিস্তানী হাজী সাহেব মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উপস্থিত হয়ে যে স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন, সেখানে একটি বিড়াল থাকত, যা প্রতিদিন তার কাছে আসতো এবং তিনিও সেটিকে আদর করতেন। হাজী সাহেবের মনে মদীনার বিড়ালটি স্থান করে নিল এবং তিনি সেটিকে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়ার নিয়্যত করে নিলেন। নিরাপদ ভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি একটি খাঁচারও ব্যবস্থা করলেন, যখন মদীনা শরীফ ত্যাগের হৃদয় বিদারক

www.dawateislami.net

সময় যতই ঘনিয়ে আসল, আর মদীনা শরীফের শেষ রাতটি এসে গেলে তখন হাজী সাহেবটি **রাসূলে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে বিদায়ী সালাম পেশ করলেন এবং ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। স্বপ্নে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়া করে দীদার দান করলেন, মোবারক ঠোঁটদ্বয় নড়ে উঠল, রহমতের ফুল ঝরতে লাগল, শব্দমালা কিছুটা এরূপ ছিলো: "আপনি সুন্দরভাবে বিদায় নিবেন, কিন্তু আমার বিড়ালটিকে সাথে নিয়ে যাবেন না। এটি কয়েক দিন ধরে আমার দরবারে ধর্ণা দিয়ে বলছে: 'আমাকে বাঁচান! মদীনা ছাড়তে হচ্ছে।" (মদীনাতুর রাসূল, ৪১৯ পৃষ্ঠা)

সববে উফ্'রে রহমত মেরি বে জবানিয়াঁ হেঁ,
না ফুগাঁ কে ঢং জানোঁ না মুঝে পুকার আয়ে। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১২৬) শাহানশাহে মদীনা হুযুর ﷺ এর দরবারে হরিণীর আহাজারি

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তখন মরুভূমিতে ছিলেন। হঠাৎ কেউ উচ্চস্বরে ডাক দিলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন কিন্তু কাউকে দেখা গেলো না। অতঃপর অন্য দিকে চেহারা ফিরালেন, তখন বন্দী অবস্থায় একটি হরিণী দেখতে পেলেন, হরিণীটি আরয করলো: "اُدْنُ مِنِّىْ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!" অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার নিকটে তাশরীফ আনুন।" **আল্লাহ্র হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাছে গিয়ে ইরশাদ করলেন: "مَا حَاجَتُكِ؟ অর্থাৎ তোমার কী চাই?" হরিণীটি বললো: "ঐ পাহাড়ে আমার দুইটি বাচ্চা রয়েছে, আপনি আমাকে মুক্ত করে দিন আমি সেই বাচ্চা দুটিকে দুধ পান করিয়ে আপনার খেদমতে পুনরায় ফিরে আসব।" ইরশাদ করলেন: "তুমি

www.dawateislami.net

এরূপ করবে তো?” হরিণীটি আরয করলো: “আমি যদি এরূপ না করি, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে ‘এশার’ এর শাস্তি দেবেন। (‘এশার’ বলা হয় এমন গর্ভবতী উটনীকে, যার দশ মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও বাচ্চা প্রসব হয় না আর সেই বেচারীর উপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। যার কারণে সে কষ্টে অতীষ্ঠ হয়ে কাতরায়, চিৎকার, চেঁচামেচি করে)। এবার **খাতামুন্নবিয়্যীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হরিণীটিকে মুক্ত করে দিলেন। সে গিয়ে বাচ্চাদেরকে দুধ পান করাল এবং এরপর সে ফিরে এলো। **নবী পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে পুনরায় বেঁধে দিলেন। ততক্ষণে গ্রাম্য লোকটি ঘুম থেকে জাগল এবং সে **তাঁকে** দেখে আরয করলো: “**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার কি কোন কাজ আছে?” ইরশাদ করলেন: “হ্যাঁ, এই হরিণীটিকে ছেড়ে দাও।” সে সেটিকে ছেড়ে দিলো। হরিণীটি মনের সুখে দৌঁড়তে দৌঁড়তে চলে যাচ্ছিল এবং বলছিলো: “اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰه (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্** ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং নিশ্চয় আপনি **আল্লাহ্**র রাসূল।)

(আল মু’জামুল কবীর, ২৩তম খন্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৭৬৩। আল খাসায়িসুল কুবরা, ২য় খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা)

হাঁ এহিঁ করতি হেঁ চিড়িয়াঁ ফরিয়াদ, হাঁ এহিঁ চাহতি হে হিরণি দাদ,
ইসি দর পর কুতারানে নাশাদ, গেলায়ে রঞ্জ ও আনা করতে হেঁ।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১২৭) উট কাবা শরীফের তাওয়াফ করলো, তারপর ...

৮১৫ হিজরির ঘটনা, একটি উট মালিকের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে পালিয়ে গিয়ে মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا গিয়ে পৌঁছল এবং সোজা মসজিদে হারামে ঢুকে পড়ল, লোকেরা ধরতে চাইল, কিন্তু কেউ ধরতে পারল না। উটটি পবিত্র কাবা শরীফের চতুর্দিকে ৭টি চক্কর দিলো। এরপর হাজরে আসওয়াদে ঠোঁট লাগিয়ে রাখল। এরপর মীযাবে রহমতের সামনে গিয়ে

www.dawateislami.net

দাঁড়াল, এর চোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রুর ফোঁটা পড়ছিলো, এভাবে কাঁদতে কাঁদতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং প্রাণবায়ু বের হয়ে গেলো। লোকেরা উটটিকে সসম্মানে উঠিয়ে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দাফন করে দিলো। (কিতাবুল হজ্ব, পৃষ্ঠা ১১৪) (সেই যুগে বর্তমানকার মতো ছিলো না, সেখানে দাফন করা সম্ভব ছিলো। শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه "বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন" কিতাবের ২৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা ইমাম নাসায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানেই সমাহিত)।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তাসাদ্দুক হো রহে হেঁ লাখোঁ বন্দে গির্দ ফির ফির কর,
তাওয়াফে খানায়ে কা'বা আজব দিলচস্প মন্জর হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(১২৮) উটেরা প্রিয় নবী ﷺ কে সিজদা করলো

গীলান বিন সালমা ছকফী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "আমরা কোন এক সফরে **মাহবুবে রব্বে আকবর, মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গে ছিলাম, আমরা এক আশ্চর্য ঘটনা দেখলাম। (তা হলো) আমরা এক মঞ্জিলে পৌঁছলাম, সেখানে একটি লোক এসে আরয করলো: "ইয়া **নবিয়াল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার একটি বাগান রয়েছে, যা আমার এবং আমার পরিবারের আয়ের উৎস, এতে আমার দুইটি উট কূপ থেকে পানি উঠাবার কাজে ব্যবহৃত হতো, সেই উট দুইটি পাগল হয়ে গেছে, কাউকে কাছে আসতে দিচ্ছে না, কাউকে বাগানে রাখতেও দিচ্ছে না, কারো সাধ্যও নাই যে কাছে যাবে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে নিয়ে বাগানে গেলেন। ইরশাদ করলেন: "খুলে দাও।" আরয করা হলো: "**ইয়া নবিয়াল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ওদের বিষয়টি এর

www.dawateislami.net

চেয়েও কঠিন।” ইরশাদ করলেন: “খুলে দাও।” দরজা নাড়তেই উট দুইটি চেঁচামেচি করে বাতাসের মত ঝাপটা মেরে দরজা খুলল এবং উট দুইটি যখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখল সাথে সাথেই সিজদায় অবনত হয়ে গেলো! **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের মাথা ধরে মালিকের নিকট সমর্পন করলেন এবং ইরশাদ করলেন: “এগুলো দিয়ে কাজ করাও এবং ভালভাবে খাবার দিও।”

উপস্থিতিরা আরয করলো: “**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! চতুষ্পদ জন্তু **হুযুর**কে সিজদা করেছে, অথচ **হুযুরে**র মাধ্যমে আমাদের উপর তো **আল্লাহ্ তায়ালার** উত্তম নেয়ামত রয়েছে, **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরকে গোমরাহী থেকে পথের দিশা দিয়েছেন এবং **হুযুরে**র মাধ্যমেই আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে মুক্তি দিয়েছেন। **হুযুর** কি আমাদের অনুমতি দেবেন না যে, আমরাও **আপনাকে** সিজদা করবো, **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “সিজদা আমার জন্য নয়, তা তো সেই চিরন্তন ও চিরঞ্জীবের জন্য, যিনি কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না, আমার উম্মতদের মধ্যে কাউকে যদি সিজদার আদেশ দিতাম, তবে স্ত্রীদের বলতাম তাদের স্বামীদের সিজদা করতে।” (দালায়িলুন্নবুয়ত, ২২৮ পৃষ্ঠা)

মালাক ও জ্বিন ও বাশার পড়তে হেঁ কলমা উন কা,
জানোয়ার সঙ্গ ও শজর করতে হেঁ চর্চা উন কা। (কাবালায়ে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১২৯) প্রিয় নবীর বিরহে প্রাণ উৎসর্গকারী দুই বাকশক্তিহীন প্রাণী

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের কারণে মানুষ ও জ্বিনের পাশাপাশি বাকশক্তিহীন প্রাণীও বিরহে শোকাহত হয়ে পড়ে। (১) এক দীর্ঘকর্ণ (অর্থাৎ গাধা) যার উপর **নবী পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় সময় আরোহন করতেন, বিরহ বেদনায় ব্যাকুল হয়ে একটি কূপে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দেয়। (২) **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ

www.dawateislami.net

উটনীও **প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে থাকতো, পানাহার ছেড়ে দিল এবং সেও এভাবে অনাহারে প্রাণ দিয়ে দিলো। (মাদারিজুন্নবুয়ত, ২য় খন্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা)

উন কে দর পর মওত আ জায়ে তো জী জাওঁ হাসান,
ইন কে দর সে দূর রেহ কর জিন্দেগী আচ্ছী নেহিঁ। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৩০) প্রিয় নবীর আস্তানার প্রতি হেরেম শরীফের কবুতরদের ভালবাসা

কুত্বে মদীনা সায়্যিদী ও মুর্শিদী হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "একবার ব্যবস্থাপনা পরিষদ মসজিদে নববী শরীফের নূরানী হেরেমকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার সিদ্ধান্ত নিল যে, হেরেম শরীফে কবুতরদের খাবারের জন্য শষ্য ছিটানো যাবে না, তবেই কবুতরগুলো খাবারের জন্য অন্যত্র চলে যাবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলো এবং অনেক দিন যাবৎ শষ্য ছিটানো হলো না, কিন্তু কবুতরদের সবুজ গুম্বদের প্রতি ভালবাসার মাত্রা এমন ছিলো যে, ক্ষুধায় মারা যাচ্ছিল, কিন্তু তারা **প্রিয় মাহবুব, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আস্তানা ছেড়ে যেতে প্রস্তুত ছিলো না। মদীনাবাসীরা স্বচক্ষে এই ইশ্ক ও ভালবাসায় ভরা দৃশ্য দেখল, অতঃপর পুরো দুনিয়ায় এই ব্যাপারটি প্রসিদ্ধি লাভ করলে লোকেরা প্রসাশনকে তারবার্তা প্রেরণ করল এবং জোর তাগাদা দিলো, তখন প্রসাশন পুনরায় পূর্বের ন্যায়ই কবুতরদের শষ্য দেওয়া শুরু করল।" (আনোয়ারে কুত্বে মদীনা, ৫৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উহ মদীনে কে পেয়ারে কবুতর, জব নজর আয়ে তুঝ কো বেরাদর,
উন কো থোড়ে সে দানা খিলা কর, তু সালাম মেরা রো রো কে কেহনা।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৯২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মকামে ইবরাহীম | হাজরে আসওয়াদ | ছওর গুহা | হেরা গুহা | উহুদ পাহাড় | মেহরাবে নববী | মিম্বরে রাসূল | মসজিদে খায়ফ | মসজিদে জ্বিন | মসজিদে জিয়ারানা | মসজিদে নিমরাহ | মসজিদে গামামাহ | মসজিদে কুবা | মসজিদে আহযাব

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মক্কার যিয়ারত সমূহ

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুযুর পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালবাসা পোষণকারী দুইজন (ব্যক্তি) যখন পরস্পর সাক্ষাতে মিলিত হয় ও মুসাহাফা করে এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, তবে তারা পরস্পর পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।”

(মুসনদে ইমাম আবি ইয়ালা, ৩য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৯৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মক্কা শরীফের ফযীলত সমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মক্কা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا বড়ই বরকতময় এবং মর্যাদাপূর্ণ শহর, সকল মুসলমানই এর হাজিরীর আকাঙ্ক্ষা করে এবং এটিকে দেখার আকাংখায় অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় আর যদি সাওয়াবের নিয়্যত থাকে, তবে নিঃসন্দেহে মক্কা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর দীদারের ইচ্ছাও ইবাদত। মক্কা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর যিয়ারতের আলোচনা করার পূর্বে **আল্লাহ্ তায়ালার** এই প্রিয় শহরটির ফযীলত সম্পর্কে জেনে নিন, যেন মনের মাঝে এর প্রতি ভক্তি ও আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পায়।

ওয়াহাঁ পেয়ারা কাবা ইয়াহাঁ সবজে গুম্বদ,
উহ মক্কা ভি মিঠা তো পেয়ারা মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মক্কা শরীফ হলো নিরাপদ শহর

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মক্কা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনটি প্রথম পারার সূরা বাকারার ১২৬ নম্বর আয়াতে রয়েছে:

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا

(পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১২৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যখন ইব্রাহীম আরয করলেন: হে আমার প্রতিপালক! এ শহরকে নিরাপদ করে দাও!

৩০ পারার সূরা বালাদের প্রথম আয়াতে রয়েছে:

لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ﴿۱﴾

(পারা: ৩০, সূরা: বালাদ, আয়াত: ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমায় এ শহরের শপথ,

(অর্থাৎ মক্কা শরীফের) (খাযায়িনুল ইরফান, ১১০৪ পৃষ্ঠা)

মক্কা শরীফের ১০টি নাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর অনেক নাম কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে, তন্মধ্য থেকে দশটি নাম হলো: (১) আল বালাদ (২) আল বালাদুল আমীন (৩) আল বালাদাহ্ (৪) আল করয়াহ্ (৫) আল কাদেছিয়াহ্ (৬) আল বাইতুল আতীক (৭) মা'আদ (৮) বাক্কাহ্ (৯) আর রা'সু (১০) উম্মুল কোরা। (আল আকদুস সামীন ফি তারিখিল বালাদিল আমীন, ১ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)

মক্কা শরীফের রমযান

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "رَمَضَانُ بِمَكَّةَ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ مَكَّةَ অর্থাৎ মক্কায় রমযান কাটানো, মক্কা ছাড়া অন্যত্র হাজার রমযান কাটানোর চাইতেও উত্তম।"

(জমউল জাওয়ামে, ৪র্থ খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৫৮৯)

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মানাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ উক্ত হাদীস শরীফের টীকায় লিখেছেন: মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا অবস্থানপূর্বক রমযান মাসের রোযা রাখা মক্কা ছাড়া অন্যত্র হাজারো রমযান মাসের রোযা রাখার চেয়েও উত্তম। কেননা, **আল্লাহ্ তায়ালা** এই মক্কাকেই নিজের ঘরের জন্য নির্বাচন করেছেন, নিজের বান্দাদের জন্য এতে হজ্বের স্থান বানিয়েছেন, এটিকে নিরাপদ হেরেম বানিয়েছেন এবং একে অনেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে ধন্য করেছেন। (ফয়যুল কদীর, ৪র্থ খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪৭৮)

পাক ঘর কে তাওয়াফ ওয়ালোঁ পর,
বারিশ আল্লাহ্ কে করম কি হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মক্কা শরীফ হুযুর ﷺ এর প্রিয়

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আদী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: আমি **হুযুর তাজেদারে রিসালত** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখলাম যে, **তিনি** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'হাযওয়ারাহ্' নামক স্থানে নিজের উটের উপর বসে ইরশাদ করছিলেন: "**আল্লাহ্**র কসম! তুমি **আল্লাহ্ তায়ালা**র সকল ভূখন্ডের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভূখন্ড এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র সকল ভূখন্ডের মধ্যে তুমিই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। **আল্লাহ্**র কসম! আমাকে যদি এই ভূমি থেকে বের করে দেয়া না হতো, তবে আমি কখনো এই ভূমি ছেড়ে যেতাম না।"

(ইবনে মাজাহ, ৩য় খন্ড, ৫১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১০৮)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ উক্ত হাদীসের আলোকে '**নুযহাতুল ক্বারী**'তে লিখেছেন: এই উক্তিটি করা হয়েছে হিজরতকালেই, তখনো **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদস্পর্শে পবিত্র মদীনা ধন্য হয়নি, তখনো পর্যন্ত মক্কা দুনিয়ার সমস্ত ভূখন্ড সমূহের মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ ছিলো, কিন্তু **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন মদীনা শরীফ তাশরিফ নিয়ে আসলেন তখন এই সৌভাগ্য তারই অর্জিত হলো।

(নুযহাতুল ক্বারী, ২য় খন্ড, ৭১১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ **'মিরআতুল মানাজীহ্'** কিতাবে লিখেছেন: অধিকাংশ ওলামাগণের দৃষ্টিতে মক্কা শরীফ মদীনা শরীফের থেকে উত্তম এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় ভূমি। তাঁরা এই হাদীসটিকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দৃষ্টিতে মদীনা শরীফ মক্কা শরীফ থেকে উত্তম। তিনি এই হাদীস সম্পর্কে বলেন: এতে প্রাথমিক অবস্থার কথাই উল্লেখ আছে, পরবর্তীতে **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট মদীনা শরীফই বেশি প্রিয় হয়ে গিয়েছিলো। ফতোয়া হলো; মক্কা শরীফ মদীনা শরীফের থেকে উত্তম, কিন্তু আশিকদের দৃষ্টিতে মদীনা শরীফের উত্তম। কেননা, তা হলো **প্রিয় মাহবুবের**ই আরাম করার স্থান।

(মিরআতুল মানজীহ্, ৪র্থ খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)

মক্কে সে ইস লিয়ে ভি আফজল হুয়া মদীনা,
হিস্‌সে মেঁ ইস কে আয়া মিঠে নবী কা রওযা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মক্কা শরীফ উত্তম নাকি মদীনা শরীফ!

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'মলফূযাতে আ'লা হযরত'** এর ২৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে; **প্রশ্ন:** হুযুর! মদীনা তাইয়্যেবায় এক নামাযে পঞ্চাশ হাজার নামাযের সাওয়াব, অথচ মক্কায়ে মুয়াজ্জামায় এক লক্ষ নামাযের, এতে মক্কায়ে মুকাররমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় না? **উত্তর:** অধিকাংশ হানাফী ওলামাদের এটিই মত এবং ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মতে মদীনাই শ্রেষ্ঠ এবং এই মত আমীরুল মুমিনীন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এরও। এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বললেন: মক্কা শরীফ শ্রেষ্ঠ। (সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) বললেন: তুমি কি বলতে চাও যে, মক্কা মদীনা থেকে উত্তম? তখন তিনি বললেন: وَاللهِ! بَیۡتُ اللهِ وَحَرَمُ اللهِ। বললেন: আমি

www.dawateislami.net

'بَيۡتُ الله' আর 'حَرَمُ الله' নিয়ে কিছুই বলতে চাই না। তুমি কি বলতে চাও যে, মদীনা থেকে মক্কা উত্তম? সাহাবী বললেন: 'বখোদা খানায়ে খোদা ও হেরমে খোদা'। বললেন: আমি 'খানায়ে খোদা' ও 'হেরমে খোদা' নিয়ে কিছু বলছি না। তুমি কি বলতে চাও যে, মদীনা থেকে মক্কা উত্তম? (আল মুয়াত্তা, ২য় খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা. হাদীস: ১৭০০) সেই সাহাবী একই কথা বলতে রইলেন আর আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ ও এ-কথাই বলতে রইলেন এবং এটিই আমার (অর্থাৎ আ'লা হযরতের) মত। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلۡمَدِيۡنَةُ خَيۡرٌ لَّهُمۡ لَوۡ كَانُوۡا يَعۡلَمُوۡنَ অর্থাৎ মদীনা তাদের জন্য উত্তম, যদি তারা জানে। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৭৫) অপর হাদীসটি প্রকাশ্য প্রমাণ যে, ইরশাদ হচ্ছে: اَلۡمَدِيۡنَةُ خَيۡرٌ مِّنۡ مَّكَّةَ অর্থাৎ মদীনা মক্কা থেকে উত্তম। (মু'জামুল কবীর, ৪র্থ খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪৫০)

সাওয়াবে পার্থক্য কেন?

সাওয়াবে পার্থক্য হওয়ার কারণ স্বরূপ যে সুন্দর উত্তরটি শায়খ মুহাক্কিক আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ দিয়েছেন তা কতইনা সুন্দর; মক্কায় পরিমাণ বেশি এবং মদীনায় মূল্য বেশি। (জযবুল কুলূব, ১৮ পৃষ্ঠা) ওখানে পরিমাণটা বেশি এবং এখানে মূল্য বেশি। মনে করুন যে, এক লক্ষ টাকা বেশি না কি পঞ্চাশ হাজার টাকা বেশি? গুণতে গেলে এটি (অর্থাৎ এক লক্ষ টাকা) বেশি দ্বিগুণ এবং মূল্য এর (পঞ্চাশ হাজার আশরাফীর) দশগুণ বেশি। মক্কা শরীফে যেভাবে একটি নেকী লক্ষ নেকী হয়ে যায়, তেমনি একটি গুনাহও লক্ষ গুনাহের সমান এবং সেখানে (মক্কা শরীফে) গুনাহের ইচ্ছা করলেও গুনাহ, যেমনিভাবে সাওয়াবের ইচ্ছা করলে সাওয়াব। পক্ষান্তরে মদীনা শরীফে নেকীর ইচ্ছা করলে সাওয়াব, কিন্তু গুনাহের ইচ্ছা করলে গুনাহ হয় না। আর গুনাহ করলেও একটিই গুনাহ এবং নেকী করলে হয় পঞ্চাশ হাজার নেকী। "خَيۡرٌ لَّهُمۡ" (অর্থাৎ তাদের জন্য উত্তম) হাদীস শরীফের এই উক্তিটির ইঙ্গিত সেই দিকেই হওয়াতে আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তাদের জন্য মদীনাই উত্তম। (মলফূযাতে আ'লা হযরত, ২৩৬, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**র ১০ম খন্ডের ৭১১ পৃষ্ঠায় লিখেন: সেই পবিত্রতম মাটি অর্থাৎ যে মাটি **নবী**র নূরানী শরীর মোবারক ধারণ করে রেখেছে পবিত্র কাবা তো নয় বরং আরশে মুয়াল্লা থেকেও উত্তম। তবে মাযার শরীফের উপর দিকের অংশ এতে অন্তর্ভূক্ত নয়। কাবা শরীফ মদীনা শরীফ থেকে উত্তম, হ্যাঁ এই কথাটিতে মতানৈক্য রয়েছে যে, 'পবিত্রতম রওযার মাটি ব্যতীত মদীনার অন্য সব স্থান এবং কাবা শরীফ ব্যতীত মক্কার অন্য সব স্থান' এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? অধিকাংশের মতে শেষোক্তটি উত্তম (অর্থাৎ মক্কা শরীফ উত্তম) আর নিজের মতামত হচ্ছে প্রথমোক্তটি (অর্থাৎ মদীনা শরীফ উত্তম) এবং ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এরও একই মত। তাবারানীর হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে: اَلْمَدِیْنَةُ اَفْضَلُ مِنْ مَّکَّةَ অর্থাৎ মক্কা থেকে মদীনা উত্তম। (মুজামুল কবীর, ৪র্থ খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪৫০) وَاللهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৭১১ পৃষ্ঠা)

মক্কায়ে পাক পর মদীনে পর, বারিশ আল্লাহ্ কে করম কি হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মক্কা শরীফের ভূখন্ড কিয়ামত পর্যন্ত হেরেম

হযরত সায়্যিদাতুনা ছাফিয়া বিনতে শায়বা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, কাসিমে নেয়ামত** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা বিজয়ের দিন খুতবা দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেন: "হে লোকেরা! এই নগরীকে সেই দিন থেকে **আল্লাহ্ তায়ালা** হেরেম বানিয়েছেন যেদিন **তিনি** আসমন ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, অতএব **আল্লাহ্ তায়ালা** কর্তৃক হারাম ঘোষণার কারণে এই ভূখন্ডটি কিয়ামত পর্যন্ত হেরেমই (অর্থাৎ সম্মানিতই) থাকবে।" (ইবনে মাজাহ্, ৩য় খন্ড, ৫১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১০৯)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের পাদটীকায় লিখেন: অর্থাৎ এই পবিত্র নগরী হেরেম শরীফ হওয়া কেবল ইসলামেই নয়, বরং এটি একটি পুরাতন বিষয়, প্রতিটি ধর্মেই এটি সম্মানিত ছিলো, মদীনা শরীফ হেরেম হওয়ার যে বিষয়টি তা হচ্ছে, হযরত ইব্রাহীম عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام মক্কা শরীফকে হেরেম বানিয়েছেন, এখানে এর মর্ম হচ্ছে, এর হেরেম হওয়ার ঘোষণা হযরত ইব্রাহীম عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام দিয়েছিলেন। কেননা, নূহ عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর তুফানের সময় যখন বাইতুল মামুরকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হলো তখন লোকেরা এখানকার সম্মান ইত্যাদি ভুলে যায়, হযরত ইব্রাহীম খলীল عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পুনরায় এর ঘোষণা করেছিলেন। (হাদীস শরীফের) اِلٰی یَوۡمِ الۡقِیَامَةِ (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) বলে এই কথাই বলা হয়েছে যে, এর সম্মান কখনো রহিত হবে না। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৪র্থ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা)

ঠান্ডি ঠান্ডি হাওয়া হেরম কি হে, বারিশ আল্লাহ্ কে করম কি হে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফে দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না

মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "لَا یَدۡخُلُ الدَّجَّالُ مَکَّةَ وَلَا الۡمَدِیۡنَةَ অর্থাৎ মক্কা ও মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।" (মুসনদে আহমদ বিন হাম্বল, ১০ম খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬১০৬)

মক্কা শরীফের গরমের ফযীলত

নবীদের সুলতান, সরদারে দো'জাহান, হুযুর صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنۡ صَبَرَ عَلٰی حَرِّ مَکَّةَ سَاعَةً مِّنۡ نَهَارٍ تَبَاعَدَتۡ مِنۡهُ النَّارُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দিনের কিছু সময় মক্কার গরমে ধৈর্যধারণ করবে, জাহান্নামের আগুন সেই ব্যক্তি হতে দূরে সরে যায়।" (আখবারু মক্কা, ২য় খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫৬৫)

www.dawateislami.net

মক্কা শরীফে অসুস্থ হওয়া লোকের প্রতিদান

হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন জোবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: "যে ব্যক্তি মক্কায় এক দিনের জন্য অসুস্থ হয়ে যাবে, তাকে **আল্লাহ্ তায়ালা** সেরূপ নেক আমলের সাওয়াব দান করেন, যা সে সাত বৎসর ধরে করে আসছে (কিন্তু অসুস্থতার কারণে করতে পারেনি) আর সে যদি মুসাফির হয়ে থাকে, তবে তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (প্রাগুক্ত)

মক্কা শরীফে মৃত্যু বরণকারীর হিসাব নিকাশ হবে না

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তির হজ্ব বা ওমরা করার নিয়্যত ছিলো এবং সেই অবস্থায় সে হারামাইন অর্থাৎ মক্কা বা মদীনায় মারা গেলো, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে কিয়ামতের দিন এমন ভাবে উঠাবেন যে, তার কোন হিসাব নিকাশও হবে না, তার উপর কোন আযাবও হবে না।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "بُعِثَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত লোকদের সাথে উঠানো হবে।"

(মুছান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক, ৯ম খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৪৭৯)

আমেনা কে মক্কাঁ পে রোজ ও শব, বারিশ আল্লাহ্ কে করম কি হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মক্কা শরীফে সতর্কতা অবলম্বন করুন!

মক্কা শরীফে زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا সর্বদা রহমতের রিমঝিম বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে, দয়া ও অনুগ্রহের দরজা কখনো বন্ধ হয় না, প্রার্থনাকারী কখনো বঞ্চিত ফিরে না, হেরেমে মক্কা শরীফে একটি নেকী এক লক্ষ নেকীর সমান, এটিও মনে রাখতে হবে যে, এখানকার একটি গুনাহও এক লক্ষ গুনাহের সমান। আফসোস! শত কোটি আফসোস!! এ কথা জানা সত্ত্বেও অকাতরে গুনাহ করা হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ, ৪৫° ডিগ্রী কোণের মধ্যে কিবলার দিকে

www.dawateislami.net

পিঠ দিয়ে ইস্তিন্‌জা (প্রস্রাব-পায়খানা) করা হারাম, তাছাড়াও কুদৃষ্টি, দাঁড়ি মুন্ডানো, গীবত, চুগোলখোরী, মিথ্যা, ওয়াদা খেলাফী, শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে কোন মুসলমানের মনে কষ্ট দেওয়া, রাগের গুনাহে ভরা পরিণতি, কষ্টদায়ক কটুবাক্য ব্যবহার করা ইত্যাদি গুনাহের কাজগুলো করার সময় অধিকাংশ লোকের এই কথাটুকু অনুভূতি হয় না যে, আমরা জাহান্নামের পাথেয়ই তো তৈরি করছি। আহ! হেরেমে মক্কা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا যদি কেবল একটি বার মিথ্যা বলে থাকি, শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে কোন মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, একবার গীবত বা চুগোলখোরী করে থাকি, তবে অন্য কোন জায়গায় যেন এসব গুনাহ এক লক্ষবার করেও হয়ে গেলো! সম্ভবত স্বদেশে সারা জীবনেও এসব গুনাহ লক্ষ বার করতে পারবে না! এর অর্থ কখনো এই নয় যে, مَعَاذَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্বদেশে গুনাহ করা যাবে, নিঃসন্দেহে স্বদেশে গুনাহ করাও জাহান্নামের আযাব টেনে আনে, নিশ্চয় আগুনের সামান্য শিখাও অনেক বড় বড় গুদাম পুড়িয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট।

মক্কা শরীফে বসবাস করা কেমন?

মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا সেই ব্যক্তিই থাকতে পারবে, যার পুরোপুরি ধারণা রয়েছে যে, এখানকার মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা তার দ্বারা সম্ভব হবে, নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারবে। কোটি কোটি হানাফীদের ইমাম সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ যিনি সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সোনালী যুগ পেয়েছেন এবং তাবেয়ী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, সেই পরিশুদ্ধি ও উন্নয়নের (নেকী ও কল্যাণের) যুগে লোকজনকে সেখানে অসাবধানী দেখাতে হেরেমে (মক্কা শরীফে) বসবাস করা মাকরূহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁরই মুকাল্লিদ, হিজরি একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত হানাফী ইমাম হযরত সায়্যিদুনা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ইমাম আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর উক্তির উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ কর্তৃক হেরেমে মক্কায় বসবাস (স্থায়ী

www.dawateislami.net

বসবাস) করাকে মাকরূহ বলা তাঁর যুগের বিবেচনায় ছিলো, বর্তমানে এখানে যারা বসবাস করছে তাদের যা অবস্থা আমরা দেখেছি যে, হারাম উপায়ে উপার্জনও করে যাচ্ছে এবং এই মর্যাদাবান মহান পূণ্যভূমির আদব রক্ষা করতে পারছে না, সায়্যিদুনা ইমাম আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যদি বর্তমানের এই অবস্থা দেখতেন, তবে নিঃসন্দেহে এখানে (অর্থাৎ হেরেমে মক্কায়ে মুকাররমা) বসবাস করাকে হারাম বলতেন। (আল মাসলাকুল মুত্তাকাসিত ফিল মানসাকিল মুতাওয়াসসিত, ৪৯০ পৃষ্ঠা)

মক্কায় বসবাসের যোগ্য ব্যক্তি

এটাও হিজরি একাদশ শতকের অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সোয়া তিন'শ বৎসর পূর্বের কথা আর এখন ...? মক্কা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا আদব রক্ষা করা সম্পর্কে আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার** ১০ম খন্ডের ৬৮৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: (মাদখাল প্রণেতা হযরত আল্লামা) শায়খ আবদারী কিছু অলী সম্পর্কে এও উদ্ধৃতি করেছেন যে, তিনি চল্লিশ বৎসর যাবৎ মক্কা শরীফে বসবাস করেছিলেন, কিন্তু মক্কার হেরেমে (যা কয়েক মাইল প্রশস্থ) প্রস্রাব করতেন না এবং না সেখানে শুতেন। অতঃপর বললেন: এমন লোকদের জন্য স্থায়ীভাবে বসবাস মুস্তাহাব, কিংবা তাদের জন্য অনুমতি দেয়া যেতে পারে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৬৮৯ পৃষ্ঠা)

মক্কা শরীফে চাকুরীজীবি ও ব্যবসায়ীরা ভাবুন

মক্কায়ে মুকাররমায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا যেখানে একটি নেকী এক লক্ষ নেকীর সমান, সেখানে একটি গুনাহও এক লক্ষ গুনাহের সমান, সাধারণ মানুষ সহজে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না, সে কারণে তারও মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا চাকরি ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে অবস্থান করা উচিৎ নয়। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যিনি নিঃসন্দেহে মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا বসবাস করার উপযুক্ত ছিলেন, তবুও তিনি গুনাহের ভয়ে মক্কা

www.dawateislami.net

থেকে হিজরত করে তায়েফ শরীফ চলে গিয়েছিলেন। আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার** ১০ম খন্ডের ৬৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: ফকীহ্দের সংজ্ঞা ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এভাবে দিয়েছেন: দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকা, আখিরাতের প্রতি আসক্ত এবং নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি সজাগ ব্যক্তিকে ফকিহ্ বলা হয়। এরূপ লোকেরাই মক্কা শরীফে স্থায়ী বসবাস করার যোগ্যতা রাখেন। **আল্লাহ্**র কসম! হযরত ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এসব যোগ্য লোকদের চাইতেও মহৎ, কিন্তু আকাবিরগণ (অর্থাৎ দ্বীনের মহৎ লোকেরা) সর্বদা নিজেকে ছোট ও বিনয়ী মনে করে থাকেন, একবার ভেবে দেখুন তো! কতই যে পার্থক্য এদের মাঝে ও তাদের মাঝে! যারা ভুল করেন না, তাঁরা আযাবকে ভয় করেন এবং পক্ষান্তরে যারা নিজেকে গুনাহ থেকে নিরাপদ না, তারাই করে শাস্তির দাবী।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৬৯৩ পৃষ্ঠা)

মক্কায় বেশি দিন অবস্থান করাতে মনে কাবা শরীফের ভাবগাম্ভীর্য্য কমে যেতে পারে

মক্কায়ে মুকাররমায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا বেশি দিন অবস্থান করার কারণে এক দিকে যেমন গুনাহের কারণে ধ্বংস হওয়ার ভয় রয়েছে, অন্য দিকে যারা গুনাহ থেকে নিজেকে বাচিঁয়ে রাখে, তাদের জন্যও এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, অন্তরে কাবা শরীফের ভাবগাম্ভীর্য্য হ্রাস পাওয়ার। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার** ১০ম খন্ডের ৬৮৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে দেখুন, হজ্ব কার্য সম্পন্ন হলে তিনি লোকদের মাঝে প্রদক্ষিণ করতেন এবং বলতেন: "হে ইয়ামেনবাসীর! ইয়ামেন চলে যাও। হে ইরাকবাসীরা! ইরাক চলে যাও। হে সিরিয়াবাসীরা! তোমাদের দেশ সিরিয়া ফিরে যাও। যেন তোমাদের মনে তোমাদের প্রতিপালক **আল্লাহ্ তায়ালার** ঘরের (কাবার)

www.dawateislami.net

ভাবগাম্ভীর্য্য অটুট থাকে।” (এটি উদ্ধৃতি করার পর আ'লা হযরত বলেন) আমি বলছি: এগুলো সেই যুগেরই কথা যখন সাহাবী বা তাবেয়ী ছিলেন, যাঁরা অত্যন্ত আদব রক্ষাকারী এবং খুবই সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনকারী ছিলেন, বর্তমান যুগের অবস্থা কেমন হবে! **হে আল্লাহ্!** তুমি পরিবেশ-পরিস্থিতি সংশোধনের তৌফিক দান করো। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৬৮৮ পৃষ্ঠা)

শরীর যেখানেই থাকুক কিন্তু মন যেন মক্কা মদীনায় থাকে

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার** ১০ম খন্ডের ৬৯র পৃষ্ঠায় বলেন: (মাদখাল প্রণেতা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু তালিব মক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) **কু'তুল কুলুব** থেকে উদ্ধৃতি করেছেন: কিছু পূর্ববর্তী বুযুর্গদের কাছ থেকে বর্ণিত: “খোরাসানে (ইরানের) বসবাসরত অনেক লোক বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফকারীদের তুলনায় কাবা শরীফের অনেক নৈকট্যে।” কেউ কেউ বলেন: “বান্দা নিজের শহরে রয়েছে আর তার মন হচ্ছে **আল্লাহ্**র ঘরের সাথে। এটি তার চাইতে উত্তম যে, সে বাইতুল্লায় রয়েছে অথচ মন রয়েছে অন্য কিছুর সাথে।” আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হারামাইন তায়্যিবাইনে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا স্থায়ী বসবাস করা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে বিশদ দলিলাদি দেয়ার পর বলেন: “মোট কথা, আমাদের এই যুগে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি নাই, সচেতন লোকেরা নিজেদের স্বার্থে সাবধানতার পথই অবলম্বন করে থাকে এবং সেসব পথ থেকে দূরে থাকে, যেসব পথে ধ্বংস আর ক্ষতির ভয় থাকে, যে নিজের নফসকে সত্যবাদী মনে করে (অর্থাৎ ঠিক আছে, কিছুই হবে না) সে মিথ্যারই সত্যায়ন করল (অর্থাৎ নফস যে কিনা আসলেই মিথ্যাবাদী, তাকে সত্যবাদী মনে করে নিল!) এবং স্বয়ং তা দেখেও নেবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৬৯৮ পৃষ্ঠা) (হারামাইন তায়্যিবাইনে স্থায়ী বসবাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ১০ম খন্ডের ৬৭৭ থেকে ৬৯৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

www.dawateislami.net

হেরেম হে উসে সাহাতে হার দো আলম,
জো দিল হো চুকা হে শিকারে মদীনা। (যওকে নাত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মক্কা শরীফের ১৯টি বৈশিষ্ট্য

(মক্কা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا অসংখ্য বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে এখানে শুধুমাত্র ১৯টি উল্লেখ করা হলো)

❁ **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا শুভাগমন করেন। ❁ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্বীনে ইসলামের প্রচার কাজ শুরু এখানেই করেছিলেন। ❁ এখানেই কাবা শরীফ রয়েছে, এরই তাওয়াফ করা হয় আর নামাযেও সারা দুনিয়া থেকে এর দিকেই মুখ করা হয়। ❁ মসজিদে হারাম শরীফ এখানেই অবস্থিত, যেখানে এক রাকাত নামাযের সাওয়াব এক লক্ষ রাকাতের নামাযের সমান। ❁ আবে যমযমের কূপ ❁ হাজরে আসওয়াদ ❁ মকামে ইব্রাহীম এবং ❁ সাফা ও মারওয়া এখানেই অবস্থিত। ❁ মীকাতের বাহির থেকে আসা লোকেরা ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করতে পারে না। ❁ সারা দুনিয়ার মুসলমান হজ্বের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য এখানেই উপস্থিত হয়। ❁ যে এই পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করে, সে নিরাপত্তা পেয়ে যায়। ❁ (দিনের কিছু সময়) এখানকার গরমে ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তিদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। ❁ হেরা গুহা এখানেই অবস্থিত, যেখানে **মক্কী মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়। ❁ এখানে যে কোন মৌসুমের ফল পাওয়া যায়। ❁ নবীর মেরাজ এবং ❁ চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার মুজিযা এই শহরেই প্রকাশিত হয়। ❁ পৃথিবীর সর্বপ্রথম পর্বত 'জবলে আবু কোবাইস' এখানেই অবস্থিত। ❁ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানেই তাঁর জাহেরী জীবনের ৫৩টি বৎসর অতিবাহিত করেন। ❁ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মাহদীর আবির্ভাব মক্কা শরীফেই زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا হবে।

www.dawateislami.net

মে মক্কে মেঁ জা'কর করোঁঙ্গা তাওয়াফ অউর,
নসীব আবে যমযম মুঝে হোগা পিনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কাবা সম্পর্কে মনোমুগ্ধকর তথ্য

মক্কা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا সবচেয়ে মহান যিয়ারতগাহ্ (দর্শনীয় স্থান) হচ্ছে কাবা শরীফ। বিশ্বের সকল মুসলমান এর দীদার এবং এর তাওয়াফের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকেন। কাবা শরীফ সম্পর্কে কিছু মনোমুগ্ধকর তথ্য পেশ করা হচ্ছে। কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে কাবা শরীফের আলোচনা করা হয়েছে। যেমনটি প্রথম পারা সূরা বাকারায় ১২৫ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ
(পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং (স্মরণ করুন) আমি যখন এ ঘরকে মানবজাতির জন্য আশ্রয়স্থল ও নিরাপদ স্থান করেছি।

হেরেমে পশুরা শিকারের পিছু ধাওয়া করে না

এই আয়াতে করীমার আলোকে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খাযায়িনুল ইরফানে লিখেছেন: (এই আয়াতে মোবারাকার শব্দ) 'بَيت' ঘর দ্বারা কাবা শরীফকে বুঝানো হয়েছে আর এতে সমগ্র হেরেম শরীফ অন্তর্ভূক্ত। 'اَمن' বা নিরাপদ বানানোর অর্থ হচ্ছে কাবার হেরেমে হত্যাযজ্ঞ ও খুন-খারাবি হারাম, অথবা অর্থ হচ্ছে সেখানে শিকারদের জন্যও নিরাপত্তা রয়েছে। এমনকি পবিত্র হেরেম শরীফে সিংহ ও নেকড়েরাও শিকারের পিছু ধাওয়া করে না, ফিরে চলে যায়। অন্য একটি মতে, মুমিন এখানে প্রবেশ করেই আযাব থেকে নিরাপত্তা পেয়ে যায়। হেরেমকে এ কারণেই 'হেরেম' বলা হয় যে, এখানে

www.dawateislami.net

হত্যা করা ও শিকার হারাম ও নিষিদ্ধ। (তাফসীরাতে আহমদিয়া, ৩৪ পৃষ্ঠা) যদি কোন অপরাধীও এখানে প্রবেশ করে, তাকেও কোন প্রকার বাঁধা দেওয়া যাবে না।

(তাফসীরে নসফী, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কাবা সমগ্র বিশ্ব-জগতের পথ প্রদর্শক

চতুর্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ৯৬ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۶﴾

(পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১২৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর, যা মানবজাতির ইবাদতের জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে, সেটাই যা মক্কায় অবস্থিত, বরকতময় এবং সমগ্র জাহানের পথ প্রদর্শক।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে বলেন: হে মুসলমানেরা! অথবা হে মানবজাতি! নিঃসন্দেহে জেনে রাখুন যে, পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ যে ঘরটি বিশ্ব-মানবতার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নির্মাণ করা হয়েছে, এটি সেই ঘরই যা মক্কা শরীফে অবস্থিত। সেটি বাইতুল মুকাদ্দাস নয়; যা মর্যাদার দিক থেকেও কাবা শরীফের পরবর্তী স্থানে এবং ফযীলতের দিক থেকেও। (তাফসীরে নঈমী, ৪র্থ খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা)

কাবা শরীফ সম্পর্কে ১২টি মাদানী ফুল

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কাবা শরীফের ফযীলত অগণিত, তন্মধ্য হতে কতিপয় এখানে উল্লেখ করা হলো:

(১) বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রসিদ্ধ নির্মাতা হলেন হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام, এটি তিনি জ্বিনদের দিয়ে নির্মাণ করিয়ে ছিলেন। কিন্তু **কাবা**

www.dawateislami.net

শরীফের প্রসিদ্ধ নির্মাতা হলেন হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام। **(২) কাবা শরীফে** মকামে ইব্রাহীম, হাজরে আসওয়াদ ইত্যাদি এমন কতকগুলো কুদরতের নিদর্শন বিদ্যমান যা বাইতুল মুকাদ্দাসে নাই। **(৩) কাবা শরীফের** উপর দিয়ে পাখি ইত্যাদি উড়ে না বরং এর আশে-পাশে সরে যায়। **(৪)** কাবার হেরেমে ছাগল ও বাঘ একত্রে পানি পান করে, এখানে শিকারী প্রাণীরাও শিকার ধরে না। **(৫)** কাবার হেরেমে কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম। **(৬) কাবা শরীফ** সমগ্র হিজাযীদের বিশেষ করে মক্কাবাসীদের জীবন ধারণের মাধ্যম। কেননা, এই জায়গাটি সজীব নয় (অর্থাৎ পানি ও উদ্ভিদশূণ্য), জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কিছুই এখানে হয় না কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা অন্যান্যদের তুলনায় ভালই আছেন, মোটকথা এই স্থানটি শুধুমাত্র ইবাদতের জন্যই। **(৭) আল্লাহ্ তায়ালা** কাবা শরীফের হেফাজত স্বয়ং নিজেই করেন, যেমনটি হস্তীবাহিনীকে আবাবীল পাখি দিয়ে মেরে ফেলেছিলেন। **(৮)** হজ্ব সর্বদা কাবা শরীফেই হয়েছে, বাইতুল মুকাদ্দাসে কখনো হজ্ব হয়নি। **(৯) আল্লাহ্ তায়ালার** সর্বশেষ **নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **কাবা শরীফের** পাশেই মক্কা শরীফেই আবির্ভূত হন। **(১০) আল্লাহ্ তায়ালা** কাবার শহরটিকেই **'বালাদুল আমীন'** অর্থাৎ নিরাপত্তার শহর বলেছেন এবং এর নামে শপথও করেছেন, ইরশাদ করেন: "وَهٰذَا الۡبَلَدِ الۡاَمِيۡنِ ۙ﴿۳﴾"

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> আর এই নিরাপদ শহরের (শপথ)।

(১১) কাবা শরীফের নিকট একটি নেকীর জন্য এক লক্ষ সাওয়াব এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকট পঞ্চাশ হাজার। **(১২)** ফিরিশতা এবং অনেক আম্বিয়ার عَلَيۡهِمُ السَّلَام কিবলা কাবা শরীফই ছিলো, বাইতুল মুকাদ্দাস নয়।

(তাফসীরে নঈমী, ৪র্থ খন্ড, ৩০,৩১ পৃষ্ঠা)

অসুস্থ পাখিরা কাবার বাতাস দ্বারা চিকিৎসা করে থাকে

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ **খাযাইনুল ইরফানে** চতুর্থ পারার সূরা আলে

www.dawateislami.net

ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াতে করীমা فِيۡهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**: এতে রয়েছে অনেক উজ্জ্বল নিদর্শন) এর তাফসীরে লিখেছেন: যা এর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে, সেসব নিদর্শনাবলীর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে, কোন পাখি কাবা শরীফের উপরে বসে না, সেটির উপর দিয়ে উড়েও যায় না বরং উড়ে নিকটে এসে এদিক সেদিক সরে পড়ে, আর যেসব পাখি অসুস্থ হয়ে পড়ে তারা চিকিৎসাও এভাবে করে যে, কাবার আশেপাশের বাতাসের মধ্য দিয়ে উড়ে যায়, এতে করে তারা সুস্থ হয়ে যায়। বনের পশুরা কাবা শরীফের পবিত্র হেরেমে একে অপরকে কোন রূপ কষ্ট দেয় না, এমনকি কুকুর পর্যন্ত এই পবিত্র ভূমিতে হরিণের উপর আক্রমণ করে না, সেখানে তারা শিকার করে না এবং মানুষের অন্তর পবিত্র কাবার প্রতি আকর্ষিত হয় এবং কাবা শরীফের দিকে দৃষ্টি দিতেই চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয় এবং প্রতি জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) সমস্ত অলীগণের রূহ্ সমূহ কাবা শরীফের চতুর্দিকে উপস্থিত হয়ে যায় এবং কোন মানুষই যদি এই কাবা শরীফের অসম্মান করার ইচ্ছা করে সে ধ্বংস হয়ে যায়। (খাযাইনুল ইরফান)

কাবা শরীফের যিয়ারত করা ইবাদত

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "**কাবা শরীফ** দেখা ইবাদত, কোরআনে মজীদ দেখা ইবাদত এবং আলিমের চেহারা দেখা ইবাদত।" (ফিরদাউসুল আখবার, হাদীস: ২৭৯১, ১ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: "জমজমের দিকে তাকানো ইবাদত।" (আখবারে মক্কা লিল ফা-কিহী, ২য় খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১০৫)

কাবা শরীফ হচ্ছে কিবলা

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন কাবা শরীফে প্রবেশ করলেন, তখন এর কোণায় কোণায় দোয়া করেন এবং নামায পড়লেন না এমনকি সেখান থেকে তাশরিফ

www.dawateislami.net

নিয়ে আসেন, বেরিয়ে এসে কাবা শরীফকে সামনে নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন এবং ইরশাদ করলেন: "এটি হলো কিবলা।"

(বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬, হাদীস: ৩৯৮)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ 'এটি হলো কিবলা' উক্তিটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন: অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত কাবা সকল মুসলমানদের কিবলা হয়ে গেলো, কখনোও রহিত হবে না। এতে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এটাও রয়েছে যে, কাবা শরীফের যে কোন অংশই কিবলা, নামাযীর সামনে সম্পূর্ণ কাবা হওয়া আবশ্যক নয়।

(মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

কাবা শরীফের ভিতরে নামাযে কোন্ দিকে মুখ করবে

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'বাহারে শরীয়াত'** এর প্রথম খন্ডের ৪৮৭ নম্বর পৃষ্ঠার ৫০ নম্বর মাসয়ালা হলো: কাবা শরীফের ভেতরে নামায পড়লে যেদিকে ইচ্ছা সেদিক হয়ে পড়বে, কাবার ছাদেও নামায হয়ে যাবে, কিন্তু এর ছাদে উঠা নিষিদ্ধ। (গুনিয়া, ৬১৬ পৃষ্ঠা)

শুধুমাত্র তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের হাদীস, ব্যাখ্যা সহ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন দিকে সফরের উদ্দেশ্য (ঘোড়ার) জিন বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করা যাবে না), (১) মসজিদে হারাম, (২) মসজিদে নববী এবং (৩) মসজিদে আকসা।"

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৮৯)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ লিখেছেন: অর্থাৎ এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের দিকে এই উদ্দেশ্যে সফর করা যে, সেখানে নামায আদায় করলে সাওয়াব বেশি হবে, নিষিদ্ধ। যেমন, কিছু লোক জুমা আদায়ের জন্য বাদায়ুন

www.dawateislami.net

থেকে দিল্লী যায়। কেননা, সেখানকার জামে মসজিদে সাওয়াব বেশি পাওয়ার যায়, এটি ভুল। (এই তিনটি ব্যতীত) যে কোন স্থানের মসজিদে সাওয়াবের কোন তারতম্য নাই। হাদীস শরীফটির মূল ব্যাখ্যা এটিই। কিছু লোক হাদীস শরীফটির অর্থ এই বলে মনে করে যে, এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে সফর করাই হারাম। সুতরাং ওরস, কবর যিয়ারত ইত্যাদীর উদ্দেশ্যে সফর করাও হারাম। হাদীস শরীফের অর্থ যদি এই হয়, তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাৎ, ইলমে দ্বীন অর্জন ইত্যাদি সকল কার্যাদির জন্য সফর করা হারাম হয়ে যাবে এবং এই হাদীসটি পবিত্র কোরআনের বিরোধী হয়ে যাবে; অন্য অনেক হাদীসেরও। **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۱۱﴾

(পারা: ৭, সূরা: আনআম, আয়াত: ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলে দিন, 'ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করো। অতঃপর দেখো মিথ্যা প্রতিপন্ন কারীদের কী পরিণাম হয়েছে!'

'মিরকাতে' এই স্থানে আর **'শামী'** যিয়ারতে কুবুর অধ্যায়ে বলেন: যেহেতু এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য সব মসজিদ সাওয়াবের দিক থেকে সমান, সেহেতু অন্য সব মসজিদের দিকে (বেশি সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে) সফর করা নিষেধ এবং **আল্লাহ্**র অলীদের কবরসমূহ ফয়য ও বরকতের দিক থেকে ভিন্ন, সুতরাং কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয।

(মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠা। মিরকাত, ২য় খন্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৯৩। রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

প্রতিটি কদমে নেকী আর গুনাহের ক্ষমা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি **আবুল কাসিম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি কাবা শরীফে হাজিরীর ইচ্ছা করলো আর উটে আরোহন করলো তবে উট যত কদম তোলে আর ফেলে, তার পরিবর্তে **আল্লাহ্ তায়ালা** তার

www.dawateislami.net

জন্য সাওয়াব লিখেন এবং গুনাহ ক্ষমা করে দেন আর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, এমনকি যখন কাবা শরীফে পৌঁছে যায়, তাওয়াফ করে এবং সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করে, অতঃপর মাথা মুন্ডায় বা চুল কাটে তবে গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে গেলো যে, সে যেন সেই দিনই তার মায়ের পেট থেকে জন্ম নিলো।” (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪১১৫)

সায়্যিদুনা আদম عَلَيۡهِ السَّلَام ও কাবা

হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام যখন জান্নাত থেকে এই পৃথিবীতে আগমন করেন তখন **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে আতঙ্ক ও একাকীত্বের ফরিয়াদ করলেন। অতঃপর **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁকে কাবা শরীফ নির্মাণ এবং এর তাওয়াফ করার আদেশ দিলেন, হযরত সায়্যিদুনা নূহ নাজিউল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর যুগ পর্যন্ত এটিই কাবা ছিলো, হযরত নূহ عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর তুফানের সময় এই কাবা শরীফকে সপ্তম আসমানের দিকে কাবার সীমানা বরাবর উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয়, বর্তমানে ফিরিশতারা সেই ঘরটিতে **আল্লাহ্ তায়ালার** ইবাদত করেন।

(তাফসীরে কবীর, ৩য় খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা)

শুভাগমনের খুশিতে কাবার উপর পতাকা

সায়্যিদাতুনা আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেনঃ আমি দেখতে পেলাম যে, তিনটি পতাকা গেঁড়ে দেওয়া হয়েছে। একটি পূর্ব দিকে, একটি পশ্চিম দিকে, তৃতীয়টি কাবা শরীফের ছাদে এবং **নবীয়ে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হয়ে গেলো। (খাসায়িসে কুবরা, ১ম খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা)

রূহুল আমীঁ নে গাঁড়া কাবে কে ছাত পে ঝান্ডা,
তা আরশ উড়া ফারেরা সুবহে শবে বিলাদত। (যওকে নাত)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পবিত্র কাবার একটি জিহ্বা ও দুইটি ঠোঁট আছে

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় কাবা শরীফের একটি জিহ্বা ও দুইটি ঠোঁট রয়েছে এবং সে অভিযোগ করে আরয করলো: **হে প্রতিপালক!** আমার প্রতি বারবার আসা লোক আর আমাকে দেখতে আসা লোকের সংখ্যা কমে গেছে। তখন **আল্লাহ্ তায়ালা** ওহী অবতীর্ণ করলেন: আমি এমন বিনয়ী, নম্র এবং সিজদাকারী মানুষ সৃষ্টি করবো, যারা তোমার প্রতি এতই আগ্রহী হবে যে, কবুতরেরা যেমন তাদের ডিমের প্রতি আগ্রহী থাকে।"

(আল মু'জামুল আওসাত, ৪র্থ খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬০৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সুলায়মান عَلَيْهِ السَّلَام এর সৈন্য এবং কাবা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'মলফূযাতে আ'লা হযরত'** কিতাবের ১৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা সোলায়মান عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সিংহাসন বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল। যখন কাবা শরীফের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল তখন কাবা কান্না করে উঠলো এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে ফরিয়াদ করলো: তোমার এক নবী আর তোমার একটি দল আমার পাশ দিয়ে চলে গেলো, তারা আমার এখানে নামলও না, নামাযও আদায় করলো না। তখন **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করলেন: কান্না করো না, আমি আমার বান্দাদের উপর তোমার হজ্ব করা ফরয করে দেব, তারা এমনভাবে তোমার দিকে ধেয়ে আসবে যেমন পাখিরা ধেয়ে আসে তাদের বাসার দিকে, তারা কাঁদতে কাঁদতে তোমার দিকে এমনভাবে দৌঁড়াবে যেমন দৌঁড়ায় কোন উট তার বাচ্চার টানে এবং তোমার বুকে (অর্থাৎ তোমার শহরে) শেষ যুগের নবী সৃষ্টি করবো, যিনি সকল আম্বিয়াদের (عَلَيْهِمُ السَّلَام) মাঝে আমার কাছে অধিক প্রিয়।"

(তাফসীরে বাগভী, ৩য় খন্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

স্বর্ণের শিকলে বেঁধে কাবাকে হাশরের ময়দানে আনা হবে

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: **'তাওরাত শরীফে'** উল্লেখ আছে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর** সাত লক্ষ নৈকট্যশীল ফিরিশতা পাঠাবেন যাদের প্রত্যেকের হাতে থাকবে একটি করে সোনার শিকল, **আল্লাহ্ তায়ালা** আদেশ দিবেন: "যাও! এই শিকল দ্বারা বেঁধে কাবাকে হাশরের ময়দানে নিয়ে এসো," ফিরিশতারা যাবেন কাবাকে শিকলে বেঁধে টানবেন, একটি ফিরিশতা বলবেন: "হে কাবাতুল্লাহ্! চল।" তখন পবিত্র কাবা বলবে: "আমি যাব না, যতক্ষন পর্যন্ত আমার আকাংখা পূর্ণ হবে না।" তখন আসমানের দিক থেকে একটি ফিরিশতা বলবেন: "তুমি ফরিয়াদ কর!" তখন কাবা **আল্লাহ্**র দরবারে ফরিয়াদ করবে: **"হে আল্লাহ্!** তুমি আমার পাশে দাফনকৃত মুমিনদের ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করে নাও।" তখন কাবা শরীফ একটি আওয়াজ শুনবে: "আমি তোমার আবেদন গ্রহণ করে নিলাম।" হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: "অতঃপর মক্কায়ে মুকাররমার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا পাশে দাফনকৃত মুমিনদেরকে উঠানো হবে, যাদের চেহারা হবে সাদা। তারা সবাই ইহরাম অবস্থায় কাবার চারিদিকে জড়ো হয়ে তালবিয়া (অর্থাৎ لَبَّيْك) পাঠে রত থাকবে। অতঃপর ফিরিশতারা বলবেন: "হে কাবা! এবার চল।" তখন কাবা বলবে: "আমি যাব না, যতক্ষন না আমার আবেদন গ্রহণ করা হবে না।" তখন আসামনের দিক থেকে একটি ফিরিশতা ডাক দিয়ে বলবেন: "তুমি ফরিয়াদ কর, তোমাকে দান করা হবে।" তখন কাবা শরীফ বলবে: **"হে আল্লাহ্!** তোমার যেসব গুনাহগার বান্দারা দূর দুরান্ত থেকে ধুলামলিন অবস্থায় আমার কাছে আসত, তারা তাদের পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিদের ছেড়ে আসত, তারা তোমার আদেশ পালনে আমার যিয়ারতের আগ্রহে বেরিয়ে পড়ে তোমার হুকুম অনুযায়ী হজ্বের আনুষ্ঠানিকতাগুলো পালন করেছিলো। তাই আমি তোমার নিকট ফরিয়াদ করছি যে, তাদের ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। তুমি তাদেরকে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে নিরাপত্তা দান কর আর তাদেরকে আমার নিকট অকত্রিত করে দাও।"

www.dawateislami.net

তখন একটি ফিরিশতা ডাক দিয়ে বলবেন: "হে কাবা! তাদের মধ্যে এমন লোকও তো রয়েছে যারা তোমার তাওয়াফ করার পর আবার গুনাহে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলো এবং এতে আধিক্যের কারণে নিজেদের উপর জাহান্নামকে ওয়াজিব করে নিয়েছে।" তখন কাবা আরয করবে: "**হে আল্লাহ্!** সেসব গুনাহগারদের জন্যও তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর যাদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে।" তখন **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: "আমি তাদের ব্যাপারে তোমার সুপারিশ কবুল করে নিলাম।" তখন সেই ফিরিশতাটি আবারো ডাক দিয়ে বলবেন: "যারা কাবার যিয়ারত করেছিলে তারা অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যাও।" **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদের সবাইকে কাবার চতুর্দিকে একত্রিত করে দেবেন। তাদের সকলের চেহারা হবে সাদা এবং তারা জাহান্নাম থেকে নির্ভয় হয়ে তাওয়াফ করতে করতে তালবিয়া বলতে থাকবে। অতঃপর ফিরিশতা বলবে: "হে কাবাতুল্লাহ্! চল।" তখন কাবা শরীফ এভাবে তালবীয়া পাঠ করবে: " لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ" অতঃপর ফিরিশতা কাবা শরীফকে টেনে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবেন। (আর রওযুল ফায়িক, ৬৬ পৃষ্ঠা)

কিয়ামতের দিন পবিত্র কাবাকে নববধূর সাজে উঠানো হবে

বর্ণিত আছে; **আল্লাহ্ তায়ালা** বাইতুল্লাহ্‌র নিকট ওয়াদা করেছেন যে, প্রতি বৎসর ছয় লক্ষ মানুষ এর হজ্ব পালন করবে, যদি কম হয়, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** ফিরিশতাদের দিয়ে সেই স্বল্পতা পূরণ করবেন। আর কিয়ামতের দিন কাবা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا কে প্রথম রাতের নববধূর ন্যায় উঠানো হবে, তখন যেসব মানুষ এই কাবা শরীফের হজ্ব করেছে তারা সবাই এর পর্দার সাথে ঝুলে থাকবে এবং এর চতুর্দিকে তাওয়াফ করতে থাকবে। এক পর্যায়ে এটি (অর্থাৎ কাবা শরীফ) জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তারাও এর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা)

তাসাদ্দুক হো রাহে হেঁ লাখোঁ বন্দে গির্দ ফের ফের কর,
তাওয়াফে খানায়ে কাবা আজব দিলচস্প মনজর হে। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তাওয়াফের ফযীলত সমূহ

পারা ১৭ সূরা হজ্বের ২৯ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

(পারা: ১৭, সূরা: হজ্ব, আয়াত: ২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর এই আযাদ ঘরের তাওয়াফ করো।

তাওয়াফ কীভাবে শুরু হলো?

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ **'তাফসীরে নঈমী'**তে উল্লেখ করেন: তাফসীরে রূহুল বয়ান প্রণেতা ও তাফসীরে আযীযী প্রণেতা বলেন: এই ভূ-খন্ডের পূর্বে শুধু পানিই আর পানিই ছিলো। কুদরতি ভাবে দুই হাজার বৎসর পূর্বে বর্তমান কাবার এই স্থানে সাদা ফেণার সৃষ্টি হয়। কিছুদিনের মধ্যে একে বিস্তৃত করে জমিন বানিয়ে দেওয়া হয়, অতঃপর যখন ফিরিশতাদেরকে **আল্লাহ্ তায়ালা** আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সৃষ্টির সংবাদ দিলেন, তখন তারা নিজেদের প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতার দাবী উত্থাপন করল এবং আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সৃষ্টি করার রহস্য জিজ্ঞাসা করলো। কিন্তু সেই দুঃসাহসিকতা প্রদর্শনের কারণে তাওবার নিয়্যতে সাত বৎসর আরশে আযীমের তাওয়াফ করল, **আল্লাহ্ তায়ালা** আদেশ দিলেন যে, "জমিনেও এভাবে এই ফেণাটির জায়গায় চিহ্ন লাগিয়ে দাও, যেখানে আমার বান্দারা গুনাহ করার পর এর তাওয়াফ করে আমাকে সন্তুষ্ট করে নেবে।" (তাফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, ৬৪১ পৃষ্ঠা। তাফসীরে রূহুল বয়ান, ১ম খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা)

তাওয়াফের প্রতি কদমের পরিবর্তে দশটি করে নেকী আর ...

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি গুণে গুণে তাওয়াফের সাত চক্কর শেষ করল এবং দুই রাকাত নামায আদায় করল, তবে তা একটি গোলাম আজাদ করার সমান। আর তাওয়াফ করার সময়

www.dawateislami.net

ব্যক্তির প্রতিটি পদক্ষেপে দশটি করে নেকী লিখা হয় এবং দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয় আর দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।”

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪৬২)

গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফের সাত চক্কর শেষ করবে এবং তাতে কোন অযথা কথাবার্তা বলবে না, তবে তা একটি গোলাম আযাদ করার সমান।”

(আল মুজামুল কবীর, ২০তম খন্ড, ৩৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৪৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গোলাম আযাদ করার ফযীলত

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি মুসলমান গোলামকে মুক্ত করে দেবে, এর (গোলামটির) প্রতিটি অঙ্গের বিপরীতে **আল্লাহ্ তায়ালা** তার (মুক্তকারীর) শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিবেন।” হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মারজানা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি যখন সায়্যিদুনা যাইনুল আবেদীন رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মহান খেদমতে এই হাদীস শরীফটি শুনালাম, তখন তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সাথে সাথে এমন একটি গোলাম আযাদ করে দিলেন যার দাম হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ দশ হাজার দিরহাম স্থির করেছিলেন।”

(বুখারী, ২য় খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫১৭)

দৈনিক ১২০টি রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “বাইতুল হারামের হজ্ব পালনকারীর উপর **আল্লাহ্ তায়ালা** প্রতিদিন ১২০টি রহমত অবতীর্ণ করেন, ৬০টি তাওয়াফকারীদের জন্য এবং ৪০টি নামায আদায়কারীদের জন্য

www.dawateislami.net

আর ২০টি দৃষ্টি প্রদানকারীদের জন্য।” (আত তারগীবু ওয়াত তারহীব, ২য় খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৬) মনে রাখবেন! এই হাদীসে পাকে বর্ণিত ফযীলতসমূহ শুধুমাত্র হাজীদের জন্যই।

পঞ্চাশবার তাওয়াফ করার মহান ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি ৫০ বার তাওয়াফ করল তবে সে গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে গেলো, যেন আজই মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছে।”

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৮৬৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

তাওয়াফ নামাযেরই মতো

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ বাইতুল্লাহ্‌র চতুর্দিকে তাওয়াফ করা নামাযের মতোই, তবে পার্থক্য হলো তুমি এতে কথা বলতে পার, তবে যে তাওয়াফের সময় কথাবার্তা বলবে, সে যেন ভাল কথাই বলে।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৯৬২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হাদীসে পাকের এই অংশ ‘বাইতুল্লাহ্‌র চতুর্দিকে তাওয়াফ করা নামাযের মতোই’ এর আলোকে বলেন: “তাওয়াফও নামাযের মতো উত্তম ইবাদত। ওলামাগণ বলেনঃ মক্কাবাসীদের জন্য (নফল) নামায (নফল) তাওয়াফ থেকে উত্তম এবং বহিরাগতদের জন্য (নফল) তাওয়াফ (নফল) নামাযের চেয়ে উত্তম। কেননা, তারা এই বিশেষ সময়েই তাওয়াফ করার সুযোগ পায়।” (মিরাত, ৪র্থ খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

কাবা শরীফের তাওয়াফের জন্য অযু ওয়াজিব

ওযু না থাকলে নামায, সিজদায়ে তিলাওয়াত এবং কোরআন শরীফ স্পর্শ করার জন্য অযু করা ফরয এবং খানায়ে কাবার তাওয়াফের জন্য অযু করা ওয়াজিব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০১-৩০২ পৃষ্ঠা)

প্রচন্ড গরমে তাওয়াফ করার ফযীলত

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ হাশিম ঠাটবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উদ্ধৃত করেন, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি নীরবে **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির সহকারে প্রচণ্ড গরমে এভাবে তাওয়াফ করল যে, কোন কথাবার্তাও বলেনি, কাউকে কষ্টও দেয়নি, প্রতি চক্করে ইসতিলাম করেছে, তবে প্রতি কদমে সত্তর হাজার নেকী লিখা হবে, সত্তর হাজার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে এবং সত্তর হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি হবে।" (কিতাবুল হজ্ব, ২৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বৃষ্টিতে তাওয়াফ করার ফযীলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "যে ব্যক্তি বৃষ্টিতে তাওয়াফের সাত বার চক্কর দেয়, তার বিগত (অর্থাৎ পূর্বের) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"

(কু'তুল কুলূব, ২য় খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

আমরা যখন বৃষ্টিতে তাওয়াফ করলাম, তখন ...

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইকাল رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: একবার আমি বৃষ্টির সময় হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথে বাইতুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করলাম। আমরা যখন তাওয়াফ পূর্ণ করে **"মকামে ইব্রাহীমে"** উপস্থিত হলাম এবং দুই রাকাত নামায আদায় করলাম তখন হযরত আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আমাকে বললেন: "নতুন ভাবে আমল শুরু করো। কেননা, তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।"

www.dawateislami.net

অতঃপর বললেন যে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে বৃষ্টিতে তাওয়াফ করেছিলাম তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে এভাবেই ইরশাদ করেছিলেন" (ইবনে মাজাহ্, ৩য় খন্ড, ৫২৪ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩১১৮)

আ'লা হযরত বৃষ্টিতে কাবা শরীফের তাওয়াফ করেন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'মলফূযাতে আ'লা হযরত'** কিতাবের ২০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছেঃ মুহররাম মাসের শেষ দিনগুলোতে **আল্লাহ্ তায়ালার** দয়ায় আমি যখন সুস্থ হলাম, সেখানে একটি সুলতানী গোসলখানা আছে, আমি সেখানে গোসল করলাম। বের হতেই আকাশে মেঘ দেখতে পেলাম, হেরেম শরীফে যেতে যেতেই বৃষ্টি শুরু হলো। তখনই আমার এই হাদীসখানা মনে পড়ে গেলো, "যে বৃষ্টির সময় কাবা শরীফের তাওয়াফ করে, সে **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমতের মাঝে সাতাঁর কাটে।" তৎক্ষণাৎ আমি হাজরে আসওয়াদে চুমু খেয়ে বৃষ্টিতেই কাবা শরীফের সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করে নিলাম, আবারও জ্বর ফিরে এলো। মাওলানা সায়্যিদ ইসমাঈল বললেন: "একটি যঈফ (দুর্বল) হাদীসের জন্য আপনি শরীরের প্রতি এমনভাবে অসাবধানী হলেন!" আমি বললাম: "হাদীস যঈফ (দুর্বল) হতে পারে, কিন্তু আমার আশা بِحَمۡدِ اللّٰہِ تَعَالٰی সবল ছিলো।" সেই তাওয়াফটি بِحَمۡدِ اللّٰہِ تَعَالٰی খুবই আনন্দের ছিলো। বৃষ্টির কারণে তাওয়াফকারীদের তেমন ভিড় ছিলো না।

(মলফূযাতে আ'লা হযরত, ২য় খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা)

বর্তমানে বৃষ্টিতে তাওয়াফ করতে অসুবিধা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর যুগে হাজীদের সংখ্যা খুবই স্বল্প ছিলো কিন্তু বর্তমানে অনেক বেড়ে গেছে। সুতরাং বৃষ্টির সময়েও তাওয়াফে যথারীতি ভিড় হয়েই থাকে, এতে নারী-পুরুষের মেলামেশা, অসাবধানতার কারণে বেপর্দা, বিবস্ত্রতার বিষয়াদি, মীযাবে রহমত থেকে হাতীম শরীফে পতিত পানিতে গোসলকারী নারী-পুরুষের লাফালাফি

www.dawateislami.net

ইত্যাদি সব কিছুই চলে। সুতরাং এমতাবস্থায় হাজীদের খুবই চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে, মুস্তাহাবের উপর আমল করতে গিয়ে যেন গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতে না হয়। যদি মহিলাদের গায়ে লাগা ছাড়া বৃষ্টির সময় তাওয়াফ করা সম্ভব না হয়, তবে ইচ্ছাকৃত ভাবে এমন করা তো সাওয়াবের হকদার হওয়ার পরিবর্তে গুনাহগারই হবে। অবশ্য যেসব দিনগুলেতে ভিড় থাকবে না, সুযোগ হবে বৃষ্টিতে তাওয়াফ করার, তবে তা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিৎ।

মদীনে মেঁ চলোঁ মক্কে কি গলিয়োঁ মেঁ ফেরোঁ ইয়া রব!
মে বারিশ মেঁ তাওয়াফে খানায়ে কাবা করোঁ ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাফা ও মারওয়া

এই দুইটি পর্বত **আল্লাহ্ তায়ালার** নিদর্শন, যেমন ২য় পারা সূরা বাকারার ১৫৮ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় 'সাফা' ও 'মারওয়া' **আল্লাহ্‌র** নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ এ ঘরের হজ্ব কিংবা ওমরা সম্পন্ন করে; তার উপর কোন গুনাহ নেই যে এ দু'টি প্রদক্ষিণ করায়; এবং যে কেউ কোন সৎকর্ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে করবে, তবে **আল্লাহ্** সৎ কর্মের পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

পুরুষ ও মহিলা পাথর হয়ে গেলো

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: পূর্ববর্তী যুগে এক লোক ছিলো ইসাফ এবং এক মহিলা ছিলো নায়েলা, তারা দুই জন কাবা শরীফে অসৎ মনোভাব নিয়ে পরস্পর হাত

www.dawateislami.net

লাগাল। **আল্লাহ্ তায়ালার** শাস্তি স্বরূপ দুজনই পাথর হয়ে গেলো এবং শিক্ষার জন্য ইসাফকে সাফা পর্বতে এবং নায়েলাকে মারওয়া পর্বতে এনে রাখা হলো যেন লোকজন তাদের দেখে এখানে গুনাহের মনোভাব থেকে দূরে থাকে, যুগ পরিক্রমায় যখন চারিদিকে মুর্খতা ছড়িয়ে পড়ল, তখন লোকেরা এগুলোর পূজা করা শুরু করে দিল যে, যখন সাফা ও মারওয়াই দৌঁড়াত তখন স্বসম্মানে তাদের স্পর্শ করত, মুসলমানদের (সাহাবায়ে কিরাম) সাফা-মারওয়ায় দৌঁড়ানো পছন্দ হলো না। কেননা, এখানে মূর্তি পূজা ও মূর্তি পূজারীর সাথে সাদৃশ্য ছিলো। তখনই এই আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হলো, যাতে তাঁদের শান্ত্বনা প্রদান করা হয় যে, তোমাদের এই কাজটি (অর্থাৎ সাঈ করা) একান্ত **আল্লাহ্ তায়ালাকে** সন্তুষ্ট করার জন্যই, তোমরা এটিকে বাধা বলে মনে করিও না। (তাফসীরে নঈমী, ২য় খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা)

বিবি হাজেরার সাঈ করার ঈমান তাজাকারী কাহিনী

আল্লাহ্ তায়ালার আদেশে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এক টুকরি খেজুর, কয়েক টুকরা রুটি এবং এক মশক পানি দিয়ে সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এবং তাঁরই দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে মরুভূমিতে রেখে ফিরে আসেন। প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: যত দিন পর্যন্ত খেজুর আর পানি ছিলো হযরত হাজেরা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهَا নিশ্চিন্তে দিন অতিবাহিত করেছিলেন এবং সন্তানকেও দুধ পান করাতে পেরেছিলেন, কিন্তু পানি শেষ হয়ে যাওয়াতে তাঁকে পিপাসা কাতর করে, কলিজার টুকরা শিশু ব্যাকুল হয়ে কান্না জুড়ে দিলেন, নিজের জন্য তিনি তেমন ভাবেননি, কিন্তু চোখের মনির ব্যাকুলতা সহ্য করতে পারলেন না, দাঁড়ালেন এবং “সাফা” পর্বতে আরোহন করলেন হয়তো কোথাও পানির নিদর্শন পাওয়া যাবে, কিন্তু পাওয়া গেলো না, নিরাশ হয়ে তিনি নিচে নেমে এলেন, “মারওয়া” পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন কিন্তু দৃষ্টি ছিলো বরাবরই সন্তানের দিকে, পথের একটি অংশে এসে সন্তান দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়, তখনই তিনি সেই জায়গাটি

www.dawateislami.net

তাড়াতাড়ি অতিক্রম করার জন্য দৌঁড়াতে থাকেন, সেই আড়ালটি কেটে গেলে আবারো ধীরে হাটছিলেন, এক পর্যায়ে "মারওয়া"য় পৌঁছে গেলেন, সেখানে উঠেও তিনি কোথাও পানির সন্ধান পেলেন না, পুনরায় তিনি "সাফা"র দিকে রওয়ানা হলেন। এভাবে সাতবার চক্কর দিয়েছেন, প্রতিবারেই তিনি মাঝখানের পথটিতে দৌঁড়িয়েছিলেন (সাফা ও মারওয়ার সাঈ সেই স্মৃতিরই স্মরণ)। শেষবার "মারওয়া"য় উঠলে এক ভয়ঙ্কর শব্দ কানে আসলো! দৌড়ে সন্তানের কাছে এসে দেখলেন যে, সন্তান কাঁদতে কাঁদতে নিজের পায়ের গোড়ালী জমিনে মারছিলেন, যাতে মিষ্টি পানির প্রস্রবন প্রবাহিত হতে থাকে! তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং এর চতুর্দিকে মাটির বাঁধ দিয়ে বলতে লাগলেন: يَامَاءُ زَمْ زَمْ (অর্থাৎ) "হে পানি! থাম থাম" সে কারণেই এই পানির নাম হয়ে গেলো 'আবে যমযম' বা যমযমের পানি। (তাফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, ৬৯৪ পৃষ্ঠা)

উস মেঁ যমযম হো কেহ্ থাম থাম উস মেঁ যমযম হো কেহ্ বেশ,
কছরতে কাওছার মেঁ যমযম কি তরাহ কম কম নেহিঁ। (হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মকামে ইব্রাহীম

কোরআন করীমে মকামে ইব্রাহীমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম পারা সূরা বাকারার ১২৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ط
(পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ইব্রাহীমের দাড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো।

'মাকামে ইব্রাহীম' হলো জান্নাতী পাথর, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام পাথরটির উপর তিন বার দাঁড়িয়েছিলেন। (১) এই মোবারক পাথরটিতে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্র বধু (সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর স্ত্রী) তাঁর মাথা ধুইয়ে

www.dawateislami.net

দিয়েছিলেন। (২) কাবা শরীফ নির্মাণের সময় যখন দেওয়ালগুলো উঁচু হয়ে গেলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর পুত্র ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে বললেন: কোন পাথর নিয়ে আস, যাতে তাতে দাঁড়িয়ে দেওয়াল তৈরি করা যায়। হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام পাথরের খোঁজে '**জবলে আবু কুবাইসে**' তাশরীফ নিয়ে গেলেন। পথে হযরত জিব্রাঈল عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর দেখা হয় বললেন: আসুন আমি আপনাকে একটি পাথর দেখিয়ে দেব, যা আদম عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর সাথে পৃথিবীতে এসেছিলো এবং এটি হযরত ইদ্রীস عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام "তুফানে নূহী" (অ র্থাৎ নূহ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর তুফান) এর ভয়ে এই পাহাড়ে দাফন করে দিয়েছিলেন, এই জায়গাটিতে ছোট বড় দুইটি পাথর দাফন করা আছে। ছোট পাথরটিকে কাবার দেওয়ালে দরজার পাশে স্থাপন করে দেবেন। যাতে তাওয়াফকারীরা এটিকে চুম্বন করে অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ এবং বড়টিতে হযরত ইব্রাহীম عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام দাঁড়িয়ে **আল্লাহ্**র ঘর নির্মাণ করবেন। অতএব, তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام পাথর দুইটি নিয়ে এলেন এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** এই বার্তাটিও জানিয়ে দিলেন, হযরত ইব্রাহীম عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্ তায়ালার** আদেশ অনুযায়ী হাজরে আসওয়াদটিকে একটি কোণায় স্থাপন করে দিলেন আর বড়টিতে দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে রইলেন, দেওয়াল যতই উপরে উঠতে লাগল, পাথরটিও উঁচু হয়ে যেতো, এভাবে তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام নির্মাণ কাজ শেষ করলেন। (তাফসীর নঈমী, ১ম খন্ড, ৬৮০ পৃষ্ঠা)

হোতে কাহাঁ খলীল বানা কাবা ও মিনা,
লাওলাক ওয়ালে! ছাহেবী সব তেরে ঘর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হাজরে আসওয়াদ

এটি হলো জান্নাতী পাথর, হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: রোকন (অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ) ও মাকাম (মাকামে ইব্রাহীম) উভয়টি হলো

www.dawateislami.net

"জান্নাতী ইয়াকুত।" প্রথম দিকে অত্যন্ত নূরানী (আলোকোজ্জ্বল) ছিলো। **আল্লাহ্ তায়ালা** এই নূরকে গোপন করে দিলেন, এমন যদি না করতেন তবে এ দুইটি পূর্ব ও পশ্চিম আলোকিত করে তুলত। (তাফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৩০) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: "যখন হাজরে আসওয়াদ কাবার দেওয়ালে স্থাপন করা হলো, তখন এর আলো চতুর্দিকে অনেক দূর পর্যন্ত যেতো, যতটুকু পর্যন্ত এর আলো পৌঁছেছে ততটুকু পর্যন্ত হেরেমের হুদুদ (সীমানা) সাব্যস্ত হয়, যেখানে শিকার করা নিষেধ এবং হাজরে আসওয়াদের রঙ একেবারেই সাদা ছিলো, গুনাহগারদের হাত লাগতে লাগতে কালো হয়ে গেছে। (প্রাগুক্ত, ৬৮০, ৬৮১ পৃষ্ঠা) **হুযুর সৈয়দে আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটিকে চুমু দিয়েছেন। ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: "হে হাজরে আসওয়দ! আমি জানি তুমি পাথর মাত্র, লাভ-ক্ষতির মালিক নও, যদি আমি রাসূলু**ল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে তোমাকে চুমা দিতে না দেখতাম তবে তোমাকে কখনো চুমু দিতাম না।" (বালাদুল আমীন, ৬১ পৃষ্ঠা) **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে: "কিয়ামতের দিন এই পাথরটিকে উঠানো হবে, এর দুইটি চোখ থাকবে, যা দিয়ে দেখবে, একটি জিহ্বা থাকবে, যা দিয়ে কথা বলবে এবং ইসতিলামকারীদের (স্পর্শকারী) পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।"

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৬৩)

হাজরে আসওয়াদের ছয়টি বিশেষত্ব

❁ এটিকে স্পর্শ করলে গুনাহ মিটে যায়। ❁ নবুয়ত প্রকাশের পূর্বেও এই মোবারক পাথরটি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সালাম করত। ❁ এই পাথর শরীফকে পুনরায় আরো একবার তার মূল রূপে এনে দেওয়া হবে। ❁ কিয়ামতের দিন এই পাথরের আকার জবলে আবু কুবাইসের সমান হবে। (বালাদুল আমীন, ৬২ পৃষ্ঠা। ওয়াল জামিউল লতীফ লি ইবনি জুহায়বা, ৩৭, ৩৮ পৃষ্ঠা)

কা'লক জবিঁ কি সিজদা দর সে ছোড়াও গে,
মুঝ কো ভি লে চলো ইয়ে তামান্না হাজর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মক্কা শরীফের মসজিদ সমূহ

(১) মসজিদুল হারাম

মক্কা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا সুপ্রসিদ্ধ মসজিদ হলো "**মসজিদুল হারাম**" এতেই কাবা শরীফ অবস্থিত। অনেক হাদীসে মোবারাকায় এই কথাটি স্পষ্ট বলা আছে যে, মসজিদুল হারামে এক রাকাত নামায অন্যান্য মসজিদে এক লক্ষ রাকাত নামায আদায় করার সমান। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে মসজিদুল হারামের কথা আলোচনা করা হয়েছে। যেমনটি ১৫তম পারার প্রারম্ভিক আয়াতেই উল্লেখ রয়েছে:

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصَا

(পারা: ১৫, সূরা: বণী ইসরাঈল, আয়াত: ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পবিত্রতা তারই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদ-ই হারাম হ'তে মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত,

মসজিদুল হারামে ৭০ জন আম্বিয়ায়ে কিরামের মাযার রয়েছে

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ '**ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**' এর ৭ম খন্ডের ৩০৩ থেকে ৩০৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: কোন নবী বা অলীর নৈকট্যে মসজিদ নির্মাণ করা, তাঁদের পবিত্র কবরের পাশে নামায আদায় করা, এই দুই নিয়্যতে ছাড়া (অর্থাৎ নামায দ্বারা কবরের সম্মান উদ্দেশ্য না হওয়া এবং কবরের দিকে মুখ করার নিয়্যতও না হওয়া) বরং এজন্যই যে, তাঁদের সাহায্য অর্জন করা, তাঁদের নৈকট্যের বরকতে ইবাদত কবুল হবে, এতে কোন বাধা নাই। কেননা, বর্ণিত রয়েছে: হযরত ইসমাঈল عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর পবিত্র মাযার শরীফটি "হাতীমে" মীযাবে রহমতের নিচেই

www.dawateislami.net

মকামে ইবরাহীম | হাজরে আসওয়াদ | হুজুর গুহা | সেরা গুহা | উহুদ পাহাড় | মেহরাবে নববী | মিম্বরে রাসূল | মসজিদে খাইফ | মসজিদে জ্বিন | মসজিদে জিয়ারানা | মসজিদে নিমরাহ | মসজিদে গামামাহ | মসজিদে কুবা | মসজিদে শাইখাইন

অবস্থিত এবং হাতীমে আর হাজরে আসওয়াদ ও যমযমের মধ্যখানে সত্তর জন পয়গম্বরের عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কবর রয়েছে এবং সেখানে নামায আদায় করতে কেউ নিষেধ করেননি। (লুমআতুত তানকীহ্ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ্, ৩য় খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)

মসজিদে হারামে হুযুর ﷺ এর নামায আদায়ের ১১টি স্থান

(১) পবিত্র বাইতুল্লাহ্ শরীফের ভেতরে। (২) মকামে ইব্রাহীমের পেছনে। (৩) হাজরে আসওয়াদের সামনাসামনি মাতাফের পার্শ্বে। (৪) হাতীম ও বাবুল কাবার (কাবার দরজার) মাঝখানে রুকনে ইরাকীর নিকটে। (৫) মকামে হুফরায়, যা বাবুল কাবা ও হাতীমের মাঝখানে কাবা শরীফের গোড়ায়। এই জায়গাটিকে "মকামে ইমামতে জিব্রাঈল"ও বলা হয়ে থাকে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জায়গাটিতেই সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ইমামতি করার সম্মান দান করেছেন। এই জায়গাটিতেই হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কাবা নির্মাণের সময় মাটির স্তুপ বানিয়েছিলেন। (৬) বাবুল কাবার দিকে মুখ করে। (কাবা শরীফের দরজার সামনাসামনি নামায আদায় করা, যে কোন দিকের সামনে থেকে উত্তম[১]) (৭) মীযাবে রহমতের দিকে মুখ করে। (কথিত আছে, নূরানী মাযারে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মোবারক এদিকেই রয়েছে) (৮) সমগ্র হাতীমে, বিশেষ করে মীযাবে রহমতের নিচে। (৯) রুকনে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে। (১০) রুকনে শামীর পাশে। এভাবে যে, "বাবে ওমরা" **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিঠ মোবারকের পেছনে থাকত। চাই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাতীমের ভেতরে নামায আদায় করতেন কিংবা বাইরে। (১১) হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নামায আদায়ের স্থান যা রুকনে ইয়ামানীর ডানে বা বামে রয়েছে এবং প্রকাশ্য যে, হযরত আদম عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নামাযের স্থানটি হচ্ছে 'মুস্তাজার' এর উপর। (কিতাবুল হজ্ব, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

---

(১) কথিত আছে, বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান কাবা শরীফের দরজার দিকেই অবস্থিত।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحۡسَانِهٖ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعۡلَمُ وَرَسُوۡلُهٗ اَعۡلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

(২) মসজিদে জ্বিন

এই মসজিদটি জান্নাতুল মাআলার নিকটে অবস্থিত। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে ফজরের নামাযে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত শুনে এখানে জ্বিন মুসলমান হয়েছিলো।

বৃদ্ধ জ্বিন

হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ্ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ একটি বৃদ্ধ জ্বিনকে দেখলেন, যে একটি দামী ও সুন্দর জুব্বা পরিধান করে বাইতুল্লাহ্ শরীফের দিকে মুখ করে নামায আদায় করছিলেন, সে সালাম ফিরানোর পর তিনি তাকে সালাম করলেন, সালামের উত্তর দিল এবং বললো: "আপনি কি এই জুব্বার কারণে আশ্চর্য হয়েছেন? এই জুব্বাটি ৭০০ বৎসর ধরে আমার নিকট রয়েছে, আমি এই জুব্বা পরিধান করে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর যিয়ারত করেছি, এটি পরিধান করে আমি **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদারের সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আরো শুনুন, আমি সেসব জ্বিনদেরই একজন, যাদের ব্যাপারে সূরা জ্বিন অবতীর্ণ হয়েছে।" (সিফাতুস সালাওয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা। বালাদুল আমীন, ১২৮ পৃষ্ঠা)

জ্বিন ও ইনসান ও মালাক কো হে ভরোসা তেরা,
সরওয়ারা! মরজায়ে কুল হে দরে ওয়ালা তেরা। (যওকে নাত)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৩) মসজিদে রাইয়া

এটা মসজিদে জ্বিনের নিকটেই ডান দিকে অবস্থিত। "রাইয়া" আরবিতে পতাকাকে বলা হয়। এটি হলো সেই ঐতিহাসিক স্থান যেখানে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের পতাকা শরীফটি গেঁড়েছিলেন।

www.dawateislami.net

মকামে ইবরাহীম | হাজরে আসওয়াদ | হুজুর গুহা | সওর গুহা | উহুদ পাহাড় | মেহরাবে নববী | মিম্বরে রাসূল
মসজিদে খাইফ | মসজিদে জ্বিন | মসজিদে জিঈররানা | মসজিদে নিমরাহ | মসজিদে গামামাহ | মসজিদে জুমা | মসজিদে শাজারাহ

(৪) মসজিদে খাইফ

এটি মিনা শরীফে অবস্থিত। বিদায় হজ্বের প্রাক্কালে **মক্কা-মদীনার তাজেদার, শাহানশাহে আবরার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে নামায আদায় করেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "صَلّٰى فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا অর্থাৎ মসজিদে খাইফে ৭০ জন আম্বিয়া (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) নামায আদায় করেছেন।" (মু'জামুল আওসাত, ৪র্থ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৪০৭) অন্য এক বর্ণনায় ইরশাদ করেন: "فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ قَبْرُ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا অর্থাৎ মসজিদে খাইফে ৭০ জন আম্বিয়ার (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কবর শরীফ রয়েছে।" (মু'জামুল কবীর, ১২তম খন্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৫২৫) বর্তমানে মসজিদটিকে যথেষ্ট প্রশস্থ করা হয়েছে, মাযারসমূহের যিয়ারত করা সম্ভব নয়। যিয়ারতকারীদের উচিত, যেন অত্যন্ত ভক্তি ও মর্যাদাবোধ নিয়ে এই মসজিদটির যিয়ারত করেন, আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام খেদমতে এভাবে সালাম আরয করুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَنْبِيَاءَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ এরপর ইছালে সাওয়াব করে দোয়া করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫) মসজিদে জিইররানা

মক্কায়ে মুকাররমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا থেকে তায়েফের দিকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরে এটি অবস্থিত। আপনিও এখান থেকে ওমরার ইহরাম বাঁধুন। কেননা, মক্কা বিজয়ের পর তায়েফ শরীফ জয় করে ফিরার পথে আমাদের **প্রিয় আক্কা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখান থেকেই ওমরার ইহরাম পরিধান করেছিলেন। ইউসুফ বিন মাহাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: এই জিইররানা থেকেই ৩০০ জন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ওমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন, **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জিইররানাতেই নিজের লাঠি মোবারক গেঁড়েছিলেন, যা থেকে পানির ঝর্ণা

www.dawateislami.net

উপচে উঠেছিলো, যেই পানি অত্যন্ত শীতল ও মিষ্টি ছিলো। (বালাদুল আমীন, ২২১ পৃষ্ঠা। আখবারে মক্কা, ৫ম খন্ড, ৬২, ৬৯ পৃষ্ঠা) প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, এই স্থানে কূপ রয়েছে। সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তায়েফ থেকে ফেরার পথে এখানে অবস্থান করেছিলেন এবং এখানেই গনীমতের মালও পরিবণ্টন করেছিলেন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাওয়াল মাসের ২৮ তারিখে এখান থেকেই ওমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। (বালাদুল আমীন, ২২০, ২২১ পৃষ্ঠা) এই জায়গাটির নামকরণ হয়েছে কোরাইশ বংশীয়া এক মহিলার কারণে, যার উপাধী ছিলো জিইররানা। (প্রাগুক্ত, ১৩৭ পৃষ্ঠা) সাধারণ লোকেরা এই জায়গাটিকে 'বড় ওমরা' বলে থাকে। এটি অত্যন্ত ভাবগাম্ভির্যময় স্থান, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه **'আখবারুল আখিয়ার'** কিতাবে উদ্ধৃত করেন যে, আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব মুত্তাকী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه আমাকে জোরালো আদেশ দিয়েছেন যে, সুযোগ হলে জিইররানা থেকে অবশ্যই ওমরার ইহরাম বাঁধবে। কেননা, এটি এতই বরকতময় স্থান যে, এখানে আমি একটি রাতের সামান্য সময়ের মধ্যে শত বারেরও বেশি **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে দেখেছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুত্তাকী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর অভ্যাস ছিলো যে, ওমরার ইহরাম বাঁধার জন্য রোযা রেখে পায়ে হেঁটে জিইররানা যেতেন।

(আখবারুল আখিয়ার, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب !　　صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৬) মসজিদে তানয়ীম

মসজিদুল হারাম হতে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরত্বে হেরেমের হুদুদের (সীমানার) বাইরে তানয়ীম নামক স্থানে এই বৃহৎ মসজিদটি অবস্থিত, একে 'মসজিদে আয়েশা'ও বলা হয়। সৌভাগ্যবান যিয়ারতকারীরা এখান থেকেই ওমরার ইহরাম বেঁধে থাকেন, জনসাধারণ এই স্থানকে 'ছোট ওমরা' বলে থাকে। মসজিদটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রত্যক্ষ করুন, নবম হিজরিতে

www.dawateislami.net

যখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হজ্বের জন্য তাশরীফ নিয়ে এলেন, তখন উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا **তাঁর** সাথে ছিলেন। মহিলাদের বিশেষ দিনগুলোর কারণে তাওয়াফ আদায় করতে পারলেন না, **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে এলে তাঁকে চিন্তিত দেখতে পেলেন। ইরশাদ করলেন: “আয়েশা! তুমি চিন্তিত হয়ো না, এ অক্ষমতা আদম-কন্যাদের (অর্থাৎ মহিলাদের) ভাগ্যেই লেখা হয়েছে।” **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর ভাই হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে ইরশাদ করলেন: “আয়েশাকে নিয়ে যান এবং মকামে তানয়ীম থেকে ইহরাম বেঁধে ওমরা করে নিন।”

(বুখারী, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১৭। বালাদুল আমীন, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর কবর

ইবনে জোবাইর তাঁর সফরনামায় লিখেছেন: তানঈম থেকে কিছু দূরে বাম দিকে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জমীলের কবর রয়েছে, যার উপর পাথরের স্তুপ জমে আছে, বর্তমানেও মানুষ যাতায়াতকালে এই দুইটি কবরে পাথর ছুঁড়ে মারেন। وَالْعِیَاذُ بِاللّٰہِ تَعَالٰی (বালাদুল আমীন, ১৩৮ পৃষ্ঠা। তারিখে মক্কা, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)

এখনকার কথা জানা নাই যে, সেই কবর দুইটি কি দেখা যায়, না কি মাটিতে ধ্বসে গেছে কিংবা কোন ভবনের নিচে পড়ে গেছে। যাই হোক, এটি কোন দর্শনীয় স্থান নয়, শুধুমাত্র শিক্ষার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

না উঠ সাকে গা কিয়ামত তলক খোদা কি কসম!
কেহ্ জিস কো তু নে নযর সে গিরাকে ছোড় দিয়া।

মসজিদে তানয়ীমের নির্মাণকাজ

তানয়ীমের এই ঐতিহাসিক স্থানটিতে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ বিন আলী শাফেয়ী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, অতঃপর আবুল আব্বাস আমীরে মক্কা গম্বুজ বানিয়ে দেন, তারপর এক বৃদ্ধা মহিলা সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করে দেন। (বালাদুল আমীন, ১৩৮, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৭) মসজিদে নিমরা

এই আলিশান মসজিদটি আরাফাতের ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে তার সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিচ্ছে, এর আরো দুইটি নাম হলো: (১) মসজিদে আরাফা ও (২) মসজিদে ইব্রাহীম।

(৮) মসজিদে যী'তুয়া

মসজিদুল হারাম থেকে তানয়ীমের দিকে যাওয়ার পথে এই মসজিদটি অবস্থিত। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওমরা বা হজ্বের পবিত্র সফরে এই পবিত্র মসজিদটিকে ধন্য করেন, এখানে রাতে অবস্থানও করেন। আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণে সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ও তাঁর মোবারক সফরগুলোতে এরূপই করতেন।

(বালাদুল আমীন, ১৪৩ পৃষ্ঠা। বুখারী, ১ম খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

(৯) মসজিদে কাব্‌শ

মসজিদে কাবশ ছবীর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। এই পবিত্র স্থানে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর প্রতি ইরশাদ হয়েছিলো:

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۰۵﴾

(পারা: ২৩, সাফফাত, আয়াত: ১০৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখালে। আমি এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে।

(বালাদুল আমীন, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

কথিত আছে; এই স্থানটিতেই হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল যবীহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে জবাই করার জন্য শোয়ানো হয়েছিলো, এখানেই জান্নাত থেকে অবতীর্ণ দুম্বা জবাই হয়েছিলো, এটি দোয়া কবুলের স্থান, এখন মসজিদটির যিয়ারত করা সম্ভব হবে না। এই জায়গাটি মক্কা শরীফ

www.dawateislami.net

زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا থেকে আসার সময় 'বড় শয়তানে'র ডান দিকে ৭০ বা ৮০ কদম দূরত্বে রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুরসালাত গুহা

মুরসালাত গুহাটি মিনা শরীফের মসজিদে খাইফের উত্তর দিকে পাহাড়ে অবস্থিত, এই পাহাড়টি আরাফাত শরীফ থেকে মিনা আসার পথে ডান দিকে পড়বে। **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি এই মোবারক গুহায় "সূরা মুরসালাত" অবতীর্ণ হয়েছিলো। কথিত আছে, **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মোবারক গুহায় যখন তাশরিফ নিয়ে আসলেন তখন উপরের দিকের পাথরের সাথে মাথা মোবারক স্পর্শ হলো, সাথে সাথে পাথর কোমল হয়ে গেলো এবং এতে মাথা মোবারকের চিহ্ন পড়ে গেলো। আশিকানে রাসূল বরকত অর্জনের জন্য এই পবিত্র চিহ্নে নিজেদের মাথা লাগিয়ে থাকেন।

(বালাদুল আমীন, ২১৫ পৃষ্ঠা। কিতাবুল হজ্ব, ২৯৭ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ এর শুভাগমনের স্থান

হযরত আল্লামা কুতুবুদ্দীন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শুভাগমনের স্থানে দোয়া কবুল হয়। (বালাদুল আমীন, ২০১ পৃষ্ঠা) এখানে আসার সহজ উপায় হচ্ছে আপনি মারওয়া পর্বতের যে কোন নিকটবর্তী দরজা দিয়ে বাইরে চলে আসুন। সম্মুখেই নামাযীদের জন্য অনেক বড় করে ঘেরাও দেয়া আছে, ঘেরাও এর অপর প্রান্তে এই মহত্বপূর্ণ স্থানটি নিজের আলো ছড়াচ্ছে, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلّ দূর থেকেই দৃষ্টি গোছর হবে। খলীফা হারূনুর রশীদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সম্মানীতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এখানে মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। বর্তমানে এই মহান বরকতময় স্থানটিতে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সেখানে সাইনবোর্ড লাগানো আছে: "مَكْتَبَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَة" অর্থাৎ মাকতাবাতি মক্কাতুল মুকাররমা।

www.dawateislami.net

জবলে আবু কুবাইস

এটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন তথা সর্বপ্রথম পাহাড়, এটি মসজিদে হারামের বাইরে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের পাশেই অবস্থিত। এই পাহাড়ে দোয়া কবুল হয়ে থাকে, মক্কাবাসীরা অনাবৃষ্টির সময়ে এই পাহাড়ে এসেই দোয়া করত। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে এখানেই (এই পাহাড়েই) অবতীর্ণ হয়।" (আত তারগীবু ওয়াত তারহীব, ২য় খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০) এই পাহাড়কে "আল আমীন"ও বলা হয়েছে। কেননা, "তুফানে নূহী" অর্থাৎ নূহ عَلَيۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর তুফানের সময় হাজরে আসওয়াদ এই পাহাড়েই পরিপূর্ণ ভাবে সংরক্ষিত ছিলো, এক বর্ণনা অনুযায়ী কাবা শরীফ নির্মাণের প্রাক্কালে এই পাহাড়টি হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে ডাক দিয়ে বলেছিলো: "হাজরে আসওয়াদ এখানে।" (বালাদুল আমীন, ২০৪ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত) বর্ণিত রয়েছে: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই পাহাড়ে আরোহন করেই চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করেছিলেন। যেহেতু মক্কা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত, অতএব এখান থেকেই চাঁদ দেখা যেতো, প্রথম (দ্বিতীয় ও তৃতীয়) তারিখের চাঁদকে হেলাল বলা হয়, তাই এই স্থানটিতে স্মৃতি স্বরূপ মসজিদে হেলাল নির্মাণ করা হয়। অনেকে একে মসজিদে বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলে থাকে। وَاللّٰہُ وَرَسُوۡلُہٗ اَعۡلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (**আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন)। পাহাড়ে এখন শাহী মহল নির্মাণ করা হয়েছে আর এখন সেই মসজিদটি দেখা সম্ভব হয় না। ১৪০৯ হিজরি সনের হজ্বের মৌসুমে এই মসজিদটির পাশে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিলো এবং এতে অনেক হাজী সাহেব শাহাদাত বরণ করেছিলেন, তাই বর্তমানে ভবনের চতুর্দিকে কড়া পাহারা মোতায়েন করা হয়েছে। ভবনটির নিরাপত্তার জন্য পাহাড়টির সুড়ঙ্গে নির্মিত অযুখানাটিও ভেঙে ফেলা হয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সায়্যিদুনা আদম সফিউল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এই আবু

কুবাইস পাহাড়েই ‘গারুল কানয’ এ দাফন হয়েছেন। পক্ষান্তরে অপর এক নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী **মসজিদে খাইফেই** দাফন হয়েছেন, যা মিনা শরীফে অবস্থিত। وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **(আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন)।

জবলে নূর ও জবলে ছুর অউর উনকে গারোঁ কো সালাম,
নূর বরসাতে পাহাড়োঁ কি কেতারোঁ কো সালাম।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত খাদীজাতুল কুবরা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর ঘর

খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যতদিন পর্যন্ত মক্কা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا অবস্থান করেছিলেন, ততদিন এই মহান ঘরেই বসবান করেন। বড় শাহজাদা সায়্যিদুনা ইব্রাহীম رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ছাড়া সকল সন্তান এমনকি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় কন্যা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا সহ এই ঘরেই জন্ম গ্রহণ করেন। সায়্যিদুনা জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام অসংখ্য বার এই মহান ঘরের ভিতর প্রিয় নবীর দরবারে হাজিরী দিয়েছেন, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি এই ঘরেই অধিকহারে অহী অবতীর্ণ হয়। মসজিদে হারামের পর মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এই স্থানটির চেয়ে অধিক উত্তম আর কোন স্থান নাই। আফসোস বরং শত কোটি আফসোস! বর্তমানে এই মহান ঘরের এই নিদর্শনটিও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে এবং মানুষের চলাচলের জন্য এখানে সমতল করে দেওয়া হয়েছে। মারওয়া পর্বতের পাশে অবস্থিত বাবুল মারওয়া দিয়ে বের হয়ে বাম দিকে আক্ষেপের দৃষ্টিতে শুধু এই মহান নিদর্শনটির সুবাসিত বাতাসের যিয়ারত করে নিন।

এ্যয় খাদীজা! আপ কে ঘর কি ফযাওঁ কো সালাম,
ঠান্ডি ঠান্ডি দিলকুশা মেহকি হাওয়াওঁ কো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ছওর পর্বতের গুহা

এই মোবারক গুহাটি মক্কা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর ডান দিকে 'মহল্লায়ে মাস্‌ফালা'র দিকে প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ 'ছওর পর্বতে' অবস্থিত। এটি সেই সম্মানিত গুহা যার আলোচনা পবিত্র কোরআনে করীমে রয়েছে, **মক্কা মদীনার তাজেদার, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁরই** গুহার সাথী ও মাযারের সাথী, আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথে হিজরতের সময় এই গুহায় তিন রাত অবস্থান করেছিলেন। শত্রুরা যখন খুঁজতে খুঁজতে গুহার মুখে এসে পৌঁছল তখন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন এবং আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্**! শত্রুরা এতই নিকটে এসে গেছে যে, যদি তারা তাদের পায়ের দিকে দৃষ্টি দেয়, তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে, **আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে অভয় দিয়ে ইরশাদ করেন: لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**: 'দুঃখিত হয়োনা, নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্** আমাদের সাথে আছেন।' (পারা: ১০, সূরা: তাওবা, আয়াত: ৪০) এই ছওর পর্বতেই কাবীল সায়্যিদুনা হাবীল رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে শহীদ করেছিলো।

খোব চুমে হেঁ কদম ছওর ও হেরা নে শাহ্ কে,
মেহকে মেহকে পেয়ারে পেয়ারে দোনোঁ গারোঁ কো সালাম।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৮২ পৃষ্ঠা)

হেরা গুহা

তাজেদারে রিসালত, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রিসালত প্রকাশের (নবুয়ত) পূর্বে এই গুহায় ধ্যানে (যিকির) মগ্ন থাকতেন। এটি কিবলামুখি অবস্থিত। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সর্বপ্রথম অহী এই গুহাতেই অবতীর্ণ হয়, যা ছিলো اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾ থেকে مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত পাঁচটি আয়াত। এই গুহাটি মসজিদে হারাম থেকে পূর্বে প্রায় তিন মাইল দূরে "হেরা

www.dawateislami.net

পর্বতে” অবস্থিত, এই মোবারক পাহাড়কে **জবলে নূর**ও বলা হয়। “হেরা গুহা” ছওর গুহা থেকে উত্তম। কেননা, ছওর গুহা মাত্র তিনদিন **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী কদম চুমু খেয়েছিলো, পক্ষান্তরে হেরা গুহা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সাহচর্য অনেক দিন যাবৎ লাভ করে।

কিসমতে ছওর ও হেরা কি হিরছ হে, চাহতে হেঁ দিল মেঁ গেহরা গার হাম।
(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দারে আরকাম

দারে আরকাম সাফা পর্বতের নিকটে অবস্থিত ছিলো। যখন অত্যাচারী কাফিরদের পক্ষ থেকে বিপদের আশঙ্কা বেড়ে যায়, তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানেই গোপনে অবস্থান করেন। এই মহত্বপূর্ণ ঘরে অনেক মহামনিষীগণ ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। সৈয়্যিদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এই বরকতময় ঘরেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এই ঘরেই ১ম পারা সূরা আনফালের ৬৪ নম্বর আয়াত

يٰۤاَيُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٤﴾ অবতীর্ণ হয়। খলিফা হারুনুর রশীদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানিতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে অনেক খলিফা নিজ নিজ শাসনামলে এর সৌন্দর্য বর্ধনে অংশ নেন। বর্তমানে এটি প্রশস্থকরণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং এর কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না।

মহল্লায়ে মাসফালা

এটি খুবই ঐতিহাসিক মহল্লা, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এখানেই বসবাস করতেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর, হযরত ফারুকে আযম এবং হযরত হামযাও رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُم এখানেই বসবাস করতেন, মহল্লাটি পবিত্র কাবার অংশ ‘মুস্তাজারে’র দেওয়ালের দিকে অবস্থিত।

www.dawateislami.net

রহমতেঁ হোঁ ইস মাহল্লে পর এয়য় রব্বে দো জাহাঁ! থা মকাঁ ইস মেঁ নবী কা থে সাহাবা কে মকাঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতুল মা'আলা

জান্নাতুল বাক্বীর পর জান্নাতুল মা'আলাই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম কবরস্থান। এখানে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও আরো অনেক সাহাবা ও তাবেঈন رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এবং আউলিয়া ও সালেহীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মাযার শরীফ রয়েছে। বর্তমানে এর গম্বুজগুলো শহীদ করে দেওয়া হয়েছে, মাযারগুলো ধূলিসাৎ করে এর উপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং বাইরে দূর থেকেই এভাবে সালাম আরয করুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

আপনাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে কবরবাসী মুমিন

وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ط

ও মুসলমানেরা! আর আমরাও اِنْ شَآءَ الله আপনাদের সাথে মিলিত হব।

نَسْئَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ط

আমরা **আল্লাহ্ তায়ালার** নিকট আপনাদের এবং নিজের জন্য নিরাপত্তা কামনা করছি।

অতঃপর নিজের জন্য, আপনার পিতা-মাতার জন্য এবং সমস্ত উম্মতের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করুন আর বিশেষ করে জান্নাতুল মা'আলার কবরবাসীদের জন্য ইছালে সাওয়াব করুন। এই কবরস্থানে দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

জান্নাতুল মা'আলা কে মদফুনীন পর লাখোঁ সালাম,
বে আদদ হোঁ রাহমতেঁ আল্লাহ্ কি উন পর মুদাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর মাযার

হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে ইহরাম অবস্থায় নিকাহ (বিবাহ) করেছিলেন। মদীনায় 'নাওয়ারিয়া' রাস্তার নিকটবর্তী 'সরেফ' নামক স্থানে তাঁর মাযার অবস্থিত। এই মাযার শরীফটি যদিও মক্কা মুকাররামার زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا বাইরে, তবু হাজীরা চেষ্টা করলে এখানে উপস্থিত হতে পারেন, সৌভাগ্য অর্জনের জন্য এবং রহমত বর্ষিত হওয়ার নিয়্যতে হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর মাযার শরীফের বরকতময় আলোচনা করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত (১৬ই শাবানুল মুয়াযযম, ১৪৩৩ হিজরি) এখানে হাজিরীর একটি উপায় হচ্ছে, আপনি 2A বা 13 বাসে আরোহন করবেন, এই বাসটি মদীনা রোডে তানয়ীম অর্থাৎ মসজিদে আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে আরো সামনের দিকে যায়, মসজিদে হারাম থেকে প্রায় ১৭ কিলোমিটার দূরত্বে এর শেষ গন্তব্য 'নাওয়ারিয়া', এখানেই নেমে যান এবং রাস্তা পার হয়ে অপর প্রান্ত দিয়ে মক্কায়ে মুকাররমার زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا দিকে চলতে থাকুন, দশ কি পনের মিনিট যাওয়ার পর একটি পুলিশ চেক পোষ্ট রয়েছে, আর হাজীদের অবস্থানের জায়গাও বানিয়ে রাখা হয়েছে, এর থেকে কিছুটা সামনে রাস্তার পাশেই একটি দেওয়াল দ্বারা বেষ্টনি দেখা যাবে, এটিই হলো উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর মাযার শরীফ আর তা সড়কের মাঝখানেই। লোকদের বর্ণনা: সড়ক নির্মাণের জন্য মাযারটি শহীদ করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিলো, কিন্তু ট্রাক্টর উল্টে যেতো, বাধ্য হয়ে এখানে দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টন করে দেওয়া হয়। আমাদের প্রিয় আম্মাজান সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর কারামত, মারহাবা!

আহলে ইসলাম কি মা'দরানে শফীক,
বা'নুওয়ানে তাহারত পে লাখোঁ সালাম।

www.dawateislami.net

ওফাতের পর সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا আঙ্গুর খাওয়ালেন

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর ওফাতের পর প্রকাশিত হওয়া কারামত পাঠ করুন আর ঈমান সতেজ করুন। উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর নূরানী মাযারটির প্রকাশ্য দরজাটি যখন যিয়ারতকারীদের জন্য উম্মুক্ত ছিলো, তখনকার ঘটনা একজন যিয়ারতকারীর মুখেই শুনুন: মধ্য রাতে আমরা মক্কা শরীফ زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا থেকে মদীনা শরীফের زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا যাওয়ার পথে অবস্থিত 'সারেফ' নামক স্থানে এসে পৌঁছালাম, যেখানে উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর মাযার শরীফ রয়েছে, ঘটনাক্রমে সেদিন আমি কিছুই খাইনি, ক্ষুধার তাড়নায় আমার শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিলো, রুটির জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোথাও পাইনি, বাধ্য হয়ে যিয়ারতের জন্য পবিত্র হুজরায় গেলাম, আমি নূরানী মাযারের সামনে সালাম আরয করলাম, সূরা ফাতিহা এবং সূরা ইখলাস পাঠ করে তাঁর রূহে ইছালে সাওয়াব করে দিলাম, ভিক্ষুকের ন্যায় ডাকতে শুরু করলাম: "হে প্রিয় আম্মাজান! আমি আপনারই মেহমান, আহারের জন্য কিছু দিন এবং আপনার দয়া ও মমতা থেকে আমাকে বঞ্চিত করে ফিরিয়ে দিবেন না।" আমি বসেই ছিলাম, আমাদের রিযিক দাতা **আল্লাহ্ তায়ালার** পক্ষ থেকে হঠাৎ তাজা আঙ্গুরের দুইটি থোকা আমার হাতে এসে গেলো! আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, শীতের মৌসুম ছিলো এবং কোথাও তাজা আঙ্গুর পাওয়া যেত না, আমি অবাক হয়ে গেলাম, এক থোকা তো আমি সেখানেই খেয়ে নিলাম, মাযার শরীফের বাইরে এসে এক একটি করে সাথীদের মাঝে বিলিয়ে দিলাম।

(মুখযিনে আহমদী, ৯৯ পৃষ্ঠা)

হাত উঠা কর এক টুকড়া এ্যয় করীম! হেঁ সখী কে মাল মেঁ হকদার হাম।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মদীনার যিয়ারত

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার প্রতি দিনে এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নিবে না।" (আত তরাগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা শরীফের ফযীলত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মদীনা শরীফের আলোচনা আশিকে রাসূলের জন্য হৃদয়ের এক মহান প্রশান্তি আর আনন্দের উৎস। মদীনার আশিকগণ এর বিরহে ছটফট করে এবং যিয়ারতের জন্য প্রত্যাশী থাকে। দুনিয়ার যতগুলো ভাষায় যতগুলো কসীদা মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا বিরহ, বেদনা ও যিয়ারতের বাসনায় পাঠ করা হয়েছে কিংবা পাঠ করা হয়, ততগুলো দুনিয়ার আর কোন শহর বা ভূ-খন্ডের জন্য পাঠ করা হয়নি এবং পাঠ করা হবেও না, যে একবারও মদীনার যিয়ারত লাভ করছে, সে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলেই মনে করে এবং মদীনায় অতিবাহিত করা সুন্দর সময়গুলোকে সর্বদা স্মৃতি হিসাবে ধরে রাখে। কোন এক আশিকে রাসূল খুবই সুন্দর বলেছেন!

ওয়হি সা'আতেঁ থী সুরুর কি, ওয়হি দিন থে হা'ছিলে জিন্দেগী,
বাহুযুরে শা'ফেয়ে উম্মাতাঁ, মেরি জ্বিন দিনোঁ তলাবি রাহি।

www.dawateislami.net

মদীনা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর যিয়ারত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে **প্রিয় হাবীবের** শহরের কিছু ফযীলত লক্ষ্য করুন, যেন হৃদয়ে মদীনার ভালবাসা ও আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পায়।

কোরআনে পাকে মদীনার আলোচনা

কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে মদীনার আলোচনা করা হয়েছে, যেমনটি ২৮ পারা সূরা মুনাফিকূনের ৮ নম্বর আয়াতে রয়েছে:

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَاۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۸﴾

(পারা: ২৮, সূরা: মুনাফিকূন, আয়াত: ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তারা বলে, 'আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে অবশ্য যে বড় সম্মানিত সে সেখান থেকে তাকেই বের করে দেবে, যে অত্যন্ত লাঞ্ছিত। আর সম্মান তো **আল্লাহ্**, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের জন্যই; কিন্তু মুনাফিকদের নিকট খবর নেই।

মদীনা শরীফের ১২টি নাম

ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا প্রায় ১০০টি নাম উল্লেখ করেছেন এবং পৃথিবীর অন্য কোন শহরের এত নাম নাই। বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে এখানে শুধুমাত্র ১২টি মোবারক নাম পেশ করা হলো: (১) মদীনা (২) মদীনাতুর রাসূল (৩) তয়্যিবা (৪) দারুল আবরার (৫) ত্বাবা (৬) মোবারাকা (৭) নাজিয়াহ (৮) আছেমাহ (৯) শাফিয়াহ (১০) হাসানাহ (১১) জাযীরাতুল আরব (১২) সায়্যিদাতুল বুলদান।

নামে মদীনা লে দিয়া চলনে লগি নসীমে খুলদ,
সোযিশে গম কো হাম নে ভি কেয়সি হাওয়া বাতায়ি কিউঁ।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণ করার ফযীলত

মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের মধ্যে যে মদীনায় মৃত্যুবরণ করার ক্ষমতা রাখে, সে যেন মদীনাতেই মৃত্যু বরণ করে। কেননা, যে মদীনায় মৃত্যু বরণ করবে, আমি তার জন্য সুপারিশ করবো এবং তার পক্ষে সাক্ষ্য দিব।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৮২)

জমিঁ থোড়ি সি দে'দেয় বেহরে মদফন আপনে কোচে মেঁ,
লাগা দেয় মেরে পেয়ারে মেরি মিট্টি ভি ঠিকানে সে। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা শরীফে দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: عَلٰى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَائِكَةٌ لَّا يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلَا الدَّجَّالُ অর্থাৎ মদীনায় প্রবেশের সকল রাস্তায় ফিরিশতা (পাহারায়) রয়েছে, এতে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৮০)

মদীনা শরীফ সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ

নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সেই মহান স্বত্ত্বার শপথ, যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! মদীনায় না কোন গিরিপথ আছে, না কোন রাস্তা রয়েছে, যাতে দু'জন ফিরিশতা নাই, যারা এর নিরাপত্তায় রয়েছেন।" (মুসলিম, ৭১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৭৪)

ইমাম নববী বলেন: এই বর্ণনায় মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং **তাজেদারে রিসালত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগে এর রক্ষণাবেক্ষণ প্রদান করা হতো, অধিক সংখ্যক ফিরিশতা এর রক্ষণাবেক্ষণও প্রদান করতেন এবং তারা সকল গিরিপথ সমূহ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্রমবর্ধমান সম্মানের জন্য ঘিরে রাখতেন।

(শরহে সহীহ মুসলিম লিন নববী, ৫ম খন্ড, ৯ম অংশ, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মালায়িক লাগাতে হেঁ আঁখোঁ মেঁ আপনি,
শব ও রোজ খাকে মাযারে মদীনা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার তাজা ফল

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, লোকেরা যখন মৌসুমের প্রথম ফল দেখতো, তা **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম, শাহে বণী আদম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে নিয়ে আসতেন, **হুযূরে আকরাম** (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তা নিয়ে এভাবে দোয়া করতেন: “**হে আমার মালিক!** তুমি আমাদের ফলগুলোতে আমাদের জন্য বরকত দান করো, আমাদের জন্য আমাদের মদীনায় বরকত দাও এবং আমাদের বাটখারাগুলোতে (পাল্লা) বরকত দাও, **হে আল্লাহ্!** নিশ্চয় ইব্রাহীম **তোমার** বান্দা, **তোমার** খলীল ও **তোমার** নবী এবং নিশ্চয় আমিও তোমার বান্দা ও তোমার নবী। তিনি মক্কার জন্য তোমার দরবারে দোয়া করেছেন, আর আমি মদীনার জন্য তোমার দরবারে দোয়া করছি, যেরূপ দোয়া মক্কার জন্য তিনি করেছেন এবং তদ্রূপ আরও (অর্থাৎ মদীনার বরকত মক্কার দ্বিগুণ হোক)।” অতঃপর সামনে যে ছোট বাচ্চা দেখতে পেতেন সেই ফল তাকে দিয়ে দিতেন।

(মুসলিম, ৭১৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৩৭৩)

হাত উঠা কর এক টুকড়া এয় করীম!
হেঁ সখী কে মাল মেঁ হকদার হাম। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা মানুষকে পুতঃপবিত্র করে দিবে

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমাকে এমন এক লোকালয়ের দিকে হিজরত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা সকল লোকালয়কে গ্রাস করবে

www.dawateislami.net

(সবগুলোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে), লোকেরা একে 'ইয়াসরীব' বলে এবং তা হলো 'মদীনা', (এই লোকালয়) মানুষকে এমনভাবে পুতঃপবিত্র করবে যেভাবে চুল্লী লোহার মরিচাকে।" (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬১৭ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৮৭১)

মদীনাকে ইয়াসরীব বলা গুনাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই রেওয়ায়তটিতে মদীনা মুনাওয়ারাকে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا "ইয়াসরীব" বলা নিষেধ করা হয়েছে। **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** ২১তম খন্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছেঃ মদীনা তৈয়্যবাকে ইয়াসরীব বলা নাজায়েয, নিষিদ্ধ ও গুনাহ এবং কেউ বললে গুনাহগার হবে। **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ "যে ব্যক্তি মদীনাকে ইয়াসরীব বলবে, তার উপর তাওবা ওয়াজিব হয়ে যাবে, মদীনা হচ্ছে ত্বাবা, মদীনা হচ্ছে ত্বাবা।" আল্লামা মুনাদী '**তাইসীরে শরহে জামেয়ে ছগীরে**' বলেনঃ এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মদীনা তৈয়্যবার নাম ইয়াসরীব রাখা হারাম। কেননা, ইয়াসরীব বলার কারণে তাওবার আদেশ ইরশাদ করেছেন এবং তাওবা গুনাহের কারণেই করতে হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা)

ইয়াসরীব বলা নিষেধ কেন?

ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২১তম খন্ডের ১১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছেঃ হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ '**আশিআতুল লুমআত শরহে মিশকাতে**' লিখেছেনঃ **নবীয়ে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে লোকজনের বসবাস এবং একত্রিত হওয়া আর এই শহরের সাথে ভালবাসার কারণেই এর নাম রেখেছেন 'মদীনা' এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একে ইয়াসরীব বলতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এটি হলো জাহেলী যুগের নাম কিংবা এ কারণে যে, শব্দটি 'ثَرْبٌ' শব্দ থেকে উৎপত্তি, যার অর্থ ধ্বংস ও ফ্যাসাদ আর 'تَثْرِيْبٌ' অর্থ গালমন্দ করা এবং নিন্দা করা, অথবা এ কারণে যে, ইয়াসরীব কোন মূর্তীর নাম কিংবা কোন

www.dawateislami.net

অত্যাচারী ও অবাধ্য ব্যক্তির নাম ছিলো। ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ নিজের ইতিহাসে একটি হাদীস শরীফ এনেছেন, যে ব্যক্তি "একবার ইয়াসরীব" বলবে, তবে তার (কাফফারা স্বরূপ) "দশবার মদীনা" বলতে হবে। পবিত্র কোরআনে যে یٰۤاَھۡلَ یَثۡرِبَ (অর্থাৎ হে ইয়াসরীববাসী) বলা হয়েছে, তা মূলতঃ মুনাফিকদেরই উক্তি (অর্থাৎ তাদেরই বলা কথা) ছিলো যে, ইয়াসরীব বলে তারা মদীনা শরীফের অবমাননার মনোভাব পোষণ করত। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, যারা ইয়াসরীব বলবে, তারা যেন **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে তাওবা করে নেয় এবং ক্ষমা প্রার্থণা করে। কেউ কেউ বলেন: মদীনা মুনাওয়ারাকে زَادَھَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا ইয়াসরীব বলবে তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কোন কোন বিখ্যাত ব্যক্তির কবিতায়ও ইয়াসরীব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং **আল্লাহ্ তায়ালাই** সর্বজ্ঞ। মহত্ব ও শান ওয়ালার জ্ঞান সর্বোতভাবে পোক্ত এবং সব দিক থেকে পরিপূর্ণ।

জিন্দেগী কিয়া হে! মদীনে কে কিসি কোচে মেঁ মওত,
মওত পাক ও হিন্দ কে জুলমত কদে কি জিন্দেগী।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মদীনায় কষ্টে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য শাফায়াতের সুসংবাদ

শাহানশাহে মদীনা صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার কোন উম্মতই যদি মদীনায় কষ্ট এবং কঠিন মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করে, কিয়ামতের দিন আমিই তার জন্য সুপারিশকারী হব।" (মুসলিম, ৭১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৭৮)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: (অর্থাৎ) বিশেষ সুপারিশ। সত্য এটাই যে, এই ওয়াদাটি সকল উম্মতের জন্যই প্রযোজ্য যে, মদীনায় মৃত্যুবরণ কারী **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই সুপারিশের হকদার।

www.dawateislami.net

তায়্যবা মেঁ মর কে ঠান্ডে চলে জাও আঁখেঁ বন্দ,
সিধী সড়ক ইয়ে শহরে শাফায়াত নগর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মনে রাখবেন! **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে বসবাস করা উত্তম ছিলো এবং হিজরতের পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কা শরীফে বসবাস করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়, হিজরত করা ওয়াজিব হয়ে গেলো এবং মক্কা বিজয়ের পর সেখানে বসবাস করা তো জায়েয হলো, কিন্তু মদীনা শরীফে বসবাস করা উত্তম সাব্যস্ত হলো। কেননা, এখানে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য রয়েছে, তাই বেশি ফযীলত মদীনায় বসবাসকারীদের পক্ষে এলো।

(মিরআতুল মানাজীহ্, ৪র্থ খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)

মদীনা ইস লিয়ে আত্তার জান ও দিল সে হে পেয়ারা,
কেহ্ রেহতে হেঁ মেরে আক্বা মেরে দিলবার মদীনে মেঁ।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা শরীফই উত্তম

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মদীনাবাসীদের উপর এমন এক সময় অবশ্যই আসবে, যখন মানুষেরা স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটানোর জন্য এখান থেকে চারণভূমির দিকে বেরিয়ে যাবে, অতঃপর তারা যখন স্বাচ্ছন্দ পাবে তখন ফিরে আসবে এবং মদীনাবাসীদেরকে সেই স্বাচ্ছন্দময় জীবনের দিকে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে, অথচ তারা যদি জানত, তবে মদীনাই তাদের জন্য উত্তম।" (মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৬৮৬)

উন কে দর কি ভিক ছোড়েঁ সরওয়রি কে ওয়াস্তে,
উন কে দর কি ভিক আচ্ছি সরওয়রি আচ্ছি নেহিঁ। (যওকে নাত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মদীনা শরীফে অভাবে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য সুপারিশের সুসংবাদ

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: মদীনায় দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি পেল এবং অবস্থা কঠিন হয়ে পড়ল, তখন **সরওয়ারে কায়েনাত, নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ধৈর্যধারণ কর আর স্বাচ্ছন্দ্যে থাক যে, আমি তোমাদের সা' (ওজন বিশেষ) ও পাল্লাতে বরকতময় করে দিয়েছি এবং একত্র হয়ে খাও। কেননা, একজনের খাবার দুই জনের জন্য, দুই জনের খাবার চার জনের জন্য এবং চার জনের খাবার পাঁচ ও ছয় জনের জন্য যথেষ্ট আর বরকত জামাতেই নিহিত রয়েছে, তবে যে মদীনার অভাব ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো। কিংবা তার পক্ষে সাক্ষ্য দেব এবং যে এর দুঃসময়ে মুখ ফিরিয়ে মদীনা থেকে চলে যাবে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার চাইতে উত্তম লোককে এতে বসতি করে দেবেন আর যে মদীনার নিন্দা করার ইচ্ছা পোষণ করে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে এমনভাবে গলিয়ে দেবেন, যেমনিভাবে পানি লবণকে গলিয়ে দেয়।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩য় খন্ড, ৬৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮১৯)

শাহে কওনাইন নে জব সাদাকা বাঁটা,
যমানে ভর কো দম মেঁ কর দিয়া হোশ। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মদীনা শরীফে কষ্টে ধৈর্যধারণ করার ফযীলত

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত '**বেহেশত কি কুঞ্জিয়াঁ**' নামক কিতাবের ১১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: রাসূলে **আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় আমার যিয়ারত করার জন্য আসবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার হেফাজতেই থাকবে আর যে ব্যক্তি মদীনা

www.dawateislami.net

শরীফে বসবাস করবে এবং মদীনায় কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবো এবং তার জন্য সুপারিশ করবো, আর যে ব্যক্তি হারামাইনে (অর্থাৎ মক্কা ও মদীনা) হতে যে কোন একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে এমন অবস্থায় কবর থেকে উঠাবেন যে, সে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ্, ১ম খন্ড, ৫১২ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৭৫৫)

মদীনায় বসবাস করা কেমন?

মনে রাখবেন! মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا শুধুমাত্র তারই অবস্থান করার অনুমতি রয়েছে, যে এখানকার সম্মান ও মর্যাদা যথাযথ রক্ষা করতে পারবে, যে তা করতে পারবে না, তার জন্য এখানে স্থায়ী বা দীর্ঘ সময়ের জন্য বসবাসে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমনিভাবে **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** ১০ম খন্ডের ৬৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: (**ফাতহুল কদীর** প্রণেতা বলেন) আমার কথা হলো: কেননা মদীনা শরীফে অফুরন্ত রহমত, অশেষ অনুগ্রহ, দয়া ও অনুকম্পা বেশি এবং অতি শীঘ্র ক্ষমা হয়ে যায়, এটা পরীক্ষিত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। তা সত্ত্বেও সম্মান প্রদান ও মর্যাদা রক্ষা করার আদবের তো ভয় রয়েছেই আর এগুলোও তো স্থায়ী বসবাসের জন্য বাধা স্বরূপ, অবশ্য যে ফিরিশতাদের ন্যায় চরিত্রবান তাদের জন্য সেখানে বসবাস করা এবং (দীর্ঘদিন বসবাস করে) মৃত্যু বরণ করা সৌভাগ্যেরই বিষয়।

মদীনায় ইস্তিন্জা করা সম্পর্কীত কাহিনী

আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** ১০ম খন্ডের ৬৮৯ পৃষ্ঠায় '**আল মাদখাল**' কিতাবের বরাত দিয়ে একটি কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন: "আস সাইয়িদুল জলীল আবু আব্দুল্লাহ্ কাযী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তাঁর মদীনা শহরে প্রাকৃতিক ডাক (পায়খানা প্রস্রাবের বেগ) এলে তিনি শহরের একটি স্থানের দিকে গেলেন আর সেখানেই প্রাকৃতিক ডাক সারার ইচ্ছা করলে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো, যা এই কাজ থেকে তাঁকে

www.dawateislami.net

মকামে ইবরাহীম | হাজরে আসওয়াদ | হুজুর গুহা | হেরা গুহা | উহুদ পাহাড় | মেহরাবে নববী | মিম্বরে রাসূল | মসজিদে খাইফ | মসজিদে জ্বিন | মসজিদে জিয়ারানা | মসজিদে নিমরাহ | মসজিদে গামামাহ | মসজিদে জুমা | মসজিদে শাজারাহ

বারণ করছিলো। তখন তিনি বললেন: "হাজীরা তো এভাবেই করেন", তখন উত্তরে তিন বার আওয়াজ এলো: "কোথাকার হাজীরা? কোথাকার হাজীরা? কোথাকার হাজীরা?" অতঃপর তিনি শহরের বাইরে চলে গেলেন আর প্রাকৃতিক ডাক (অর্থাৎ প্রস্রাব ইত্যাদি) সারলেন এবং পুনরায় ফিরে এলেন।

মদীনায় আসল অবস্থান হলো প্রিয় নবী ﷺ এর বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করা

সামনে অগ্রসর হয়ে মাদখাল প্রণেতার বরাত দিয়ে তিনি আরো লিখেন: **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব **তাঁরই** বিধি-বিধান পালন করা এবং নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে বেঁচে থাকার মধ্যে নিহিত, চাই মানুষ যে কোন জায়গাতেই বসবাস করুক না কেন, আর মূলতঃ প্রতিবেশিত্ব এখানেই। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৬৮৯ পৃষ্ঠা)

গমে মুস্তফা জিস কে সীনে মেঁ হে,
গো কহিঁ ভি রহে উয় মদীনে মেঁ হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা শরীফের ১৭টি বিশেষত্ব

(আসলে মদীনার তো অসংখ্য গুণাবলী রয়েছে, কিন্তু বরকত অর্জনের জন্য এখানে শুধুমাত্র ১৭টি বর্ণনা করা হলো)

❁ পৃথিবীর বুকে এমন কোন শহর নাই, যার পবিত্র নাম এত বেশি ছড়িয়ে যতটুকু মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا রয়েছে, কোন কোন ওলামা তো ১০০টিও লিপিবদ্ধ করেছেন। ❁ মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এমন একটি শহর যার ভালবাসা ও বিরহ-বেদনায় পৃথিবীর সর্বাধিক ভাষায় এবং সর্বাধিক সংখ্যক কসীদা লেখা হয়েছে, লেখা হচ্ছে এবং লেখা হতে থাকবে। ❁ **আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতেই হিজরত করেছেন এবং এখানেই বসবাস করেছেন। ❁ **আল্লাহ্ তায়ালা** এর নাম রেখেছেন

www.dawateislami.net

ত্বাবা। ❁ **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সফর থেকে যখন ফিরে আসতেন তখন মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا কাছাকাছি এসেই অধীর আগ্রহে বাহনের গতি বাড়িয়ে দিতেন। ❁ মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হৃদয় মোবারক শান্তি পেত। ❁ এর ধূলি-বালি নিজের নূরানী চেহারা থেকে পরিস্কার করতেন না এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان দেরও তা করতে নিষেধ করতেন আর ইরশাদ করতেন: “মদীনার মাটিতে আরোগ্য রয়েছে।” (জযবুল কুলূব, ২২ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা সা’আদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, যখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন তাবুক যুদ্ধে অন্তর্ভূক্ত না হওয়া কিছু সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁরা ধুলো উড়ালো, এক ব্যক্তি তাঁর নাক ঢেকে নিলো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার নাক থেকে কাপড় সরিয়ে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: “সেই সত্ত্বার কসম, যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! মদীনার মাটিতে সকল রোগের ঔষধ রয়েছে।” (জামেউল উসূল লিল জযরী, ৯ম খন্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৯৬২) ❁ যখন কোন মুসলমান যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا আসে, তখন ফিরিশতারা রহমতের উপহার নিয়ে তাকে সম্ভাষণ জানায়। (জযবুল কুলূব, ২১১ পৃষ্ঠা) ❁**তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا মৃত্যুবরণ করার উৎসাহ দিয়েছেন। ❁ **নবী করীম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এখানে মৃত্যুবরণ কারীর শাফায়াত করবেন। ❁ যে অযু করে আসবে এবং মসজিদে নববী শরীফে عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নামায আদায় করবে, সে হজ্বের সাওয়াব পাবে। ❁ হুজরা মোবারকা ও মিম্বরে আনওয়ারের মাঝখানের জায়গাটি জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগান (রাওযাতুল জান্নাত)। ❁ মসজিদে নববী শরীফে عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এক রাকাত নামায পঞ্চাশ হাজার রাকাত নামাযের সমান। (ইবনে মাজাহ্, ২য় খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪১৩) ❁ মদীনা শরীফের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মোবারক জমিনে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মাযার শরীফ অবস্থিত, যেখানে সকাল সন্ধ্যা

www.dawateislami.net

সত্তর (৭০) হাজার করে ফিরিশতা উপস্থিত হয়। ❁ এখানকার জমিনের সেই মোবারক অংশ যেখানে **মদীনার তাজেদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শরীর মোবারক অবস্থান করছে তা সকল স্থান এমনকি খানায়ে কাবা, বাইতুল মামুর, আরশ ও কুরসী এবং জান্নাত থেকেও উত্তম। ❁ দাজ্জাল মদীনা শরীফে زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًاوَّ تَعۡظِیۡمًا প্রবেশ করতে পারবে না। ❁ মদীনাবাসীদের সাথে মন্দভাব পোষণকারী আযাবে লিপ্ত হবে। ❁ এখানকার করবোস্থান 'জান্নাতুল বাক্বী' দুনিয়ার সকল কবরস্থানের চেয়ে উত্তম, এখানে প্রায় দশ হাজার সাহাবায়ে কিরাম, পবিত্র আহলে বাইতগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان, অসংখ্য তাবেয়ীনে কিরাম ও আউলিয়ায়ে এজাম رَحِمَھُمُ اللّٰہُ السَّلَام এবং আরো সৌভাগ্যবান মুসলমান সমাহিত আছেন।

রহেঁ উন কে জলওয়ে বসেঁ উন কে জলওয়ে,
মেরা দি বনে ইয়াদগারে মদীনা। (যওকে নাত)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মসজিদে নববী শরীফের عَلٰی صَاحِبِھَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام জায়গা সংগ্রহ

মসজিদে নববী শরীফের عَلٰی صَاحِبِھَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام জায়গার মালিক ছিলো দু'জন এতিম শিশু সাহাল আর সোহাইল (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡھُمَا), এখানে মুশরিকদের কবর ছিলো, মাটি অসমতল ছিলো, এই দুই এতিম শিশু হযরত সায়্যিদুনা আসআদ বিন যুরারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর তত্বাবধানে ছিলো। এই জমিটিতে খেজুর শুকানো হতো। **হুযুর সায়্যিদী আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শিশুদের ইরশাদ করলেন: "এই জায়গাটি আমাকে বিক্রি করে দাও, যেন এখানে মসজিদ নির্মাণ করা যায়।" শিশু দুইটি অত্যন্ত বিনয় ও নম্রভাবে বললেন: "হুযুর! আমাদের পক্ষ থেকে এই জায়গাটি উপহার স্বরূপ কবুল করুন।" তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁদের এই উপহার গ্রহণ করলেন না। অবশেষে মূল্য দিয়েই এই জায়গাটি কিনে নেওয়া হয়। আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ১০ হাজার দিনার পরিশোধ

www.dawateislami.net

করেছিলেন। (মদীনাতুর রাসূল, পৃষ্ঠা ১৩০) অন্য বর্ণনায় এই জায়গাটি বনু নাজ্জারের ছিলো। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের নিকট এই জায়গাটি খরিদ করতে চাইলে তাঁরা আরয করলো: আমরা এর মূল্য (অর্থাৎ প্রতিদান) **আল্লাহ্ তায়ালার** নিকট থেকেই নেব। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা) জায়গাটির পরিমাণ ছিলো প্রায় ১০০বর্গগজ।

প্রিয় নবীর দরবারে জিব্রাঈল আমীনের উপস্থিতি

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন মসজিদে নববী শরীফ عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এর উচ্চতা সাত হাত (অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন গজ) রাখুন, এর সৌন্দর্য বর্ধনে লৌকিকতা হবে না। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা) সেই যুগে নির্মাণ এভাবেই হত, মসজিদে গোলাকৃতি মেহরাব, গম্বুজ ও মিনার ইত্যাদি হতো না। অবস্থা পরিবর্তনের কারণে এখন আলীশান মসজিদ নির্মাণের অনুমতি রয়েছে। **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের** ৮ম খন্ডের ১০৬ পৃষ্ঠায় **'দুররে মুখতারের'** বরাতে দেয়া একটি জুযীয়ার অংশ বিশেষ হলো: মেহরাব ব্যতীত মসজিদের অন্যান্য অংশে ইশ্‌কা করাতে কোন অসুবিধা নাই। কেননা, মেহরাবের ইশ্‌কা ও লিখন নামাযীকে উদাসীনতায় লিপ্ত করে দেয়, অবশ্য অনেক বেশি ইশ্‌কা ও লিখনের জন্য লৌকিকতা করা, বিশেষ করে কাবার দিকের দেওয়ালে মাকরূহ।

মসজিদে নববী শরীফের عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নির্মাণ

এই জায়গাটি থেকে খেজুর গাছ কেটে ফেলা হলো, মুশরিকদের কবরগুলো উপড়ে ফেলা হলো। (রবিউল আউয়াল ১ম হিজরি, অক্টোবর ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মসজিদে নববী শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا ভিত্তি স্থাপন করা হয়।)

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সাথে স্বয়ং **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইট উঠিয়ে আনতেন আর **তাঁর** পবিত্র মুখে এটাও ইরশাদ করতেন: اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاٰخِرَةْ . فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ হে আমার মালিক! আখিরাতের প্রতিদানই উত্তম, তুমি আনসার ও মুহাজিরদের উপর দয়া করো।

(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৩২৬, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

মসজিদে নববী নির্মাণে প্রিয় নবী ﷺ নিজে অংশগ্রহণ করেন

সায়্যিদুনা হযরত আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ বলেন: **মদীনা ওয়ালা আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইট উঠিয়ে নিয়ে আসছিলেন, তা দেখে আমি আরয করলাম: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্**! ইটগুলো আমাকে দিন, আমি নিয়ে যাই।" ইরশাদ করলেন: "আরো অনেক ইট আছে, উঠিয়ে আনুন! এগুলো আমি নিয়ে যাই।" (মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৯৬) মসজিদে নববী শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا কাঁচা ইট দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে এবং এর ছাদ ছিলো খেজুরের ডালের আর খুঁটি ছিলো খেজুরের কান্ডের।

(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

তেরি সাদগী পে লাখোঁ তেরি আজেযী পে লাখোঁ,
হোঁ সালামে আ'জেযানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৮৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদে নববী শরীফে عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নামাযের ফযীলত

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী: (১) যে মসজিদে নববী শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا লাগাতার চল্লিশ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, তার জন্য জাহান্নাম এবং কপটতা থেকে মুক্তি লিখে দেওয়া হবে। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৪র্থ খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৫৮৪) (২) যে পাক-পবিত্র হয়ে শুধুমাত্র আমার মসজিদে নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে বের হয়, এমনকি সেখানে নামায আদায় করে, তবে তার সাওয়াব হজ্বের সমান। (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস:

www.dawateislami.net

৪১৯১) (৩) আমার এই মসজিদে এক রাকাত নামায পঞ্চাশ হাজার রাকাত নামাযের সমান। (ইবনে মাজাহ্, ২য় খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪১৩)

সদ গাইরতে ফেরদাউস মদীনে কি জমিঁ হে,
বায়িছ হে এহি উস কা কেহ্ তু ইস মেঁ মকিঁ হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলের রওযা সম্পর্কীত মনোমুগ্ধকর তথ্য

সবুজ সবুজ গম্বুজ হলো সকল নয়নের আলো এবং সকল হৃদয়ের প্রশান্তি। সকল আশিকে রাসূল এই বিষয়ে আকাঙ্খী যে, জীবনে যেন অন্তত একবার অবশ্যই এই সবুজ গুম্বুজ ও মিনারের যিয়ারত করার সৌভাগ্য অর্জন করে। মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا সবচেয়ে বরকতপূর্ণ তথা সমগ্র বিশ্বের মহান দর্শণীয় স্থান হলো রাসূলের এই রওযাই। কোন এক আশিকে রাসূল কতইনা সুন্দর লিখেন:

এযায ইয়ে হাছিল হে তো হাছিল হে জমিঁ কো,
আফলাক পে তো গুম্বদে খদ্বরা নেহিঁ কোয়ী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ এর আরশতুল্য বাসস্থান

মসজিদে নববী শরীফের عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পূর্ব দিকে এই নূরানী অংশটি অবস্থিত যেখানে **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শায়িত আছেন, এটি সেই হুজরায়ে মোবারকা যা মসজিদে নববী শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا প্রথম বার নির্মাণ কালেই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বসবাসের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিলো এবং এখানেই উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا প্রায় ৯ বৎসর যাবৎ আপন **মাথার মুকুট, ছাহেবে মেরাজ, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমে উপস্থিত ছিলেন, এ কারণে একে হুজরায়ে আয়েশাও বলা হয়। চুনা ও মাটির নির্মিত দেওয়াল, খেজুরের

www.dawateislami.net

ডাল ও পাতার ছাদ সম্বলিত সংক্ষিপ্ত আয়তনের এই ঘরটি হয়ত তখনকার দিনে মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا একটি সাধারণ ভবনই ছিলো, এই মহত্বপূর্ণ ঘরটির ছাদ শরীফের উচ্চতা একজন মানুষের দৈর্ঘ্যের চেয়ে এক হাত পরিমাণ (অর্থাৎ প্রায় আধা গজ) বাড়তি ছিলো। পরবর্তীতে এর আশে-পাশে এমনি মোবারক হুজরা অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীনদের رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ জন্য একের পর এক নির্মাণ করা হয়। হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: কিছু কিছু ঘর ছিলো কেবল খেজুরের ডালেরই, সেগুলো কম্বল দিয়ে ঢাকা ছিলো এবং দরজাতেও ছিলো কম্বলেরই পর্দা। সকল ঘরই ছিলো কিবলার দিকে এবং পূর্ব ও সিরিয়ার দিকে ছিলো, পশ্চিম দিকে কোন ঘরই ছিলো না। কোন কোন ঘর কাঁচা ইটেরও ছিলো। (জযবুল কুলূব, ৯৭ পৃষ্ঠা) যেসব আশিকে রাসূলের নিজের ঘর ছোট ও আটসাটোঁ অনুভব হয়, তাদের উচিৎ যেন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ বাসস্থানের কথা ভাবেন এবং নিজেরা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা নেন।

খুসরভে কওন ও মকাঁ অওর তাওয়া'যু এ্যয়সী,
হাত তাকইয়া হে তেরা খাক বিছোনা তেরা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হুজরা শরীফে ওফাত ও দাফন

প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই হুজরায়ে আয়েশাতেই প্রকাশ্য ওফাত গ্রহণ করেন, ঘরের যেই অংশটিতে ইন্তেকাল শরীফ হয়েছেন, সেই ভাগ্যবান ভূখন্ডটিই রাসূল **পাক** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কবরে আনওয়ার হওয়ার এবং নূরানী শরীর মোবারককে ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا তাঁর ওফাত শরীফ পর্যন্ত এই হুজরা শরীফেই অবস্থান করেন।

www.dawateislami.net

শায়খাইনে করীমাইনের হুজরা শরীফেই দাফন

আমীরুল মুমিনীন, খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইন্তিকালের সময় যখন ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ওসীয়ত করেন যে, আমার জানাযার খাটটি **রহমতে আলম, রাসূলে আকরাম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযার পবিত্র দরজার সম্মুখে নিয়ে রেখে আরয করবে: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ هٰذَا اَبُوْبَكْرٍ بِالْبَابِ **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আবু বকর আপনার দরবারে এসে উপস্থিত।" যদি মোবারক দরজা নিজ থেকে খুলে যায়, তবে ভেতরে নিয়ে যাবে, নয়তো জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন করে দেবে। ওফাতের পর ওসীয়ত অনুযায়ী পবিত্র রওযার সামনে জানাযার খাট মোবারক রেখে যখনই আরয করা হলো: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ! আবু বকর দরবারে উপস্থিত।" দরজার তালা আপনা আপনি খুলে গেলো আর আওয়াজ আসতে থাকে: اُدْخِلُوا الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ فَاِنَّ الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ مُشْتَاقٌ অর্থাৎ প্রিয়তমকে প্রিয়তমের সাথে মিলিয়ে দাও, কারণ প্রিয়তমের জন্য প্রিয়তমের প্রবল আকাংখা রয়েছে। (ইবনে আসাকির, ৩০তম খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা। তাফসীরে কবীর, ৭ম খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

যেমনিভাবে **খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পাশেই সমাহিত করা হয় এবং কবরটিকে এভাবে খনন করা হয়, যেন তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মাথা মোবারক **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক কাঁধ বরাবরে আসে। অতঃপর প্রায় ১০ বৎসর পর যখন ইমামুল আদিলীন, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ শাহাদাত বরণ করলেন, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ও পবিত্র হুজরার ভিতরে খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কাঁধের পাশেই সমাহিত হন।

ইয়া ইলাহী! আয পায়ে হযরাতে সিদ্দীক ও ওমর,
খাইর দেয় দুনিয়া কে আন্দর আখিরাত মাহমূদ কর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হুজরা শরীফ দুই অংশে বিভক্ত ছিলো

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর হুজরা মোবারক দুইটি অংশে বিভক্ত ছিলো, একটি অংশ যেখানে ছিলো পবিত্র কবরসমূহ এবং অপরটি তাঁরই বাসস্থান ছিলো, দুই অংশের মাঝখানে একটি দেওয়াল ছিলো। তিনি رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: আমি আমার ঘরের যে অংশে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) শায়িত রয়েছেন, সেই অংশে এই অবস্থায় প্রবেশ করতাম যে, পর্দার প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হতো না, আমি বলতাম যে, একজন তো আমারই স্বামী আর অপরজন আমার সম্মানিত পিতাই। যখন তাদের সাথে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ দাফন হলেন, তখন **আল্লাহ্ তায়ালার** শপথ! হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর প্রতি লজ্জার কারণে এমনভাবে প্রবেশ করতাম যে, আমি আমার শরীর ভালভাবে কাপড় দিয়ে ঢেকে নিতাম। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ১০ম খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৫৭১৮) বুঝা গেলো যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিলো না যে, দুনিয়া থেকে আড়াল হওয়া সত্ত্বেও **নবী করীম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও শ্রদ্ধেয় আব্বাজান সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ নিজ নিজ নূরানী রওযায় অবস্থান করেও আমাকে দেখছেন এবং একই আকিদা (বিশ্বাস) আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর ব্যাপারেও ছিলো। তাই তো তিনি رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ পবিত্র রওযায় সমাহিত হওয়ার পর তিনি رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہَا সেখানে প্রবেশ করার সময় বিশেষ ভাবে পর্দার প্রতি সজাগ থাকতেন। অথচ কবরের পাশে এভাবে পর্দা করার বিধান নাই।

মেরি মাদানী বেটিয়াঁ ইয়া রব! সভি পর্দা করেঁ,
সুন্নাতোঁ কি খুব খেদমত বেহরে সিদ্দীকা করেঁ।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

শায়খাইন করীমাইনের পর কেউই এখানে দাফন হননি

শায়খাইন করীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) এর পরবর্তীতে পবিত্র হুজরায় আর কারো সমাহিত হওয়ার সুযোগ হয়নি, যুন্নুরাইন, জামেউল কোরআন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান ইবনে আফফান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর শাহাদাত যদিও মদীনা মুনাওয়ারাতেই زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا হয়েছিলো, কিন্তু একটি সড়যন্ত্রকারী দল হুজরা শরীফের ভেতর তাঁকে দাফন করতে দেয়নি, অতএব তাঁকে জান্নাতুল বাক্বীতেই দাফন করা হয়। পক্ষান্তরে মাওলা মুশকিল কুশা, হযরত আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم এর শাহাদাত মদীনা শরীফের زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا হতে অনেক দূরে কুফাতেই হয়েছিলো, তাই তাঁর দাফনও হুজরায় মোবারকে হয়নি। যখন নবী দৌহিত্র, হযরত সায়্যিদুনা হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে বিষ খাইয়ে শহীদ করা হয়, আর তাঁকে যখন হুজরা মোবারাকায় দাফন করার চেষ্টা করা হয়, তখন সেই সময়কার মদীনা শরীফের زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا গভর্নর ছিলো মারওয়ান, যে আহলে বাইতের বিরোধীতা করতো, সে সশস্ত্র বাধা প্রদান করল, অতএব রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়াবার জন্য হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে জান্নাতুল বাক্বীতেই দাফন করা হয়।

উহ হাসান মুজতাবা সাইয়্যিদুল আসখিয়া,
রাকিবে দোশে ইজ্জত পে লাখোঁ সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হুজরা মোবারকার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়

সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক, মাহবুবায়ে মাহবুবে রাব্বুল আলামীন, উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর যখন ওফাত হয়, তখন তাঁকে জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন করা হয় এবং পবিত্র হুজরার দরজা

www.dawateislami.net

মোবারকের বাহিরে একটি শক্ত দেওয়াল দিয়ে সেখানে প্রবেশের পথটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। উম্মুল মুমিনীন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর ওফাতের পর সেই স্থানটিও খালি হয়ে গেলো, যেখানে তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا বসবাস করতেন, এখন হুজরায়ে মুনাওয়ারায় চতুর্থ কবরের জায়গা খালি রয়েছে। কিয়ামতের আগে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর আবির্ভাব হবে এবং ইন্তিকালের পর তাঁকে এই হুজরা পাকেই সমাহিত করা হবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

পবিত্র হুজরার দেওয়াল নির্মাণ

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াতে (প্রকাশ্য জীবনে) মহত্বপূর্ণ বাসস্থানের দেওয়াল পাকা ছিলো না, সর্বপ্রথম আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ পাকা দেওয়াল নির্মাণ করান, অতঃপর প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ প্রথম হিজরি শতাব্দীতেই মসজিদে নববী শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا যখন নতুনভাবে নির্মাণ করলেন, তখন কালো পাথর দ্বারা (দরজা বিহীন) দেওয়াল বানিয়ে হুজরায়ে আয়েশার মূল ঘরটি সংরক্ষিত করে দেন এবং এর চতুর্দিকে পাঁচ কোণা দেওয়াল বানিয়ে দেন, যাতে কোন দরজা নাই।

জালী মোবারকের ইতিহাস

মাকসূরা শরীফ লোহা ও পিতলের সেই জালী মোবারককে বলা হয়, যা কবর মোবারকের চতুর্দিকে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ কর্তৃক নির্মিত পাঁচকোণা দেওয়ালটির পাশে স্থাপন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম মিসরের সুলতান রোকনুদ্দীন বাইবরস ৬৬৮ হিজরিতে কাঠের জালী মোবারক নির্মাণ করেছিলেন, তখন এর উচ্চতা দুইটি মানুষের দেহের উচ্চতার সমান ছিলো। অতঃপর শাহ্ যাইনুদ্দীন কাতবুগা ৬৯৪ হিজরিতে এর

www.dawateislami.net

উপরে আরো জালী বাড়িয়ে দেন, যা ছাদের সাথে গিয়ে লেগেছিলো। ৮৮৬ হিজরি সনে আগ্নিকান্ডের দূর্ঘটনায় এই জালী মোবারক শহীদ হয়ে গেলে সুলতান কায়েতবাঈ লোহা আর পিতলের জালী তৈরি করে দেন, যাতে পিতলের জালীগুলো কিবলার দিকে আর লোহার জালীগুলো বাকি তিন দিকে স্থাপন করা হয়। মাকসূরা শরীফে কয়েকটি দরজা রয়েছে: একটি কিবলার দেওয়ালে, যার নাম 'বাবুত তাওবা', একটি পশ্চিমের দেওয়ালে, যাকে 'বাবুল ওয়াফুদ' বলা হয়, একটি পূর্বের দেওয়ালে, যার নাম 'বাবে ফাতেমা' আর একটি উত্তরের দেওয়ালে, যাকে 'বাবুত তাহাজ্জুদ' বলা হয়। বাবে ফাতেমা ব্যতীত সব কটি দরজা সর্বদা বন্ধই থাকে, বাবে ফাতেমাটিও তখনই খোলা হয়, যখন কোন দেশের রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রীয় মেহমান আসেন। এরা মাকসূরা শরীফে অর্থাৎ জালী মোবারকের ভেতর প্রবেশ করলেও পাঁচকোণা বিশিষ্ট দেওয়ালের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। কেননা, সেখানে প্রবেশ করার কোন দরজাই নাই। পাঁচকোণা বিশিষ্ট দেওয়ালের চার পাশে বড় বড় পর্দা টাঙ্গানো রয়েছে।

তিনটি কবরেরই নকল ছবি

বর্তমানে তিনটি কবর বিশিষ্ট ক্যালিওগ্রাফি বাজারে বেচা-কেনা হয়, যাতে একটি কবর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং দুইটি শায়খাইনে করীমাইনের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলে বলা হয়ে থাকে, এসব নকল ছবি। কেননা তিনটি কবরই পাঁচকোণা বিশিষ্ট দেওয়ালের ভেতরে অবস্থিত এবং ভেতরে যাওয়ার কোন রাস্তাই নাই। যখন প্রকাশ্যভাবে এই মোবারক কবরগুলো দেখা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে এই ছবিগুলো কোত্থেকে এবং কীভাবে আসলো?

হিজর ও ফিরাক মেঁ জো ইয়া রব! তড়প রাহে হেঁ,
উন কো দেখা দে মাওলা মিঠে নবী কা রওযা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নূরানী রওযায় পবিত্র গম্বুজ নির্মাণ

হুজরায়ে মোবারাকার উপরে প্রথমে কোন প্রকার গুম্বদ ছিলো না, ছাদের উপরে শুধুমাত্র একজন মানুষের শরীরের অর্ধেক পরিমাণ উচ্চতার চারটি দেওয়াল ছিলো, যাতে যদি কেউ কোন কারণে মসজিদে নববী শরীফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর ছাদে যায়, সে যেন এটি বুঝতে পারে যে, সে অত্যন্ত আদবের জায়গাতেই রয়েছে আর ভুলেও যেন এর উপর না উঠে। এখানে এই বিষয়টি আকর্ষণ থেকে খালি নয় যে, আব্বাসী খেলাফতের শুরুর দিকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাযারগুলোতে গম্বুজ বানানোর রীতি প্রবর্তিত হলো এবং পরে দেখতে দেখতেই বাগদাদ শরীফ ও দামেশকে গম্বুজ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মাযারগুলোরও অংশ হয়ে গেলো। বাগদাদ শরীফে ইমাম আযম আবু হানীফা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নূরানী মাযারেও সালজুকী সুলতান মালেক শাহ্ হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে গম্বুজ বানিয়ে দেন। পরবর্তীতে এই নির্মাণ-রীতি মিসরে খুবই প্রসারতা লাভ করে এবং সেখানে সামান্য সময়ের ব্যবধানেই অনেক মাযারেই গম্বুজ তৈরি হয়ে গেলো। যখন কালাউন বংশীয় যুগ এলো, তখন গম্বুজ প্রায় সব মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় প্রসার হয়ে গিয়েছিলো। মিসরের যেহেতু এই নির্মাণ-শৈলী খুবই জনপ্রিয় ছিলো, সেহেতু সুলতান মনসুর কালাউন যখন রওযায়ে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর প্রথমবার গম্বুজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলেন তখন মিসরীয় স্থপতিদের খেদমত গ্রহণ করা হলো, যারা তাদের নিপুন নির্মাণ-শৈলী কাজে লাগিয়ে ৬৭৮ হিজরি সনে হুজরা শরীফের উপর কাঠের তক্তার সাহায্যে একটি দৃষ্টিনন্দন গম্বুজ তৈরি করেন। **রওযায়ে রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পৃক্ততার কারণে এই গম্বুজ শরীফটি এতই আকর্ষণীয় হলো যে, মদীনার যিয়ারতকারীদের চোখেরই যেন মণিতে পরিণত হয়ে গেলো।

ওয়াসীলা তুঝ কো বু বকর ও ওমর, ওসমান ও হায়দার কা,
ইলাহী তো আতা কর দেয় হামেঁ ভি ঘর মদীনে মেঁ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বড় ও ছোট গম্বুজ শরীফ নির্মাণ

প্রথম গুম্বদ শরীফটি প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত আশিকানে রাসূলের চোখকে শীতল করতে থাকে। অতঃপর সময়ের আবর্তনে সীসা ছড়ানো কাঠের কিছু তক্তা দুর্বল হয়ে পড়ে, অতএব সুলতান নাসির হাসান বিন মুহাম্মদ কালাউন গম্বুজ শরীফের কিছু সংস্কার করেন, পরে সুলতান আশরাফ শাবান বিন হোসাইন বিন মুহাম্মদ ৭৬৫ হিজরিতে আরো কিছু "খেদমত"(১) করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এতে আরো এক শতাব্দী কেটে গেলো, এবার গম্বুজ শরীফটি আরো বড় আকারে "খেদমত" বা নতুন সুত্রে বিনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং পাশাপাশি পাঁচকোণা বিশিষ্ট দেওয়ালটিরও পুনঃ "খেদমতের" প্রয়োজন অনুভব হয়, যা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবুদল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ নির্মাণ করিয়েছিলেন। সুলতান আশরাফ কায়েতবাঈ প্রথমে তাঁর একজন প্রতিনিধিকে এর ব্যাপারে যাচাই বাচাই করার কাজে লাগালেন। সেই প্রতিনিধির রিপোর্ট অনুযায়ী পবিত্র হুজরার দেওয়ালগুলোর "খেদমত" করা বিশেষ প্রয়োজন ছিলো এবং বিশেষ করে পাঁচকোণা বিশিষ্ট দেওয়ালের পূর্ব দিকের দেওয়ালটিরও। কেননা, এতে কিছু ফাঁটল দেখা দিয়েছিলো। অতএব, ১৪ই শাবানুল মুয়াজ্জম ৮৮১ হিজরিতে পাঁচকোণা শরীফের দুর্বল অংশটি খুলে ফেলা হয়, পাশাপাশি পবিত্র হুজরার পুরাতন ছাদ শরীফটিও সরানো হলো এবং পূর্ব দিকের প্রায় এক তৃতীয়াংশের উপর ছাদ ঢালাই করা হলো, যা মাটির ঘরের মতো মনে হতো, আর বাকি দুই অংশে ছাদের ব্যবস্থা করা হয়নি বরং এর উপর তিনটি মোবারক কবরের মাথার দিকে ইশ্‌কা করা পাথর দিয়ে বানানো একটি ছোট কিন্তু উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন গম্বুজ হুজরা শরীফের উপর নির্মাণ করে দেওয়া হয়, এর উপর সাদা মর্মর পাথর লাগানো হয় আর পিতলের চাঁদ স্থাপন করা হয়। এর উপর মসজিদে নববী শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا ছাদকে আরো উঁচু করে দেওয়া হয়,

(১) এই স্থানে লেখক আদব রক্ষার্থে **সংস্কারের** পরিবর্তে **খেদমত** শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

www.dawateislami.net

যাতে এই ছোট গম্বুজটি তার চাঁদ সহ মসজিদে করীমের ছাদ শরীফের নিচে চলে আসে। অতঃপর এর উপর বড় গম্বুজ শরীফটি নির্মাণ করা হয়। ১৭ই শাবানুল মুয়াজ্জম ৮৮১ হিজরিতে হুজরা শরীফের "খেদমত" ও নবায়নের কাজ শুরু হয় এবং দুই মাসেই কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়, এ কাজ ৭ই শাওয়ালুল মুকাররম ৮৮১ হিজরিতে শেষ হয়। সুলতান কীতবাঈ ২২শে জিলহজ্ব ৮৮১ হিজরি সনে মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উপস্থিত হলেন এবং তিনি সেই স্থানে দাঁড়িয়েই হাজিরী দিলেন যেখানে দাঁড়িয়ে সাধারণ লোকজন সালাম আরয করে থাকেন (অর্থাৎ পবিত্র জালী মোবারকের সামনে দাঁড়িয়েই মুয়াজাহা শরীফের সামনে থেকে)। তাঁকে জালী মোবারকের ভেতরে প্রবেশ করার জন্য বলা হলে তিনি বললেন: আমি এর উপযুক্ত নই! যদি সম্ভব হত তবে আমি মুয়াজাহা শরীফ থেকেও দূরে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করতাম।

না হাম আনে কে লায়েক থে না কাবিল মুঁহ দেখানে কে,
মগর উন কা করম বান্দা নাওয়ায ও বান্দা পরওয়ার হে। (যওকে নাত)

আযানের সময় মুয়াজ্জিনের উপর আকাশ থেকে বজ্রপাত হলো

১৩ই রমযানুল মোবারক ৮৮৬ হিজরিতে মদীনার পূর্বাকাশ মেঘলা ছিলো, মুয়াজ্জিন সাহেব যথারীতি প্রধান মিনারের উপর আযান দেয়ার উদ্দেশ্যে উঠেছিলেন এমন সময় হঠাৎ একটি বজ্র তার উপর এসে পড়ল, মুয়াজ্জিন সাহেব ঘটনাস্থলেই শহীদ হন আর প্রধান মিনারটি মসজিদে নববী শরীফের عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام দিকে পড়ে যায়, পবিত্র মসজিদে আগুন জ্বলে উঠল, হঠাৎ আগুনের লেলীহান শিখার কবলে পড়ে আরো দশজন ব্যক্তি প্রাণ হারান, আগুন ও মিনারটি পড়ে যাওয়ার কারণে গম্বুজ শরীফেরও "কষ্ট"(১) অনুভূত হলো এবং কিছু ধ্বংসাবশেষ পবিত্র হুজরার ভেতরেও হাজিরী দিতে পৌঁছে গেলো, তবে হুজরা শরীফ "কষ্ট" পাওয়া থেকে নিরাপদ ছিলো। যদিও

(১) এই স্থানে লিখক আদব রক্ষার্থে **ক্ষতির** পরিবর্তে **কষ্ট** শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

www.dawateislami.net

তাৎক্ষণিক ভাবে জরুরি ভিত্তিতে "নিমার্ণের খেদমত" করে দেওয়া হয়, তবে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সহকারে সুলতান কায়েতবাঈর নিকট রমযানুল মোবারকের ১৬ তারিখে দূত মারফত বার্তা পাঠানো হয়। সুলতান মিসর থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং এক'শরও বেশি স্থপতি, কারিগর ও শ্রমিক মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا পাঠিয়ে দিলেন। কাজ শুরু করে দেয়া হলো, বাইরের গুম্বদ শরীফটি যেটি বেশি "কষ্ট" পেয়েছিলো, তা সম্পূর্ণ সরিয়ে নেওয়া হলো, সুলতান কায়েতবাঈর নির্দেশে ৮৯২ হিজরি সনে বাইরের দিকে নতুন একটি গম্বুজ শরীফ নির্মাণ করা হয়, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী দাঁড়িয়ে আছে।

সবুজ গম্বুজ কখন নির্মাণ করা হয়

কোন বিশেষ প্রয়োজনে তুর্কী সুলতান মাহমুদ বিন আব্দুল হামীদ খাঁন সুলতান কায়েতবাঈ কর্তৃক নির্মিত গম্বুজ শরীফটি শহীদ করে দিয়ে ১২৩২ হিজরিতে দ্বিতীয় বারের মত গম্বুজ তৈরি করেন। ১২৫৩ হিজরি মোতাবেক ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সেটিকে সবুজ রং করা হয় এবং এই সবুজ রঙের কারণেই একে গুম্বদে খদ্বরা বা সবুজ গম্বুজ বলা হয়। এতে ৬৭টি আলোকবর্তিকা রয়েছে। সেগুলোর কিছু গোলাকৃতির আর বাকিগুলো চতুর্ভূজাকৃতির।

গুম্বদে খদ্বরা খোদা তুঝ কো সালামত রাখে
দখ লেতে হেঁ তুঝে পিয়াস বুঝা লেতে হেঁ।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দুইটি গম্বুজেই একটি ছোট ছিদ্র রাখা হয়েছে

নিচের গম্বুজ শরীফটির উপরে এমন একটি ছিদ্র রাখা হয়েছে যা কবর শরীফ ও আসমানের মাঝখানে কোন কিছু বাঁধা থাকে না, এতে একটি সূক্ষ্ম জালী বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে কবুতর ইত্যাদি প্রবেশ করতে না পারে। আর ঠিক অনুরূপ ভাবেই এর সোজা উপরে সবুজ গম্বুজের দক্ষিণ দিকে চাঁদের নিচেও ছিদ্র রাখা হয়েছিলো, কখনো যদি অনাবৃষ্টি হত তখন

মকামে ইবরাহীম | হাজরে আসওয়াদ | ছওর গুহা | হেরা গুহা | উহুদ পাহাড় | মেহরাবে নববী | মিম্বরে রাসূল | মসজিদে খায়েফ | মসজিদে জ্বিন | মসজিদে জিয়ারানা | মসজিদে নিমরাহ | মসজিদে গামামাহ | মসজিদে জুমা | মসজিদে শাজারাহ
www.dawateislami.net

মদীনাবাসীরা সেই 'রওযন শরীফটি' (ছিদ্রটি) উম্মুক্ত করে দিতেন, যখনই রোদের কিরণ পবিত্র হুজরার ভেতরে হাজিরীর সৌভাগ্য অর্জন করত, মেঘ পানি নিয়ে উপস্থিত হতো এবং মদীনাবাসীদের জন্য রহমতের বৃষ্টি বর্ষন করত। এখন তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বাদল গিরে হুয়ে হেঁ বারিষ বরস রাহি হে,
লাগতা হে কিয়া সুহানা মিঠে নবী কা রওযা।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গম্বুজ শরীফের বিভিন্ন রং

গম্বুজ শরীফটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙের কারণে এই রঙের সাথে সম্পৃক্ততার প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেমন, এটি যখন সাদা ছিলো তখন একে '**কুব্বাতুল বয়দ্বা**' বলা হত, যখন নীল রঙ হলো, তখন একে '**কুব্বাতুয যারকা**' বলা হত, এবং পরবর্তীতে ১২৫৩ হিজরি মোতাবেক ১৮৩৭ ইংরেজী সন থেকে আজ পর্যন্ত সবুজ রঙের কারণে এটি '**কুব্বাতুল খাদ্বরা**' (অর্থাৎ **সবুজ গম্বুজ**) নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, খুবই আকর্ষণীয়, প্রাণবন্ত এবং আশিকে রাসূলের চোখের মণিতে পরিনত হয়েছে, সারা দুনিয়ার সমস্ত আশিকে রাসূল একে খুবই ভালবাসে এবং এর একটি নিদর্শন হলো, সারা দুনিয়ার অসংখ্য মসজিদের গুম্বদ '**গুম্বদে খাদ্বরা**'র অনুকরণে সবুজ রং দিয়ে নির্মাণ করা হয়ে থাকে। অনেক মসজিদে তো গম্বুজের আকার-আকৃতিতে এবং সবুজ রঙের আভাতেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রাখা হয়, উদাহরণ স্বরূপ বাবরী চক বাবুল মদীনা করাচীতে অবস্থিত মসজিদে কানযুল ঈমানের উপর নির্মিত সবুজ গম্বুজটি।

কেয়সা হে পেয়ারা পেয়ারা ইয়ে সবজ সবজ গুম্বদ,
কিতনা হে মিঠা মিঠা মিঠে নবী কা রওযা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মসজিদে নববীর রহমতের ৮টি স্তম্ভ

মসজিদে নববী শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا রহমতে পরিপূর্ণ ৮টি স্তম্ভের বিশেষ ফযীলত রয়েছে, এগুলোর উপর এগুলোর নামও লেখা আছে এবং 'রওজাতুল জান্নাহ্'র (জান্নাতের বাগান) মধ্যেকার ৬টি স্তম্ভেরই যিয়ারত করা সম্ভব, দুইটি স্তম্ভ যেহেতু বর্তমানে পবিত্র হুজরার ভেতরেই রয়েছে, সেহেতু এগুলো যিয়ারত করা কঠিন। স্তম্ভকে আরবিতে اُسْطُوَانَه 'উস্তুয়ানা' বলে। ৮টি 'উস্তুয়ানা'র বিস্তারিত বিবরণ হলো:

(১) উস্তুয়ানায়ে হান্নানা

এই রহমতের স্তম্ভটি মেহরাবে নববীর عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ডান পাশে একেবারেই লাগানো। 'নূরানী মিম্বর' তৈরি হওয়ার পূর্বে **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খেজুরের একটি কান্ডের সাথে হেলান দিয়ে খোৎবা পেশ করতেন। যখন মিম্বরটি বানানো হলো এবং **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতে তাশরীফ রেখে খোৎবা শুরু করলেন, তখন সেই খেজুরের কান্ডটি **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরহে ফেটে যায় আর চিৎকার করে কান্না করে এবং গর্ভবতী উটের ন্যায় চিৎকার করতে থাকে, এই অবস্থা দেখে উপস্থিত সকলেও কান্না জুড়ে দিলো। **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিম্বর থেকে নেমে সেই খেজুরের কান্ডটিতে হাত বুলিয়ে দিয়ে ইরশাদ করলেন: "তুমি যদি চাও, তবে তোমাকে তোমার স্থান ফিরিয়ে দেব, যেমনটি তুমি পূর্বে ছিলে, তুমি যদি চাও, তবে তোমাকে জান্নাতে লাগিয়ে দেব, যেন জান্নাতবাসীরা তোমার ফল খেতে থাকে।" কিছুক্ষণ পর **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন: "সে জান্নাতকেই বেছে নিয়েছে।" এই কান্না করার কারণে স্তম্ভটির নাম হয়ে যায় 'হান্নানা'। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখনই এই ঘটনাটি শুনতেন খুবই কান্না

www.dawateislami.net

করতেন আর বলতেন: হে লোকেরা! প্রাণহীন একটি খেজুরের কান্ড যদি নবীর বিরহে কান্না করতে পারে, তাহলে তোমরা কি কান্না করতে পার না?

(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৪৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) উস্তুয়ানায়ে আয়েশা

এই রহমতের স্তম্ভটি রওযায়ে আনওয়ার থেকে তৃতীয় নম্বরে রয়েছে এবং নূরানী মিম্বর থেকেও তৃতীয় নম্বরে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এখানে অনেক বার নামায আদায় করেছেন এবং **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকাংশ সময় এখানেই তাশরিফ রাখতেন। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৪৪১ পৃষ্ঠা)

লোকেরা যদি জানতে পারে তবে লটারী করবে

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا একবার **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ বর্ণনা করেন: “মসজিদে নববী শরীফে عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এমন একটি স্থান রয়েছে যা অনেক বেশি বরকতময়, যদি লোকেরা জানতে পারে, তবে সেখানে নামায আদায়ের জন্য ভিড় হওয়ার কারণে লটারীর ব্যবস্থা করতে হতো!” সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর নিকট সেই স্থানটির পরিচয় জানতে চান, কিন্তু তিনি তা বলতে অস্বীকৃতি জানান, পরবর্তীতে সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর জোরাজোরি কারণে তিনি সেই স্থানটি চিহ্নিত করে দিলে সাথে সাথে সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সেখানে পৌঁছে যান এবং নফল নামায আদায়ে লিপ্ত হয়ে যান। অনুরূপ ভাবে সাহাবায়ে কিরামগণও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সেই রহমতের স্তম্ভটি সম্পর্কে জেনে যান। এই কারণেই একে ‘উস্তুয়ানায়ে আয়েশা’ বলা হয়ে থাকে। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী এই জায়গাটি দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মকামে ইবরাহীম | হাজরে আসওয়াদ | হুজুর গুহা | সওর গুহা | উহুদ পাহাড় | মেহরাবে নববী | মিম্বরে রাসূল

মসজিদে খায়ফ | মসজিদে জিন | মসজিদে জিয়াররানা | মসজিদে নিমরাহ | মসজিদে গামামাহ | মসজিদে জুমা | মসজিদে শাজারাহ

(৩) উস্তুয়ানায়ে তাওবা

এই রহমতের স্তম্ভটি পবিত্র নূরানী কবর থেকে দ্বিতীয় এবং মিম্বরে মুনাওয়ারা থেকে চতুর্থ নম্বরে। আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রায় সময় এখানে নফল নামায আদায় করতেন। মুসাফির বা মেহমানরাও এখানে এসে অবস্থান করতেন। এই স্থানে তাশরিফ রেখেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ফকীর-মিসকীন হযরতদের মাঝে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা এবং ইসলামী বিধি-বিধানের শিক্ষা দিতেন। এই স্তম্ভটির অপর নাম 'উস্তুয়ানায়ে আবু লুবাবা'। একটি ভুলের জন্য তাওবা কবুল হওয়ার উদ্দেশ্যে হযরত সায়্যিদুনা আবু লুবাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ নিজেকে এই রহমতের স্তম্ভটির সাথে বেঁধে রেখেছিলেন এবং আর শপথ করেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের হাতে তাঁকে মুক্ত করে দেবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত এই বন্দিত্ব থেকে মুক্তও হব না, পানাহারও করবো না, ব্যস এই অবস্থায় মরে যাব বা আমার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। তাঁকে শুধুমাত্র নামায ও অন্যান্য মানবীয় প্রয়োজনে খুলে দেয়া হত, তিনি প্রায় সাত দিন সেখানে বাঁধা অবস্থায় ছিলেন, কিছু খানও নি, কিছু পানও করেননি, অতঃপর **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁর তাওবা কবুল করে নেন এবং **মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের মোবারক হাতে মুক্ত করে দেন।

(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৪৪২, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)

(৪) উস্তুয়ানাতুস সারীর

এই রহমতের স্তম্ভটি উস্তুয়ানায়ে তাওবার পূর্ব দিকে জালী মোবারকের সাথে লাগানো। **তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন ইতিকাফের জন্য মসজিদে নববী শরীফে عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام অবস্থান করতেন তখন কখনো কখনো এই স্থানটিতে 'সারীর' অর্থাৎ খাট বিছাতেন, যা খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরী ছিলো। আর বেশির ভাগ রাতে চাটাইয়ে আরাম করতেন। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা। জযবুল কুলূব, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৫) উস্তুয়ানাতুল হারাস

একে 'উস্তুয়ানাতুল হারাস' কিংবা 'উস্তুয়ানায়ে আলী'ও বলা হয়ে থাকে। হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم প্রায় সময় এখানে নফল নামায আদায় করতেন আর রাতের বেলায় **মাহবুবে বারী, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাহারাদারীর খেদমত করতেন (অর্থাৎ পাহারা দিতেন)। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৪৪৮, ৪৪৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬) উস্তুয়ানায়ে উফূদ

এই রহমতের স্তম্ভটি উস্তুয়ানাতুল হারাসের পিছনে অবস্থিত। যখন কখনো বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রিয় নবীর দরবারে আসতেন তখন আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় এই জায়গাটিতেই তাশরিফ রেখে তাদেরকে নিজের যিয়ারত দ্বারা ধন্য করতেন এবং সাহাবায়ে কিরামগণও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশে-পাশে বসতেন। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা)

ইক সামত আলী! ইক সামত ওমর, সিদ্দীক ইধর ওসমান উধর,
ইন জগমগ জগমগ তারোঁ মেঁ মাহতাব কা আলম কিয়া হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭) উস্তুয়ানায়ে জিবরাঈল

হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام প্রায় সময় এখানেই ওহী নিয়ে অবতরণ করতেন। এই মোবারক স্তম্ভটি সাইয়েদা বিবি ফাতেমা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর হুজরা মোবারকার সাথে লাগানো এবং 'সুফফা শরীফের' ঠিক সম্মুখে অর্থাৎ কিবলার দিকে সবুজ জালী মোবারকের ভিতরে। (জযবুল কুলূব, ৯৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৮) উস্তুয়ানায়ে তাহাজ্জুদ

এই স্থানে **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেকবার তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছেন, এই রহমতের স্তম্ভটি 'সুফফা শরীফে'র সম্মুখে কিবলার দিকে হুজরায়ে ফাতেমা যাহরা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর পেছনে সবুজ জালীর উত্তর দিকে ভেতরে। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা) বাইরে কোরআন শরীফ রাখার জন্য আলমারী থাকার কারণে এর যিয়ারত করা কঠিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অন্যান্য স্তম্ভগুলোও বরকতময়

মসজিদে নববী শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উক্ত ৮টি বরকতময় স্তম্ভ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ, কিন্তু অন্যান্য স্তম্ভগুলোও বরং সমগ্র মসজিদ শরীফই বরকতপূর্ণ। পুরাতন মসজিদে নববী শরীফের প্রতিটি স্তম্ভের উপরই **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক দৃষ্টি পড়েছে এবং কোন স্তম্ভ এমন নাই যার পাশে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নামায আদায় করেননি। সহীহ বুখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বড় বড় সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দেখেছি যে, মাগরিবের সময় তাঁরা স্তম্ভগুলোর দিকে অগ্রসর হতেন অর্থাৎ তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতেন। (বুখারী, ১ম খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫০৩)

মেরাজ কা সমাঁ হে কাহাঁ পৌঁছে যায়েরো!
কুরসী সে উঁচি কুরসী ইসি পাক ঘর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রওযাতুল জান্নাহ (জান্নাতের বাগান)

তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুজরা শরীফ (যেখানে **হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী মাযার শরীফ বিদ্যমান রয়েছে)

www.dawateislami.net

মকামে ইবরাহীম | হাজরে আসওয়াদ | হুজর গুহা | ছেরা গুহা | উহুদ পাহাড় | মেহরাবে নববী | মিম্বরে রাসূল

মসজিদে খায়েফ | মসজিদে জ্বিন | মসজিদে জিয়ারানা | মসজিদে নিমরাহ | মসজিদে গামামাহ | মসজিদে কুবা | মসজিদে বাইয়াহ

এবং নূরানী মিম্বর শরীফের (যেখানে **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খোৎবা প্রদান করতেন) মধ্যবর্তী অংশ যার দৈর্ঘ্য ২২ মিটার এবং প্রস্থ ১৫ মিটার। এটিই 'রওযাতুল জান্নাহ' বা জান্নাতের বাগান। যেমনটি আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বাণী:

مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ অর্থাৎ আমার ঘর এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্য হতে একটি বাগান। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৯৫) সাধারণ কথাবার্তায় লোকেরা একে 'রিয়াজুল জান্নাহ' বলে। কিন্তু শব্দটি হচ্ছে 'রওজাতুল জান্নাহ'।

ইয়ে পেয়ারি পেয়ারি কিয়ারি তেরে খানা বাগ কি,
সর্দ ইস কি আব ও তাব সে আতশ সকর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মেহরাবে নববী عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام

মসজিদে নববী শরীফে عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এটি লেখা পর্যন্ত চারটি মেহরাব আপন আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। (১) মেহরাবুন্নবী (২) মেহরাবে ওসমানী (৩) মেহরাবে তাহাজ্জুদ এবং (৪) মেহরাবে সুলায়মানী। এখানে শুধুমাত্র মেহরাবুন্নবীর আলোচনাই করা হচ্ছে: তাহবীলে কিবলা (অর্থাৎ কিবলা পরিবর্তনের) আদেশ নাযিল হওয়ার পর ১৪ কি ১৫ দিন যাবৎ **ইমামুল আম্বিয়া হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে নববী শরীফে عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام সুতুনে আয়েশার (আয়েশা স্তম্ভ'র) পাশে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতে থাকেন। অতঃপর ১৫ই শাবানুল মুয়াজ্জম ২য় হিজরিতে 'সুতুনে হান্নানা'র স্থানে দাঁড়িয়ে সৌভাগ্য দান করলেন, এই মেহরাব শরীফটি এই জায়গাটিতে কাবা শরীফের 'মীযাবে রহমত' এর দিকে নির্মিত হয়েছে। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং খোলাফায়ে রাশেদ্বীনদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সোনালী যুগে মেহরাবের বর্তমান পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো না, তা প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত সায়্যিদুনা ওমর

www.dawateislami.net

বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ খলিফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিকের নির্দেশে ৮৮ হিজরি সনে (৭০৬ খ্রিষ্টাব্দে) উদ্ভাবন করেন এবং এটি হলো সেই "বিদআতে হাসানা" যা সমস্ত উম্মতগণ গ্রহণ করে নিয়েছেন আর বর্তমানে দুনিয়ার সকল মসিজদেই মেহরাবগুলো হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর উদ্ভাবন থেকেই বরকত লাভ করেছে। এতে এই শিক্ষাও রয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামগণের যুগে কোন কিছু বিদ্যমান না থাকা, সেটিকে না-জায়িয করে দেয় না। যেমন, এই মেহরাবের প্রচলন, মার্বেল পাথরের মিম্বর, মসজিদে গম্বুজ ও মিনার, সবুজ গম্বুজ ও মিনার, আউলিয়াদের কবরের উপর ভবন ও গম্বুজ নির্মাণ, খতমে বুখারী, মাইকে আযান ও খোৎবা, আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করা, প্রতি বৎসর জশনে মিলাদের ধুমধাম, গেয়ারভী শরীফ, বুযুর্গানে দ্বীনের ওরস ইত্যাদি।

মেহরাব ও মিম্বর অউর উহ হারিয়ালী জালিয়াঁ,
অউর মসজিদে হাবীব কা জলওয়া নসিব হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মিম্বরে রাসূল

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুইটি বাণী: (১) مِنْبَرِیْ عَلٰی حَوْضِیْ অর্থাৎ আমার মিম্বরটি আমার হাওজেরই (অর্থাৎ হাওজে কাওছরের) উপরে। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১১৯৬) মিম্বর শরীফের যে গোলাকৃতির উপর **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হাত রাখতেন, বরকতের জন্য সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان সেটিতে নিজেদের হাত বুলাতেন। (আত তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ১ম খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা) (২) مِنْبَرِیْ عَلٰی تُرْعَۃٍ مِّنْ تُرَعِ الْجَنَّۃِ অর্থাৎ আমার মিম্বরটি জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্যে একটি বাগানের উপর অবস্থিত। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৬)

www.dawateislami.net

মূল মিম্বরটি ছিলো কাঠের

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য সর্বপ্রথম মিম্বর নির্মাণ করা হয়েছিলো ৮ম হিজরি সনে, এর তিনটি ধাপ (সিঁড়ি) ছিলো। যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরানী মিম্বরে আরোহন করতেন তৃতীয় ধাপটিতেই বসতেন এবং দ্বিতীয় ধাপে পা মোবারক রাখতেন। **হুযুর আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিম্বর শরীফে দৈর্ঘ্য ছিলো দুই হাত এবং প্রস্থে ছিলো এক হাত আর প্রতিটি ধাপের প্রস্থ ছিলো এক বিঘত। (জযবুল কুলুব, ৯০ পৃষ্ঠা) মাঝখানের যে অংশটিতে **তিনি** হেলান দিতেন তার দৈর্ঘ্য ছিলো এক হাত আর যে অংশে তিনি খোৎবা দেয়ার জন্য বসার সময় হাত মোবারক রাখতেন তা এক বিঘত ও দুই আঙ্গুল পরিমাণ উঁচু ছিলো। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৪০০, ৪০২ পৃষ্ঠা) নূরানী মিম্বরটির তিন দিকেই পাঁচটি কাঠ ব্যবহৃত হয়েছিলো। পবিত্র মিম্বরের এই ধরণটি **হুযুর আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরবর্তীতে সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর, সায়্যিদুনা ফারুকে আযম, সায়্যিদুনা ওসমান গণী এবং হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর যুগেও বহাল ছিলো। (জযবুল কুলুব, ৯০ পৃষ্ঠা) বর্তমান যুগের মার্বেল পাথরের মিম্বর ‘সাহাবাদের যুগে’ না হওয়া সত্ত্বেও জায়েয।

ছুপ ছুপ কে দেখোঁ মিম্বরে আকদাস কি ফের বাহার,
শায়েদ কাভি তো শাহ্ কা জলওয়া নসীব হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিলালের আযান দেওয়ার স্থান খুঁজে বের করা সম্ভব নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদে নববী শরীফের عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ভেতরে রওযাতুল জান্নাতে বিদ্যমান মিম্বর শরীফের একেবারে সম্মুখে আটটি স্তম্ভের উপর মার্বেল পাথরের দৃষ্টি নন্দন এক চত্বর রয়েছে, একে

www.dawateislami.net

'মুকাব্বেরিয়া' বলা হয়, এখানে দাঁড়িয়েই আযান ও ইকামত দেওয়া হয়। একথা মনে রাখবেন! এই জায়গাটিতে হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর আযান দেওয়ার প্রমাণ নাই। (জুস্তজোয়ে মদীনা, ৫১৮ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ কোথায় দাঁড়িয়ে আযান দিতেন সেই স্থান নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। এর ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করুন: আযানের বিধান প্রচলন হওয়ার পর প্রথম প্রথম হযরত সায়্যিদুনা বিলাল ইবনে রাবাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ মসজিদে নববী শরীফের নিকবর্তী একটি উঁচু ঘরের ছাদে গিয়ে আযান দিতেন, কিন্তু পরে তাঁর জন্য কাঠের নির্মিত একটি টুল বানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, যাতে দাঁড়িয়ে ততদিন পর্যন্ত আযান দিতে থাকেন, যতদিন পর্যন্ত তিনি দামেশকে চলে যাননি। এই টুলটিকে হুজরায়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা হাফসা বিনতে ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর ছাদে রেখে দেয়া হয়, যেটির উপর দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া হত। পরবর্তীতে ওমর ফারুকের পরিবারেরা সেটিকে সায়্যিদুনা হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ্ হাবশী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর তাবাররুক ও নিদর্শন স্বরূপ সংরক্ষণ করে রাখেন, যা শতাব্দী কাল পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিলো। কুতুবুদ্দীন হানাফী (ওফাত ৯৯০ হিজরি) তার মদীনার ইতিহাসে এই কথার সত্যায়ন করছেন যে, তাঁর সময়েও সেই টুলটি হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর নিদর্শন রূপে সংরক্ষিত ছিলো, অতঃপর যখন ওমর পরিবারের ঘরটিকে মাদরাসায় রূপান্তরিত করে দেওয়া হলো, তখনও সেই বরকতপূর্ণ নিদর্শনটি বহাল ছিলো, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেটি বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ছুফ্ফা শরীফ

ছায়াঘন ও ছায়া সম্পন্ন স্থানকে ছুফ্ফা বলা হয়। মসজিদে নববী শরীফের عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বাবে জিব্রাঈল عَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام দিয়ে প্রবেশ করে

www.dawateislami.net

কয়েক কদম যাওয়ার পর হাতের ডান দিকে ছুফ্ফা শরীফ আপন আলো ছড়াচ্ছে। ছুফ্ফাটি মাটি থেকে আধা মিটার উঁচুতে অবস্থিত, এর দৈর্ঘ্য ১২ মিটার এবং প্রস্থ ৮মিটার এবং এর চার পাশে প্রায় দুই ফুট উঁচু পিতলের জালীর সুন্দর বেষ্টনী বানানো, এখানে যিয়ারতকারীরা কোরআন শরীফও তিলাওয়াত করেন এবং নামাযও আদায় করেন। এটিই সেই জায়গা যেখানে গরীব মুহাজির সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان একটি দল ইসলামী শিক্ষা লাভ এবং অন্তরের পবিত্রতা ও পরিছন্নতা অর্জনের জন্য সকাল-সন্ধ্যা অবস্থান করতেন। তাঁদের সংখ্যা ৭০ জন থেকে ৪০০ জনের মধ্যে ছিলো। **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট যখন কোন সদকা উপস্থিত হত তখন তা আসহাবে ছুফ্ফাদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان নিকট পাঠিয়ে দিতেন এবং যদি কোথাও থেকে হাদিয়া (উপহার ও নজরানা) এলে তা তিনি নিজেও খেতেন এবং আসহাবে ছুফ্ফাদেরকেও عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان দিতেন। ইলমে দ্বীনের এই আগ্রহীরা অত্যন্ত সাদাসিধে গরীব ও মিসকীনই হতেন, তাঁদেরই মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ বলেন: আমি ৭০ জন আসহাবে ছুফ্ফাকে দেখেছি যাঁদের নিকট চাদরও ছিলো না, শুধুমাত্র একটি তেহবন্দ বা কম্বল ছিলো, যা নিজের কাঁধের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে নিতেন এবং তাও এতই ছোট হত যে, কারো হাটুর অর্ধেক পর্যন্ত ঢাকত আবার কারো গোড়ালী পর্যন্ত আর সেটিকে হাত দিয়ে ধরে রাখতেন যেন সতর খুলে না যায়। (বুখারী, ১ম খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪২) সায়্যিদুনা মুজাহিদ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ বলতেন: শপথ সেই পবিত্র সত্ত্বার, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই! আমি অনেক সময় ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেট আর বুককে মাটির সাথে লাগিয়ে দিতাম এবং কখনো কখনো পেটে পাথর বেঁধে নিতাম যেন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪৫২) **জনাবে রাহমাতুল্লিল আলামীন হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইলমে দ্বীনের এসব আশিকদের সাহস যোগাতে গিয়ে আন্তরিক প্রেমময় প্রশংসামূলক বাক্য দ্বারা দয়া করে তাঁদের ইরশাদ করেন: “যদি তোমরা জানতে পারতে

www.dawateislami.net

যে, বিশ্ব প্রতিপালক **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের জন্য কী কী নেয়ামত সমূহ তৈরি করে রেখেছেন, তা হলে তোমরা কামনা করতে যে, আহ! এই অভাব-অনটনের অবস্থা যদি আরো দীর্ঘায়িত হত!” (তিরমিযী, ১ম খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৩৭৫)

জুস্তুজো মেঁ কিউঁ ফেরেঁ মাল কি মারে মারে,
হাম তো সরকার কে টুকড়োঁ পে পালা করতে হেঁ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মদীনা শরীফের মসজিদ সমূহ

মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এবং এর আশে পাশে এমন অনেক মসজিদ রয়েছে যা **আল্লাহ্র মাহবুব, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পৃক্ত। যেগুলোর অনেকটিই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবুও বরকত অর্জনের নিয়্যতে কয়েকটির আলোচনা করছি, যাতে করে আশিক যিয়ারতকারীরা সেগুলো খুঁজে খুঁজে যেখানে যেখানে মসজিদ পাবেন নফল নামায ইত্যাদি আদায় করবে আর যেখানে কোন নিদর্শন পাবেন না সেখানে গিয়ে আফসোসের দৃষ্টিতে পরিবেশের যিয়ারত করে বরকত অর্জন করুন এবং সেখানে দোয়া করুন। কেননা, যেখানে যেখানে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গমন হয়েছে সেখানে দোয়া কবুল হয়ে থাকে। মুহাক্কিক আলাল ইত্বলাক, খাতামুল মুহাদ্দিসীন হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নবীর প্রেমে ডুবে কত সুন্দর কথাই যে বলেন: “অন্তদৃষ্টি সম্পন্নরা জানেন যে, এই (মক্কা ও মদীনার) পর্বতে এবং উপত্যকায় প্রিয় নবী মুহাম্মদের সৌন্দর্যের নিদর্শনাবলী এবং আহমদের উৎকর্ষতা থেকে কিরূপ নূরানীয়্যত প্রকাশিত হচ্ছে! নিশ্চয় এর কারণ এটাই যে, এসব স্থানগুলোতে এমন কোন ধূলি-কণা নাই, যার উপর দৃষ্টি মোবারক পড়েনি এবং তা **রাসূলে আকরাম হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভে ধন্য হয়নি।”

(জযবুল কুলুব, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আ কে মেঁ রূহ কি হার তে মেঁ সামু লোঁ তুঝ কো,
আয় হাওয়া তু নে সরকার কো দেখা হোগা।

(১) মসজিদে কুবা

মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا হতে প্রায় তিন কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ‘কুবা’ নামের এক আদি গ্রাম রয়েছে, যেখানে এই বরকতময় মসজিদটি নির্মিত। কোরআন করীম ও অসংখ্য সহীহ হাদীসে এর ফযীলত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। মসজিদে নববী শরীফ عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে মধ্যম গতিতে হেঁটে প্রায় ৪০ মিনিটেই আশিকানে রাসূলগণ মসজিদে কুবা পৌঁছাতে পারেন। বুখারী শরীফে রয়েছে: **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সপ্তাহেই কখনো বাহনে করে আবার কখনো পায়ে হেঁটেই মসজিদে কুবায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৯৩)

ওমরার সাওয়াব

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি বাণী: (১) মসজিদে কুবায় নামায আদায় করা ‘ওমরা’র সমান। (তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২৪) (২) যে ব্যক্তি নিজের ঘরে অযু করলো, এরপর মসজিদে কুবায় গিয়ে নামায আদায় করলো, সে ‘ওমরা’র সাওয়াব পাবে। (ইবনে মাজাহ্, ২য় খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪১২)

ফারুকে আযম এবং কুবা

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ মসজিদে কুবায় প্রবেশ করে বললেন: **আল্লাহ্**র শপথ! এই মসজিদে এক রাকাত নামায আদায় করা বাইতুল মুকাদ্দাসে এক রাকাত নামায আদায়ের পর চার রাকাত বাড়িয়ে পড়ার চেয়ে বেশি প্রিয়, এবং যদি এই মসজিদটি দূরে কোথাও হত, তবুও আমি সেখানে যাবার জন্য উটের কলিজা পানি করে দিতাম (অর্থাৎ এর যিয়ারত করার জন্য অবশ্যই সফর করতাম)। (কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮১৭)

www.dawateislami.net

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং কুবা

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا প্রতি সপ্তাহেই মসজিদে কুবায় উপস্থিত হতেন। (মুসলিম, ৭২৪ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৩৯৯)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(২) মসজিদে ফদীখ

এই মসজিদ শরীফটি মসজিদে কুবার এক কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। যখন ইসলামী সেনারা বনী নুদ্বাইর গোত্রকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলো, সেই সময়ে **শাহানশাহে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক তাঁবু এখানেই লাগানো হয়েছিলো এবং এই স্থানেই **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ছয় দিন নামায আদায় করেছিলেন। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ৮২১ পৃষ্ঠা) তারই স্মৃতিতে এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়। অনেকে অজ্ঞতার কারণে একে 'মসজিদে শামস' বলত। ২০০১ সনের আগষ্ট মাসে এই মসজিদটি শহীদ করে দেওয়া হয়। কিছু দিন যাবৎ বিধ্বস্ত অবস্থায় অবশিষ্ট ছিলো, অতঃপর তাও ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়, স্থানটি সমতল করে দেওয়া হয় এবং এলাকার লোকের গাড়ির পার্কিং এর স্থান হয়ে গেলো!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৩) খামসা বা সাবআ মসজিদ সমূহ

মদীনা শরীফের زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا উত্তর-পশ্চিমে 'সালআ' পাহাড়ের পাদদেশে পাঁচটি মসজিদ পাশাপাশি রয়েছে। মূলতঃ এখানে পূর্বে সাতটি মসজিদ ছিলো, আরবিতে সাতকে 'সাবআ' বলা হয়, সুতরাং এই এলাকাকে সবাই 'সাবআ মাসাজিদ' নামেই জানত। কয়েক বৎসর পূর্বে দুইটি মসজিদ শহীদ করে সেখানে লরি স্টপেজ, দোকান-পাট ও পার্কিং এরিয়া বানিয়ে

www.dawateislami.net

নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যেহেতু পাঁচটি মসজিদই অবশিষ্ট আছে, আর আরবিতে পাঁচকে 'খামসা' বলা হয়, তাই ক্রমে স্থানটি 'খামসা মাসাজিদ' নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো। এই পাঁচটি মসজিদের একটি "মসজিদুল ফাতাহ" নামে টিলার উপর অবস্থিত যেখানে উঠার জন্য সিঁড়িও রয়েছে। "গযওয়ায়ে আহযাবের" সময় (যাকে গযওয়ায়ে খন্দকও বলা হয়) **হুযুর তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদুল ফাতাহ এর স্থানটিতেই সোম, মঙ্গল ও বুধ তিন দিন মুসলমানদের বিজয় ও সাহায্যের জন্য দোয়া করেছিলেন, তৃতীয় দিবসে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে বিজয়ের সুসংবাদ অর্জিত হয় এবং এমন পূর্ণাঙ্গ বিজয় অর্জিত হয়েছিলো যে, এরপর সর্বদা কাফিররা পরাস্থই রয়ে যায়। হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: "আমি যখন কোনরূপ বিপদের সম্মুখীন হতাম, তখন 'মসিজদে ফাতাহ'য় গিয়ে দোয়া করতাম, তবে বিপদ দূর হয়ে যেতো।" মসজিদুল ফাতাহ ব্যতীত অন্যান্য ছয়টি মসজিদের নাম হলো: (১) মসজিদে সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ (এটি হচ্ছে মূলতঃ মসজিদে আলী বিন আবি তালিব)। (২) মসজিদে সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ (এটিকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে)। (৩) মসজিদে সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কিছু দিন পূর্বেও এই মসজিদটি মসজিদে আবু বকর সিদ্দীক হিসাবে পরিচিত ছিলো, বর্তমানে এটিকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। (৪) মসজিদে সাইয়্যিদা ফাতেমা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا। (এই মসজিদটি সাহাবায়ে কিরামদের যুগে ছিলো না, এটির কোন ইতিহাস বর্ণিত নাই, কথিত আছে যে, ১৩২৯ হিজরির (১৯১১ সাল) পর এটি নির্মাণ করা হয়।) (৫) মসজিদে সায়্যিদুনা সালমান ফারেসী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ। (৬) মসজিদে আবু যর গিফারী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ (এটিকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে)।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৪) মসজিদে গামামাহ

মক্কা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا বা জেদ্দা শরীফ থেকে মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا আসার সময় মসজিদে নববী শরীফ عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আসার পূর্বে উঁচু গুম্বুজবিশিষ্ট অত্যন্ত সুন্দর একটি মসজিদ দেখা যায়, এটিই ‘মসজিদে গামামাহ’। আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ২য় হিজরিতে প্রথম বারের মত ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায এই জায়গাটিতেই খোলা ময়দানে আদায় করেছিলেন। এখানে **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বৃষ্টির জন্য দোয়া করেছিলেন, দোয়া করার সাথে সাথেই মেঘ জমে যায় এবং বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। মেঘকে আরবিতে ‘গামামাহ’ বলা হয়, সেই কারণে এই মসজিদকে **মসজিদে গামামাহ** বলে। এখানে খোলা ময়দান ছিলো, প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এখানে মসজিদ নির্মাণ করেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫) মসজিদে ইজাবাহ

এই মোবারক মসজিদটি মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا ৯টি পুরাতন মসজিদের একটি, যা মালিক ফায়সাল ষ্ট্রিটের (এর পুরাতন নাম সিত্তীন ষ্ট্রিট বা প্রথম চক **Round About**) উপর জান্নাতুল বাক্বীর উত্তর-পূর্ব (সিত্তীন ষ্ট্রিট ও মালিক আব্দুল আযীয ষ্ট্রিটের চকের উল্টো দিকে) অবস্থিত। এই স্থানে আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার দুই রাকাত নফল নামায আদায় করেছিলেন এবং “তিনটি দোয়া” করেছিলেন, এর মধ্য হতে দু’টি কবুল হয়েছিলো আর একটি স্থগিত রাখা হয়। সেই তিনটি দোয়া ছিলো: **(১) হে আল্লাহ্!** আমার উম্মতেরা যেন দুর্ভিক্ষ জনিত কারণে মারা না যায়। (কবুল হয়েছে) **(২) হে আল্লাহ্!** আমার উম্মতেরা পানিতে ডুবে যেন মারা না যায়। (কবুল হয়েছে) **(৩) হে আল্লাহ্!** আমার উম্মতেরা যেন পরস্পর লড়াই না করে। (স্থগিত রাখা হয়)। (মুসলিম, ১৫৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৮৯০)

www.dawateislami.net

(৬) মসজিদে সুকইয়া

এই মসজিদ শরীফটি যাদুঘরের নিকটে মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا রেলওয়ে স্টেশনের বাউন্ডারিতেই অবস্থিত, **মসজিদে সুকইয়া** সেই ঐতিহাসিক জায়গাতেই নির্মাণ করা হয়েছিলো যেখানে এই ঈমান তাজাকারী ঘটনাটি ঘটেছিলো। আমীরুল মুমিনীন, হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বর্ণনা করেন: **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে আমরা মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا থেকে বের হলাম, আমরা যখন সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর 'হুররাতুস সুকইয়া'র নিকটে পৌঁছালাম, তখন **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পানি চাইলেন, অযু করে কিবলামুখি দাঁড়িয়ে মদীনাবাসীদের জন্য এভাবে কল্যাণের দোয়া করলেন: **হে আল্লাহ্!** ইব্রাহীম তোমার বান্দা ও খলীল ছিলেন, তিনি মক্কাবাসীদের জন্য বরকতের দোয়া করেছিলেন এবং আমিও তোমার বান্দা ও রাসূল, তোমার নিকট মদীনাবাসীদের জন্য দোয়া করছি যে, তুমি তাদের 'মুদ' ও 'সা' তে (দুইটি ওজনের নাম) মক্কাবাসীদের তুলনায় দ্বিগুণ বরকত দান করো।

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৯৪০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭) মসজিদে সাজদা

'মসজিদে সাজদা' সেই পবিত্র স্থানে অবস্থিত, যেখানে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটেছিলো। যেমনিভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৭৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব 'জান্নাত মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল' এর ৪৯৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার বাইরে তাশরিফ নিয়ে গেলে আমিও **তাঁর** পিছু নিলাম। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি

www.dawateislami.net

বাগানে প্রবেশ করলেন এবং সিজদায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন, **তিনি** সিজদা এতই দীর্ঘ করছিলেন যে, আমার সন্দেহ সৃষ্টি হলো, **আল্লাহ্ তায়ালা** রূহ মোবারক কবয করে নেননি তো! অতএব, আমি কাছে গিয়ে ভালভাবে দেখতে লাগলাম, তিনি যখন পবিত্র মাথা উঠালেন তখন ইরশাদ করলেন: "আব্দুর রহমান! কী ব্যাপার?" আমি উত্তরে আমার মনের ভয়ের কথা বলে দিলে তখন **তিনি** ইরশাদ করলেন: জিব্রাঈল আমীন (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) আমাকে বলেন: "আপনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কি এতে খুশি হবেন না যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন: যে আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি তার উপর রহমত অবতীর্ণ করবো এবং যে আপনার উপর সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার উপর নিরাপত্তা দান করবো।" (মুসনদে আহমদ, ১ম খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬৬২) স্মৃতি স্বরূপ সেই নূরানী স্থানটিতে '**মসজিদে সাজদা**' নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছিলো। বর্তমানে মসজিদটি নতুন সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যমান রয়েছে বটে, কিন্তু নাম ফলকে লিখে দেওয়া হয়েছে '**মসজিদে আবু যর**'।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮) মসজিদে যিবাব (বা মসজিদে রায়া)

'ছনিয়্যাতুল ওয়াদা' থেকে ওহুদ পাহাড়ের দিকে যাওয়ার সময় বাম দিকে মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উত্তরে 'যিবাব' নামের পাহাড়ের উপর গাযওয়ায়ে তাবুক থেকে ফেরার পথে কিংবা অন্য বর্ণনা অনুযায়ী 'গাযওয়ায়ে খন্দকের' সময় **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। বর্ণিত আছে; **শাহানশাহে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'যিবাব' পাহাড়ে নামাযও আদায় করেছিলেন। (জযবুল কুলূব, ১৩৬, ১৩৭ পৃষ্ঠা। ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ৮৪৫ পৃষ্ঠা) এই মোবারক পাহাড়ের উপর আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ স্মৃতি স্বরূপ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যাকে 'মসজিদে যিবাব' বা 'মসজিদে রায়া' বলা হয়। পূর্বে এটিকে 'মসজিদে কারীন' বা 'মসজিদে যাবিয়া'ও বলা হতো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৯) মসজিদে আইনাইন

এই মসজিদ শরীফটি হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মোবারক দরজার সম্মুখে কিবলার দিকে অবস্থিত পাহাড় 'জবলুর রুমা'র উপর অবস্থিত ছিলো, ওহুদ দিবসে মুসলিম সেনাদের তীরন্দাজ বাহিনী এখানেই দন্ডায়মান ছিলো। কথিত আছে, সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এই স্থানে বর্শাবিদ্ধ হয়েছিলেন। সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **শাহানশাহে খাইরুল আনাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সাথে নিয়ে এই স্থানটিতে স্বশস্ত্র নামায আদায় করেছিলেন।

(ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ৮৪৮, ৮৪৯ পৃষ্ঠা)

(১০) মসজিদে মাশরাবা উম্মে ইব্রাহীম

এই মসজিদ শরীফটি হাররায়ে শরকিয়ার নিকটবর্তী নাখলিস্তানে (খেজুরের বাগান) অবস্থিত ছিলো। মাশরাবা মানে বাগান এবং উম্মে ইব্রাহীম দ্বারা উদ্দেশ্য উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা মারিয়া কিবতিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا, এটি তাঁরই বাগান ছিলো এবং আপন মাদানী মুন্না, আশিকানে রাসূলের নয়ন-মণি, **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর শুভ জন্ম এখানেই হয়েছিলো। **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এখানে নামায আদায়ের প্রমাণ রয়েছে। (জযবুল কুলূব, ১২৭ পৃষ্ঠা) বর্তমানে এই পবিত্র মাশরাবা অর্থাৎ মোবারক বাগানটি কবরস্থানে পরিণত হয়েছে এবং একে চার দেওয়ালে ঘেরাও করে দেওয়া হয়েছে আর এখানে আশিকে রাসূলদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, কবরস্থানটির মাঝখানে একটি ছোট পুরাতন মসজিদ রয়েছে, যার আঙ্গিনায় জীর্ণশীর্ণ একটি কূপ রয়েছে। এক ঐতিহাসিক বলেন: "আমি যখনই সেখানে প্রবেশ করার সুযোগ পেলাম, আমি মসজিদটিতে দাফনের সরঞ্জামাদি পেলাম!" বর্তমানকার চার দেওয়ালের বাইরে পুরাতন আকৃতির ছাদবিহীন একটি মসজিদ নির্মাণ করে

মকামে ইবরাহীম | হাজরে আসওয়াদ | হুযুর গুহা | সওর গুহা | উহুদ পাহাড় | মেহরাবে নববী | মিম্বরে রাসূল | মসজিদে খাইফ | মসজিদে জিন | মসজিদে জিয়ারানা | মসজিদে নিমরাহ | মসজিদে গামামাহ | মসজিদে কুবা | মসজিদে শাজারাহ

www.dawateislami.net

দেওয়া হয়েছে। কোন বিজ্ঞ লোক বলেন: এর ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নাই। মূল মসজিদটি মাশরাবার (অর্থাৎ বাগান শরীফ) ভেতরে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১১) মসজিদে বনী কোরাইযা

এই মসজিদ শরীফটি হাররায়ে শরকিয়ার নিকটবর্তী 'মসজিদে শামসের' যথেষ্ট দূরত্বে মসজিদে ফদীখ পূর্বে এবং উম্মে ইব্রাহীমের খেজুরের বাগানটির মাঝখানে অবস্থিত ছিলো। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বনু কোরায়যার অবরোধ কালে মসজিদটিকে নামাযের জন্য নির্দ্দিষ্ট করেছিলেন। (ফতহুল বারী, ৮ম খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা) অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী "মসজিদে বনী কোরায়যা" সেই পবিত্র জায়গাতেই নির্মাণ করা হয়েছিলো, যেখানে ৫ম হিজরি সনে (৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে) "গযওয়ায়ে বনু কোরায়যা"র সময় **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য 'আরীশ' (রোদ থেকে বাঁচার জন্য ছাউনি) স্থাপন করা হয়েছিলো। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী, নিকটে একটি মহিলার ঘর ছিলো, সেখানেই **নবীয়ে করীম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায আদায় করেছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সম্প্রসারণের সময় এই মোবারক স্থানটিকেও মসজিদের আওতাভূক্ত করে নিয়েছিলেন। (জযবুল কুলূব, ১২৬ পৃষ্ঠা) বর্তমানে এই মসজিদে বনী কোরায়যার যিয়ারত করা সম্ভব নয়। আহ! এই পবিত্র স্থনটিকে বিগত বছরে 'ওয়ার্কসপ' অবস্থায় দেখা গেছে! এখানকার পরিবেশকে আক্ষেপ নিয়ে চুম্বন করুন এবং ইশ্‌কে রাসূলে অন্তর জ্বালান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১২) মসজিদুন নূর

একদা হযরত সায়্যিদুনা ওসাইদ বিন হুদ্বাইর এবং হযরত সায়্যিদুনা ওব্বাদ বিন বিশর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا উভয়ে প্রিয় নবীর দরবার থেকে গভীর রাতে

www.dawateislami.net

ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন। অন্ধকার রাতে যখন পথ দেখছিলেন না তখন হঠাৎ হযরত সায়্যিদুনা ওসাইদ বিন হুদ্বাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর হাতের লাঠিটি জ্বলে উঠল এবং তাঁরা দু'জন সেই আলোতেই পথ চলতে থাকেন। যখন উভয়ের পথ আলাদা হয়ে গেলো তখন হযরত সায়্যিদুনা ওব্বাদ বিন বিশর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর লাঠিও জ্বলে উঠলো এবং এভাবে তাঁরা দু'জনই নিজ নিজ লাঠির আলোতে ঘরে পৌঁছে গেলেন। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৪র্থ খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৪০) যেখানে উভয় সাহাবী পৃথক হয়েছিলেন, সেখানে অর্থাৎ মসজিদে নববী শরীফের زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا উত্তর-পূর্ব দিকের জান্নাতুল বাক্বীর সেই প্রান্তে যেখানে বনী আব্দুল আশহাল গোত্র বসবাস করত প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এই "মসজিদুন নূর" নির্মাণ করিয়েছিলেন। এখন এর যিয়ারত করা সম্ভব নয়, আশিকানে রাসূলগণ কেবল সুবাসিত পরিবেশকে চুমু করেই বরকত অর্জন করেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(১৩) মসজিদে ফাস্হ

ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে 'শাআবে জাররার' এর পাশে ছোট একটি মসজিদ রয়েছে। ওহুদ যুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ স্বল্পবয়স্ক মুজাহিদ হযরত সায়্যিদুনা রাফি' رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এখানে কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করেছেন। (তারিখুল মদীনাতিল মুনাওয়ারাহ্ লি ইবনি শায়বা, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা) মাতারীর উক্তি অনুযায়ী, "যোহর ও আসরে"র নামায এখানে আদায় করেছিলেন।" (ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ৮৪৮ পৃষ্ঠা) কিছু কিছু ঐতিহাসিকদের মতে, ওহুদ যুদ্ধের সময় **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক ক্ষত এখানে ধৌত করা হয়েছিলো, তাই এটি 'মসজিদে গোসল' নামেও পরিচিত, সগে মদীনা عُفِیَ عَنۡہُ (লিখক) অনেক বৎসর পূর্বে এই স্থানটিতে মসজিদের একটি জীর্ণ ঘর দেখেছিলেন যার

www.dawateislami.net

চতুর্দিকে কাঁটাযুক্ত লোহার তার লাগানো ছিলো। সম্ভবত এটিই ছিলো 'মসজিদে ফাস্হ'। এই মসজিদ শরীফটির বেহাল অবস্থা দেখে চোখ দিয়ে রক্ত ঝরার কথা। কেননা, এটি আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সিজদা দেওয়ার স্মৃতি বিজড়িত। **আল্লাহ্ তায়ালাই** জানেন, বর্তমানে সেই জীর্ণ ঘরটিও আর অবশিষ্ট আছে কি না!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৪) মসজিদে বনী যোফর (বা মসজিদে বাগলা)

জান্নাতুল বাক্বীর পূর্বে হাররায়ে শারকিয়ার দিকে 'আওস' নামের গোত্রের একটি শাখা 'বনী যোফর গোত্র' বসবাস করত, এই 'মসজিদে বনী যোফর' সেখানেই ছিলো, এটিকে মসজিদে বাগলা (অর্থাৎ খচ্চরওয়ালা মসজিদও) বলা হয়। এখানেই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি বড় পাথরের উপর তাশরিফ রেখে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর কণ্ঠে তিলাওয়াতও শুনেছিলেন, আর এমনভাবে কান্না করেছিলেন যে, চোখের পানিতে দাঁড়ি মোবারক ভিজে গিয়েছিলো। (মু'জামুল কবীর, ১৯তম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪৩, হাদীসঃ ৫৪৬) সেই শিলা খন্ডটি তাবাররুক স্বরূপ মসজিদে রাখা হয়েছিলো, আশিকে রাসূলগণ এর যিয়ারত করে নিজেদের চোখ শীতল করতেন, কতিপয় ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, নিঃসন্তান মহিলারা এর উপর বসে দোয়া করলে সন্তানের নেয়ামত দ্বারা ধন্য হতেন। (জযবুল কুলূব, ১২৮ পৃষ্ঠা) সেখানে আরো অনেক তাবাররুক ছিলো, যার মধ্যে একটি পাথর শরীফের উপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাহন খচ্চরের ক্ষুর মোবারকের চিহ্ন ছিলো, একটি নূরানী পাথরে **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কনুই মোবারক ও আঙ্গুল মোবারকের চিহ্ন ছিলো। (প্রাগুক্ত) আফসোস! বর্তমানে না সেই মসজিদ আছে, না সেই তাবাররুকগুলো। আশিকে রাসূলগণ সেখানকার মনোরম পরিবেশের যিয়ারত করুন, মনবেদনা বাড়িয়ে তুলুন এবং সম্ভব হলে চোখের অশ্রু ঝড়ান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১৫) মসজিদে মায়িদা

মসজিদে বনী যোফরের নিকটেই 'মসজিদে মায়িদা' অবস্থিত ছিলো। বর্নিত আছে, এটি সেই স্থানেই নির্মিত হয়েছিলো যেখানে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নাজরানের খ্রীষ্টানদের সাথে করার জন্য নির্বাচন করেছিলেন আর যে স্থানটিতে হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারেসী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য কাঠ গেঁড়ে নিজের চাদর দিয়ে ছাউনি নির্মাণ করেছিলেন এবং **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন আহলে বাইতদের সাথে সেখানে তাশরিফ এনেছিলেন। এক ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী, এই স্থানটিতেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং পবিত্র আহলে বাইতদের জন্য জান্নাত থেকে 'পাঁচটি পেয়ালা'য় করে খাবার অবতীর্ণ হয়েছিলো। এই কারণেই মসজিদটিকে 'মসজিদে পাঞ্জ পেয়ালা'ও বলা হয়ে থাকে। আশিকে রাসূলেরা এখানে স্মৃতি স্বরূপ গুম্বুজ নির্মাণ করেছিলেন। ১৪০০ হিজরিতে সগে মদীনা عُفِىَ عَنْهُ এই পবিত্র স্থানের পবিত্র নির্জন জায়গাটির যিয়ারত করেছিলাম, তখন গুম্বদ ইত্যাদি বিদ্যমান ছিলো না আর এটি লেখা পর্যন্ত সেখানে পবিত্র বাতাস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। আশিকানে রাসূলদের জন্য সেই বাতাস গ্রহণ করে ইশ্‌কে রাসূলে অন্তরকে ব্যাকুল করাও বড়ই সৌভাগ্য।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৬) মসজিদে বনী হারাম

এই মসজিদ শরীফটি হযরত সায়্যিদুনা জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সেই মহত্বপূর্ণ জায়গাটির উপর আশিকে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে **শাহানশাহে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই তিনটি মুজিযা প্রকাশ পেয়েছিলো। (১) একটি ছাগলেই অনেক (এক বর্ণনা অনুযায়ী ১৫০০)

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পেট ভরে গিয়েছিলো। **(২) হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাঁড়ের হাত মোবারক রেখে কিছু পাঠ করতেই ছাগলটি জীবিত হয়ে গিয়েছিলো। (৩) হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মৃত দুই মাদানী মুন্না **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়ার বরকতে জীবিত হয়ে গিয়েছিলো। (এই ঈমান তাজাকারী ঘটনাবলির বিস্তারিত আলোচনা **‘ফয়যানে সুন্নাত’** ১ম খন্ডের ২৫৯ থেকে ২৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই মহান স্থানেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার নামাযও আদায় করেন। এই মসজিদটি মসজিদে নববী শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا থেকে ‘খামসা মাসজিদ’ যাওয়ার পথে ‘আস সীহ’ এলাকায় সড়কের ডান দিকে সেই বস্তীতে অবস্থিত যা সিলআ পাহাড়ের পাদদেশে। ১৪০৯ হিজরিতে পুরাতন ভিত্তির উপর এখানে আলীশান মসজিদ তৈরি করা হয় কিন্তু বিদেশ থেকে আসা হাজী ও ওমরা পালনকারীগণের অধিকাংশই এই মসজিদটি দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকেন। কেননা, এটি জনবসতী এলাকায় গিয়ে খুঁজে বের করা কঠিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৭) মসজিদে শায়খাইন

মসজিদে নববী শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا থেকে হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মাযারে যাবার পথে বাম দিকে দূর হতেই এই মসজিদটি দেখা যায়। এই পবিত্র ও বরকতময় স্থানটি অনেক মাদানী সম্পর্ক অর্জন করে আছে। যেমন (১) ওহুদ যুদ্ধে যাওয়ার পথে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানেই প্রথম অবস্থান নিয়েছিলেন এবং রাতের কিছু অংশ এখানেই কাটিয়েছিলেন। (২) এই স্থানে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক বা দুই ওয়াক্ত নামায আদায় করেছিলেন। (৩) এই স্থানটিতেই **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী শরীর মোবারকে বর্ম ও হাতিয়ার সাজানো হয়েছিলো। (৪) যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রতীকি প্রদর্শনী ও মুজাহিদ নির্বাচন এখানেই করেছিলেন এবং কয়েকজন মাদানী মুন্নাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

www.dawateislami.net

(৫) এখানেই মাদানী মুন্না হযরত সায়্যিদুনা রাফে رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ নিজেকে বড় দেখানোর জন্য পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন বারেগাহে রহমতের পক্ষ থেকে অনুমতিও পেয়ে গিয়েছিলেন, এবং একারণে আরেক মাদানী মুন্না হযরত সায়্যিদুনা সামুরা বিন জুনদুব رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আরয করেছিলেন: আমি রাফেয়ে থেকে বেশি শক্তিশালী, অতঃপর দুই জনের মধ্যে কুস্তি হলে সামুরা জয়ী হন এবং সাথে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে যান। এই মসজিদ কে 'মসজিদে শায়খাইন' বলার কারণ হচ্ছে এখানে এক জন অন্ধ বৃদ্ধ ইহুদী এবং এক জন বৃদ্ধা ইহুদীনির আলাদা আলাদা দুইটি কেল্লা ছিলো। আরবিতে বৃদ্ধকে 'শায়খ' বলা হয়, তাই এলাকাটি এই দুই জন বৃদ্ধের কারণে 'শায়খাইন' নামে প্রসিদ্ধ ছিলো। এই মসজিদের আরো কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন (১) মসজিদে দিরআ (২) মসজিদে বাদায়ি এবং (৩) মসজিদে আদভী। বর্তমানে মদীনার ওয়াকফ বিভাগের পক্ষ থেকে নতুন আঙ্গিকে মসজিদটি নির্মাণ করে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'মসজিদে খাইর'।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৮) মসজিদে মিসতারাহ

এই মসজিদ শরীফটি মসজিদে শায়খাইন থেকে সামান্য দূরে ওহুদ শরীফের দিকে যাবার পথে সড়কের উপরই অবস্থিত। ইসলামের প্রথম দিকে এটিকে 'মসজিদে বনী হারেছা' বলা হতো। কেননা, সেখানে বনী হারেছা (আওসী) গোত্র বসবাস করত। এক বর্ণনা অনুযায়ী, একজন সাহাবী (সায়্যিদুনা হারেছ বিন সাআদ বিন ওবাইদুল হারেছী رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন: "**রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের মসজিদে নামায আদায় করেছিলেন।" (ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ৮৬৫ পৃষ্ঠা) **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরার সময় এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম (আরবীতে ইস্তিরাহাত) নিয়েছিলেন। তাই এই মসজিদ কে 'মিসতারাহ' বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে এখানে আলীশান মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১৯) মসজিদে মিসবাহ (বা মসজিদে বনী উনাইফ)

এই মসজিদ শরীফটি মসজিদে কুবার সম্মুখস্থ এলাকায় অবস্থিত। মসজিদে কুবার সম্মুখস্থ সার্ভিস রোড দিয়ে লোকালয়ের দিকে ঢুকতেই একটু সামনে 'মুস্তাউদাআতুল গাস্‌সান' এর সামান্য পরেই ছাদহীন জীর্ণদশা একটি চার দেওয়াল বিশিষ্ট মসজিদ দেখা যেতো, যার চতুর্দিকে অসংখ্য আগাছা জাতীয় উদ্ভিদের ছড়াছড়ি ছিলো। (**আল্লাহ্ তায়ালাই** জানেন, এটি লেখা পর্যন্ত মসজিদটির কী দশা হয়েছে!) বনী উনাইফ গোত্রের লোকেরা এখানে বসবাস করত, এই জায়গাটিতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان একত্রিত হয়ে **মক্কী মাদানী সরওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মক্কা শরীফ থেকে আগমনের অপেক্ষা করতেন, শেষ পর্যন্ত তাঁদের ইচ্ছা পূরণ হয়েছিলো এবং রাসূলে **আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হিজরত পূর্বক তাশরিফ আনয়ন করেছিলেন। এই স্থানে **হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হিজরতের পর প্রথম ফজরের নামায আদায় করেছিলেন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২০) মসজিদে বনী যুরাইক

প্রথম বায়আতে আকাবার সময় ঈমান গ্রহণের পর হযরত সায়্যিদুনা আবু রাফেয়ে বিন মালিক যুরাইক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا আগমনের পূর্বেই এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন এবং ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তিরা সেখানে নামায আদায় করতেন আর হযরত সায়্যিদুনা আবু রাফে বিন মালিক যুরাইক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ রাসূলে আকদাসের দরবার থেকে সেই সময় পর্যন্ত নাযিল হওয়া কোরআন শরীফে যে অংশটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা তিলাওয়াত করতেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ৮৫৭ পৃষ্ঠা) "মসজিদে যুরাইক" মসজিদে গামামাহ এবং বর্তমান কোর্টের মধ্যবর্তী কোন এক স্থানে

www.dawateislami.net

অবস্থিত ছিলো, আহ! এই ঐতিহাসিক এবং মদীনার সর্বপ্রথম মসজিদটির বর্তমানে কোন চিহ্নও অবশিষ্ট নাই। আশিকে রাসূলগণ ভাল ভাল নিয়্যত নিয়ে সেখানকার বাতাসকে দৃষ্টিচুম্বন করে বরকত অর্জন করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২১) মসজিদে কাতীবা

মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا প্রথম সারির আনসারী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু রাফে বিন মালিক যুরাইক رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। তাঁর মোবারক লাশ তাঁরই মহত্বপূর্ণ ঘরেই দাফন করা হয়। পরে পরিবারের লোকেরা সেই বরকতপূর্ণ ঘরে এভাবে মসজিদ নির্মাণ করেন যে, তাঁর নূরানী মাযারের উঠানে চলে আসে। সুফীয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام প্রসিদ্ধ সিলসিলায়ে তরিকতে 'সানাউসিয়া' তাঁরই বংশ হতে শুরু হয়েছে। এই মসজিদ শরীফের পাশে উসমানীয়রা (তুর্কী) অস্থায়ী সাময়িক সেনা ব্যারেক বানিয়ে রেখেছিলো, যেহেতু আরবী তে সেনা ব্যাটালিয়ন 'কাতীবা' বলা হয়, তাই এলাকাটিকে 'কাতীবা' বলা হতে লাগল এবং সেই কারণে মসজিদটিকেও 'মসজিদে কাতীবা' বলা হত। এই মসজিদটি একটি মিনার সহ এটি লেখার কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্ত ছিলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও হত, কিন্তু বড়ই আফসোস যে, মাযার শরীফ শহীদ করে দিয়ে মাটি সমতল করে দেওয়া হয়েছে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২২) মসজিদে বনী দ্বীনার

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ হিজরতের পর মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا বনী দ্বীনার ইবনুন নাজ্জার গোত্রের এক মহিলাকে শাদী করেন, তিনি একবার **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দাওয়াত পেশ করেন এবং নামায আদায় করে ঘরকে নূরানী করার জন্য

www.dawateislami.net

মকামে ইবরাহীম | হাজরে আসওয়াদ | হুজুর গুহা | সেরা গুহা | উহুদ পাহাড় | মেহরাবে নববী | মিম্বরে রাসূল
মসজিদে খায়েফ | মসজিদে জিন | মসজিদে জিয়ারানা | মসজিদে নিমরাহ | মসজিদে গামামাহ | মসজিদে কুবা | মসজিদে শাইখাইন

আবেদন করেন। দাওয়াত কবুল করলেন এবং সেখানে তাশরিফ নিয়ে **শাহানশাহে রিসালত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায আদায় করেন। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৬৬) এই মহত্বপূর্ণ ঘরে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ স্মৃতি স্বরূপ 'মসিজদে বনী দ্বীনার' নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে বনী দ্বীনারের এলাকাটিতে ধোপীদের আবাস হয়ে গেলো, সেখানে ধোপীরা বসবাস করতে লাগল, যার কারণে সেই মহল্লাটি 'এলাকায়ে গাসসালীন' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো এবং এই মসজিদকে 'মসিজদে গাসসালীন' বলতে থাকে। বর্তমানে এটিকে 'মসজিদে মুগাইসালা' বলা হয়। এই মসজিদ শরীফটির নতুন ঠিকানা হলো: মাহাল্লাতুল মালেহা, মাদরাসায়ে আসকারিয়ার পেছনের লোকালয়ে প্রায় আধা কিলোমিটার ভেতরের দিকে। বর্তমানে এই ঐতিহাসিক মসজিদটির পাশে নিত্য নতুন সুযোগ সুবিধা সহ একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে এই মোবারক মসজিদটির দিকে লোকজনের আনাগোনা প্রায় কমে গেছে এবং এভাবে এই মসজিদটিও বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ার পথে রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৩) মসজিদে মিনারাতাইন

হযরত সায়্যিদুনা হারাম বিন সাআদ বিন মুহাইয়্যিসাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর শাহানশাহে খাইরুল আনাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জায়গাটিতে নামায আদায় করেছিলেন। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ৮৭৮, ৮৭৯ পৃষ্ঠা) আশিকানে রাসূল স্মৃতি স্বরূপ এখানে 'মসজিদে মিনারাতাইন' নির্মাণ করেন। এর ঠিকানা হলো: মসজিদে নববী শরীফ عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে আম্বরিয়া ষ্ট্রিট (পুরোনো নাম মক্কা ষ্ট্রিট) হয়ে ওয়াদিয়ে আকীকের দিকে যাবার পথে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরত্বে পেট্রোল পাম্প রয়েছে, এর একটু সামনে ডান দিকে একটি খোলা মাঠ রয়েছে, যেখানে এটি লেখার পূর্বে দূর থেকে এই মসজিদ শরীফটির ধ্বংসাবশেষ দেখা যেতো। এক নতুন ঐতিহাসিকের উক্তি

www.dawateislami.net

হলো, এখানে বর্তমানে একটি বড় মসজিদ বানানোর পরিকল্পণা করা হয়েছে, যা 'মসজিদে মিনারাতাইন' নামেই থাকবে, কিন্তু বড়ই আফসোস! বাহ্যিকভাবে স্বল্প পরিসরের যে মসজিদটি **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সিজদার স্থান হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলো, সেটি এখন মন্দ অভিসন্ধির ফাঁদে পড়ে নতুন দালানের সদর দরজার (মূল প্রবেশপথের) পাশে مَعَاذَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ জুতো রাখার জায়গায় পরিনত হয়েছে। (এই পর্যবেক্ষনটি লেখাটি লেখা কয়েক বৎসর পূর্বে করা হয়েছে, বর্তমানে হয়ত নতুন মসজিদটি নির্মিত হয়ে গেছে)।

মৃত ছাগল

এই প্রসিদ্ধ ঘটনাটিও 'মসজিদে মিনারাতাইন' সম্পৃক্ত জায়গাটিতে যাওয়ার সময় ঘটেছিলো। যেমনটি একদা **নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان সাথে এই জায়গাটি দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক দৃষ্টি একটি মৃত ছাগলের উপর গিয়ে পড়ল, যা থেকে দুর্গন্ধ আসছিলো, সাহাবায়ে কিরামগণ নাকে কাপড় দিয়ে নিলেন, তা দেখে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ছাগলটি তার মালিকের প্রতি কী প্রভাব দেখাতে পারে? তাঁরা আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কীইবা প্রভাব দেখাতে পারে? **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ্ তায়ালার** নিকট এই দুনিয়া মৃত ছাগলটির চেয়েও নিকৃষ্ট, যেমনটি এই মৃত ছাগলটি তার মালিকের জন্য নিকৃষ্ট।

(ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ৮৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(২৪) মসজিদে জুমা

এই মসজিদ শরীফটি মসজিদে কুবা থেকে মসজিদে নববী শরীফের عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام দিকে যাবার পথে হাতের ডান দিকে। হিজরতের প্রাক্কালে কুবা শরীফ থেকে অবসর হয়ে **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে

www.dawateislami.net

কিরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সাথে মদীনার দিকে পাড়ি জমান এবং এই মোবারক জুলুসটি যখন 'বনী সালেম' এর এলাকা দিয়ে গমন করছিলো তখন স্থানীয় ব্যক্তিরা কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের এলাকায় অবস্থানের অনুরোধ জানান, যা গৃহীত হয়েছিলো। এর মাঝেই জুমার নামাযের সময় হয়ে গেলো, তখন **রহমতে আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবীদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সাথে জামাআত সহকারে প্রথমবারের মতো জুমার নামায আদায় করেন। যে স্থানটিতে জুমার নামায আদায় করা হয়েছিলো সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(২৫) মসজিদে মি'রাস

এই মসজিদ শরীফটি মদীনাবাসীদের মীকাত "যুল হুলাইফা"র কিবলার দিকে ছিলো। এটি সেই পবিত্র জায়গাতেই অবস্থিত ছিলো যেখানে **শাহানশাহে কায়েনাত হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মক্কা শরীফ زَادَہَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا থেকে ফিরে আসার সময় রাত্রি যাপন করেছিলেন এবং বিশ্রাম নিয়েছিলেন। বর্তমানে এই মসজিদটির দর্শন লাভ করা সম্ভব নয়।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(২৬) মসজিদে যুল হুলাইফা

এই মসজিদ শরীফটি মসজিদে নববী শরীফের عَلٰی صَاحِبِہَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ৯ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। বর্তমানে স্থানটি "বী'রে আলী" বা "আবইয়ারে আলী" নামে প্রসিদ্ধ এবং এটি হলো মদীনাবাসীদের মীকাত। মসজিদে যুল হুলাইফার পুরাতন নাম 'মসজিদে শাজারা'। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মদীনা শরীফের زَادَہَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا থেকে 'শাজারা'র পথ দিয়ে বাইরে তাশরিফ নিয়ে যেতেন এবং 'মুয়াররাস' এর পথে মদীনা আসতেন। আর যখন মক্কা মুকাররামা

www.dawateislami.net

زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا তাশরিফ নিয়ে যেতেন তখন 'মসজিদে শাজারা'য় নামায পড়তেন এবং যখন ফিরে আসতেন তখন যুল হুলাইফায় নালার মাঝখানে নামায আদায় করতেন, সেখানেই রাতভর অবস্থান করতেন, এমনকি সকাল হয়ে যেতো। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫৩৩) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا বলেন: **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যুল হুলাইফায় রাত্রি যাপন করেছেন আর তাদের মসিজদে নামায পড়েছেন। (মুসলিম, ৬০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৮৮) **সায়্যিদুল মুবাল্লিগীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদায় হজ্বে তাশরিফ নিয়ে যাওয়ার সময় যখন যুল হুলাইফা এসে পৌঁছালেন, তখন সেখানে মসজিদে দুই রাকাত নামায আদায় করেছিলেন। (প্রাগুক্ত, ৩৯৪ পৃষ্ঠা। তারিখুল মদীনাতুল মুনাওয়ারা, ৫০১-৫০২ পৃষ্ঠা) বর্তমানে এখানে "মসজিদে যুল হুলাইফা" নামে বিশাল একটি মসজিদ রয়েছে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৭) মসজিদে কিবলাতাইন

এই মোবারক মসজিদটি আল হার্‌রাতুল ওয়াবার্‌রাহ (আল হার্‌রাতুল গারবিয়্যা) "ওয়াদিয়ে আকীক" এর "আল আরাসা" নামের ময়দানের পাশে অবস্থিত। মাসাজিদে খামসাও সেখানেই কাছাকাছি অবস্থিত। "বী'রে রূমা" (অর্থাৎ সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর কূপ) মদীনা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا থেকে যাবার পথে এই মসজিদ শরীফেরই ডানে অবস্থিত। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে যোহরের নামায আদায় করেছিলেন। এই পবিত্র মসজিদটি "বনু সুলাইম" নামে পরিচিত ছিলো। কেননা, বনু সুলাইম গোত্র এখানেই বসবাস করত। হিজরতের ১৭তম মাস ১৫ই রযবুল মুরাজ্জব দ্বিতীয় হিজরিতে (জানুয়ারী, ৬২৪ সাল) শনিবার আমার **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে তখনও যোহরের দু'রাকাত নামায আদায় করেছেন, এমন সময় কিবলা পরিবর্তনের হুকুমটি নাযিল হয়, বাকী

www.dawateislami.net

দু'রাকাত নামায বাইতুল্লাহ্ শরীফের দিকে মুখ করে আদায় করেছিলেন। সেই কারণেই এই মসজিদটির নাম হলো "মসজিদে যুল কিবলাতাইন" (অর্থাৎ দুই কিবলাবিশিষ্ট মসজিদ)। স্মৃতি স্বরূপ আশিকে রাসূলেরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকের দেওয়ালে কিবলার চিহ্ন বানিয়ে দিয়েছিলো আর এতে কিবলা পরিবর্তনের আয়াতটি খোদাই করে দেওয়া হয়েছিলো, যিয়ারতকারী আশিকরা সেই চিহ্নটি স্পর্শ করে বরকত অর্জন করতেন। এখন সেই দেওয়ালটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং প্রধান ফটকের দিকের ছাদে প্রথম কিবলার দিক বুঝানোর জন্য একটি মুসল্লার চিহ্ন বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উহুদ পাহাড়

উহুদ পাহাড় মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উত্তর দিকে অবস্থিত, এটি একটি অত্যন্ত পবিত্র পাহাড়। হযরত সায়্যিদুনা আবু আবস বিন জাবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রহমতে আলম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اُحُدٌ هٰذَا جَبَلٌ يُّحِبُّنَا وَنُحِبُّهٗ অর্থাৎ এই উহুদ পাহাড়টি আমাকে ভালবাসে এবং আমিও তাকে ভালবাসি। (আরো ইরশাদ করেন:) এবং এটি জান্নাতের দরজা সমূহের মধ্যে একটি দরজার উপর অবস্থিত। পক্ষান্তরে 'আইর' যা আমাদের সাথে শত্রুতা রাখে এবং আমরাও তাকে শত্রু মনে করি, আর এটি জাহান্নামের দরজা সমূহেরই একটি দরজার উপর অবস্থিত। (মু'জামুল আওসাত, ৫ম খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৫০৫) "আইর পাহাড়" উহুদ পাহাড়ের সামনে দক্ষিণ দিকে মক্কা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا পথে অবস্থিত, যাকে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের শত্রু বলে ঘোষনা করেছেন। জানতে পারলাম যে, জড়বস্তুর মাঝেও প্রেম ও শত্রুতার অবস্থা পাওয়া যায়।

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা হারূন عَلَیۡہِ السَّلَام এর মাযার

হযরত সায়্যিদুনা হারূন عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর নূর বর্ষনকারী মাযারটি উহুদ পাহাড়ে অবস্থিত। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে এর যিয়ারত করা খুবই কঠিন, পাহাড়ের নিচ থেকেই "اَلسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللہ" বলে দিন।

সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মাযার

হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ উহুদ যুদ্ধে (৩য় হিজরি) শহীদ হয়েছিলেন, তাঁর নূর বর্ষনকারী মাযার শরীফটি উহুদ পাহাড়ের পাশেই অবস্থিত। পাশেই হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন ওমাইর رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এবং হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মাযারও রয়েছে। তাছাড়া উহুদের যুদ্ধে যে ৭০ জন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان শাহাদাতের সুধা পান করেছিলেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ শুহাদায়ে উহুদও সাথেই নির্মিত বেষ্টনীর ভেতরে অবস্থান করছেন।

কতিপয় শুহাদায়ে উহুদের মাযার চিহ্নিতকরণ

তাঁদের মধ্য থেকে কতিপয় শুহাদায়ে কিরামের رِضۡوَانُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن মোবারক কবর সায়্যিদুনা আমীর হামযা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর শাহাদাতের স্থান হতে "সায়্যিদুশ শুহাদা আমীর হামযা স্কুলের" বিপরীত দিকে ছোট একটি টিলার উপর বিদ্যমান যা চতুর্দিকে তুর্কীরা বেষ্টনী নির্মান করে দিয়েছিলো। সেই বেষ্টনীকে বর্তমানে আরো উঁচু করে দেওয়া হয়েছে। এটি একটি ছোট কবরস্থান যাতে হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন জামূহ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ, তাঁরই এক গোলাম এবং তাঁর এক ভাতিজার মোবারক কবর রয়েছে। প্রথমবার হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন জামূহ এবং হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল হারাম رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا কে একত্রে একটি কবরে দাফন করা হয়েছিলো, কিন্তু যখন নতুনভাবে আবার সমাহিত করা হলো, তখন তাঁদেরকে আলাদা

www.dawateislami.net

আলাদা কবরে পরিবর্তন করা হয়। 'ওয়াকেদী'র উক্তি অনুযায়ী এই কবরস্থানে হযরত সায়্যিদুনা খারেজা ইবনে যায়েদ, হযরত সায়্যিদুনা সাআদ বিন রবী, হযরত সায়্যিদুনা নোমান বিন মালিক এবং হযরত সায়্যিদুনা আবদাহ বিন হাচহাচ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن রাও সমাহিত আছেন। (তারিখুল মদীনাতুল মুনাওয়ারা লি ইবনে শাবহ, ১ম খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা) তাছাড়াও আরো দু'জন সাহাবা হযরত সায়্যিদুনা আবুল ইয়ামান এবং হযরত সায়্যিদুনা খাল্লাদ বিন আমর বিন জামূহ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও এখানেই চিরশায়িত হয়ে আছেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি বছরের শুরুতে শুহাদায়ে উহুদের কবরে আগমন করতেন এবং ইরশাদ করতেন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (অর্থাৎ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের ধৈর্যের প্রতিদান স্বরূপ কতই না উত্তম পরবর্তী নিবাস!) (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৩য় খন্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৭৪৫)

শুহাদায়ে উহুদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সালাম করার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: যে ব্যক্তি সেই শুহাদায়ে উহুদদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এবং তাঁদের সালাম করে, তবে তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত সেই ব্যক্তিটির উপর সালাম পেশ করতে থাকেন। শুহাদায়ে উহুদ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বিশেষ করে সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাযার থেকে অসংখ্যবার সালামের উত্তরের শব্দ শোনা গেছে। (জযবুল কুলূব, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর খেদমতে সালাম

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا حَمْزَةُ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ نَبِيِّ اللهِ ط
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ حَبِيْبِ اللهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ

www.dawateislami.net

يَا عَمَّ الْمُصْطَفٰى ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الشُّهَدَآءِ
وَيَا اَسَدَ اللّٰهِ وَاَسَدَ رَسُوْلِهٖ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
سَيِّدَنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَحْشٍ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا شُهَدَآءَ
اُحُدٍ كَآفَّةً عَآمَّةً وَّرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط

অনুবাদঃ সালাম হোক আপনার উপর হে সায়্যিদুনা হামযা! সালাম হোক আপনার উপর, **হে রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত চাচাজান! সালাম হোক আপনার উপর, **হে আল্লাহ্র নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত চাচাজান! সালাম হোক আপনার উপর, **হে আল্লাহ্র হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাজান, সালাম হোক আপনার উপর, **হে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাজান, সালাম হোক আপনার উপর, হে শহীদগণের সর্দার, **হে আল্লাহ্র** সিংহ এবং **হে তাঁর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সিংহ। সালাম হোক আপনার উপর, হে সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ, সালাম হোক আপনার উপর, হে মুসআব বিন ওমাইর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ। সালাম হোক, হে শুহাদায়ে উহুদ আপনাদের সকলের প্রতি এবং বর্ষিত হোক **আল্লাহ্**র রহমত ও বরকত।

শুহাদায়ে উহুদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان একত্রে সালাম

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا شُهَدَآءُ يَا سُعَدَآءُ يَا نُجَبَآءُ يَا
نُقَبَآءُ يَآ اَهْلَ الصِّدْقِ وَالْوَفَآءِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا
مُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط ﴿سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا

www.dawateislami.net

صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ؕ﴾ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا شُهَدَآءَ اُحُدٍ كَآفَّةً عَآمَّةً وَّرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

অনুবাদঃ সালাম হোক আপনাদের উপর, হে শহীদগণ! হে নেককারগণ! হে অভিজাতগণ, হে সর্দার! হে সত্য ও বিশ্বাসের ধারক ও বাহক! সালাম হোক আপনাদের উপর, হে মুজাহিদগণ! **আল্লাহ্**র পথে জিহাদের হক আদায়কারীগণ! (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের ধৈর্য ধারণের বিনিময়ে। কতই যে উত্তম পরবর্তী নিবাস!) সালাম বর্ষিত হোক, হে শুহাদায়ে উহুদ! আপনাদের সকলের উপর এবং **আল্লাহ্**র রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক।

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ
এর প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

২৮ শাওয়াল ১৪৩৩ হিঃ
১৬-০৯-২০১২ ইং

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রাব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমাকে এমন এক জনবসতীর দিকে (হিজরত) করার আদেশ করা হয়েছে, যা সকল জনবসতীকে খেয়ে নিবে (অর্থাৎ সবার উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে) লোকেরা একে ইয়াসরব বলে, অথচ তা হচ্ছে মদীনা, (এই জনবসতী) লোকদের এমন ভাবে পরিস্কার ও পবিত্র করবে, যেমন আগুনের চুল্লী লোহার ময়লা পরিস্কার করে দেয়।"

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল মানাসিক, বাবু হারামে মদীনা, ২/৫০৯, হাদীস: ২৭৩৭)

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কোরআনে মজীদ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা	ফিরদাউসুল আখবার	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তাফসীরে কবীর	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত	মুজামুয যাওয়াইদ	দারুল ফিকির, বৈরুত
দুররে মুনসুর	দারুল ফিকির, বৈরুত	জমউল জাওয়ামেয়ে	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তাফসীরে নসফী	দারুল মারেফা, বৈরুত	জামেয়ে সগীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তাফসীরে বাগাবী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	কানযুল উম্মাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তাফসীরে রুহুল বয়ান	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	কিতাবুল হাওয়াতিফ	মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত
তাফসীরে আহমদীয়্যাহ	কোয়েটা	হিলইয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা	দালাইলুন নবুয়্যাহ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তাফসীরে নাঈমী	মাকতাবায়ে ইসলামীয়্যাহ, **মারকাযুল আউলিয়া লাহোর**	জামেউল উসুল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
সহীহ বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	কাশফুল খিফাহ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
সহীহ মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	ফাতহুল বারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
সুনানে তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	শরহে সহীহ মুসলিম	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
ইবনে মাযাহ	দারুল মারেফা, বৈরুত	শরহে যুরকানী আলাল মুয়াত্তা	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
মুয়াত্তা ইমাম মালিক	দারুল মারেফা, বৈরুত	ফয়যুল কদীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল	দারুল ফিকির, বৈরুত	মিরকাত	দারুল ফিকির, বৈরুত
মিশকাতুল মাসাবিহ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	লুমআতুত তানকিহ	মাকতাবাতুল মা'রিফিল ইলমিয়্যা
মু'জামু কাবির	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	মিরকাতুল মানাজিহ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
মু'জামুল আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	নুজহাতুল ক্বারী	ফরীদ বুক স্টল, লাহোর
মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	তাহযিবুত তাহযিব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত

www.dawateislami.net

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা	দারুল ফিকির, বৈরুত	আত তাবকাতুল কুবরা লিইবনে সাআদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মুসতাদরিক	দারুল মারেফা, বৈরুত	আত তাবকাতুল কুবরা লিশ শারানী	দারুল ফিকির, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মাওয়াহিবুল লুদুনিয়্যাহ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
আত তারগীব ওয়াত তারহীব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ওয়াফাউল ওয়াফা	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
জযবুল কুলুব	নূরী বুক ডিপো, লাহোর	উয়ূনুল হিকায়াত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
গুনিয়াতুল মুতামাল্লা	সাহিল একাডেমী, লাহোর	ইহইয়াউল উলুম	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন	মারকাযে আহলে সুন্নাত, বারাকাত রযা ভারত	রওযুল ফায়েক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
শাওয়াহিদুল হক	মারকাযে আহলে সুন্নাত, বারাকাত রযা ভারত	রওযুর রিয়াহীন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
আশ শিফা	মারকাযে আহলে সুন্নাত, বারাকাত রযা ভারত	রিশফাতুস সা'দী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
বুস্তানুল মুহাদ্দীসিন	বাবুল মদীনা করাচী	লাকতুল মারজান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তারিখুল মদীনাতুল মুনাওয়ারা লিইবনে শায়বা	দারুল ফিকির, ইরান	গুনিয়া	সাহিল একাডেমি, লাহোর
তারীখে মদীনা দামেশক	দারুল ফিকির, বৈরুত	দুররে মুখতার	দারুল মারেফা, বৈরুত
আখবারে মক্কা	দারুল হিযর, বৈরুত	আল মাসলাকুল মুতকাস্ত ফিল মানসাকিল মাতওয়াসিতা	বাবুল মদীনা করাচী
খাসায়িসুল কোবরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	বাহরুল আমিক	মাওসাসাতুর রিয়ান, বৈরুত
মাদারিজুন্নবুয়ত	মারকাযে আহলে সুন্নাত, বারাকাত রযা হিন্দ	আল হাভী লিল ফতোওয়া	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
আল আকদুশ শামিন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	কিতাবুল হজ্ব	মাকতাবায়ে নাঈমিয়্যা, যিয়াকোট, শিয়ালকোট
বাহরুদ দুমু	দারুল ফিকির দামেশক	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
রিসালাতুল কুশাইরিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	বেহেস্ত কি কুঞ্জিয়াঁ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
আখবারুর আখইয়ার	ফারুক একাডেমী, গামবট	মলফুযাতে আ'লা হযরত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
মুসতারিফ	দারুল ফিকির, বৈরুত	জান্নাত মে লে জানে ওয়ালা আমল	মাকতাবাতুল মদীন, বাবুল মদীনা

www.dawateislami.net

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
আত তাযকিরাতুল ওয়াজ	দারুল মারেফা, বৈরুত	বালাদুল আমীন	মাকতাবায়ে নিযামিয়া সাহায়ওয়াল
কু'তুল কুলুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মদীনাতুর রাসূল	মাকতাবায়ে নিযামিয়া সাহায়ওয়াল
লুবাবুল আহইয়া	দারুল বিরওয়াতী দামেশ্‌ক	সুন্নী ওলামা কি হিকায়াত	ফরিদ বুক স্টল, লাহোর
ইহইয়াউল উলুম	দারু ছাদের বৈরুত	হায়াতে মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
আয যাওয়াজির	দারুল মারেফা, বৈরুত	মাখযানে আহমদী	ভারত
আহসানুল বিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা	মেহরে মুনির	মাযরিয়া পাকিস্তান প্রিন্টার্স, মুলতান
সুরুরুল কুলুব	শাব্বির ব্রাদ্রার্স, লাহোর	আল জামেউল লতীফ লিইবনে যহীরা	দারু ইহইয়াউল কুতুবিল আরাবী মিশর
আনওয়ারে কুত্‌বে মদীনা	বারকাতি পাবলিশার্স, বাবুল মদীনা	ওয়াসায়িলে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা

সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, খেজুর খেলে 'কুলাজ' রোগ (কুলাজকে ইংরেজীতে **APPENDIX** বলা হয়) হয় না।"

(কানযুল ওম্মাল, ১০ম খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৪১৯১)

নবী করিম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন এবং মদীনা পাকের গাছ-পালা দেখতেন তখন মদীনার প্রতি ভালবাসার কারণে নিজের বাহনকে দ্রুত চালনা করতেন এবং যদি ঘোড়ায় আরোহী হতেন তবে ঘোড়াকে দ্রুত চালাতেন।

(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে মদীনা, ১১তম অধ্যায়, ১/৬২০, হাদীসঃ ১৮৮৬)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ؕ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাক্তাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com

bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা